বুদ্ধবাণী

ভিক্ষু শীলভদ্র

বুদ্ধবাণী

ভিক্ষু শীলভদ্র

ষষ্ঠ সংস্করণ

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি
ধম্মং সরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি

মহাবোধি বুক এজেন্সী
৪/এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

Published by
Sri D. L. S. Jayawardana
For Mahabodhi Book Agency
4/A, Bankim Chatterjee Street
Calcutta-700073

প্রকাশক :
শ্রী ডি. এল. এস. জয়বর্ধন
মহাবোধি বুক এজেন্সীর পক্ষে
৪/এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

ষষ্ঠ সংস্করণ
১৪০৬ বঙ্গাব্দ
২০০০ খ্রীষ্টাব্দ

মূল্য : ৯০·০০
Rs. 90·00
ISBN 81-87032-26-X

মুদ্রাকর :
জাগরণী প্রেস
৪০/১ বি শ্রীগোপাল মল্লিক লেন
কলিকাতা-১২

ষষ্ঠ সংস্করণের বিজ্ঞাপন

বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত জার্মান মনীষী Paul Carus ইংরাজী ভাষায় Gospel of Buddha রচনা করেন ; এর প্রকাশকাল ১৮৯৪ সাল। স্বল্প কলেবর এই গ্রন্থ সাধারণ নরনারীর কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত ; কেননা ভগবান বুদ্ধের জীবনী ও বাণীর এত সহজ ও সরল বর্ণনা বোধ হয় আর কোনও গ্রন্থে লক্ষিত হয় না। সিংহলে এবং ভারতে গ্রন্থখানির বিপুল প্রচারের জন্য দায়ী শ্রদ্ধেয় সাধক অনাগরিক ধর্মপাল, যাঁর জন্মভূমি সিংহল এবং কর্মভূমি ভারত। Paul Carus এর সঙ্গেও ধর্মপালের পরিচিতি ছিল।

'বুদ্ধবাণী' Carus রচিত গ্রন্থটির সার্থক বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক শ্রদ্ধাভাজন ভিক্ষু শীলভদ্র। সংসার জীবনে তাঁর নাম ছিল শ্রীযুক্ত কে. কে. রায়। তাঁর জন্ম নদীয়া জেলার ব্রাহ্মণ রায় পরিবারে। তিনি-আইন ব্যবসায়ী রূপে ব্রহ্মদেশে গমন করেন এবং সেখানে বাসকালেই বৌদ্ধধর্মের জীবন্ত প্রভাবে মুগ্ধ হন। ১৯২০ সাল থেকেই তিনি ছিলেন 'মহাবোধি' পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। নিজের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বৌদ্ধ শাস্ত্রে এবং পালি ভাষায় অর্জন করলেন প্রগাঢ় বুৎপত্তি। কিন্তু তাঁর প্রবাসজীবন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পত্নী ও একমাত্র প্রিয়তমা কন্যার অকাল মৃত্যুর পর শোকার্ত চিত্তে ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করে তিনি চলে এলেন কলকাতায় এবং যোগ দিলেন মহাবোধি সমিতিতে। ১৯৩৪ সালে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর তিনি ভিক্ষু শীলভদ্র নামে পয়িচিত হন। দীর্ঘ ২০ বৎসর ধরে এই সাধক নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও ব্যাখ্যানের কাজে। তিনি বৌদ্ধপ্রধান কাম্বোজ দেশেও গিয়েছিলেন এবং সেখানকার বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন প্রশংসা ও সম্মান।

নানা বৌদ্ধগ্রন্থের বঙ্গানুবদে করে বাঙ্গালী পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন এই বৌদ্ধসাধক। মূল পালি থেকে বঙ্গানুবাদ করে বাঙ্গালী পাঠককে উপহার দিয়েছেন 'দীঘনিকায়', 'ধম্মপদ' ও 'সুত্তনিপাত'। আর ইংরাজী থেকে বাঙ্গলায় অনুবাদ করেছেন বর্তমান গ্রন্থ 'বুদ্ধবাণী'। বিশেষ করে 'বুদ্ধবাণীর' সরল ও প্রাণস্পর্শী ভাষা তাঁর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার বহুল প্রসার ঘটিয়েছে।

'বুদ্ধবাণী' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালে। এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের দিনটি তাৎপর্যপূর্ণ। যেদিন শারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ণের পূত দেহাবশেষ ভারতের

প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু মহাবোধি সোসাইটির জিম্মায় অর্পণ করেন, সেই বিশেষ দিনেই গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ দেখে অনুবাদক নির্বাণ লাভ করেন ৭২ বৎসর বয়সে (১৯৫৫)।

'বুদ্ধবাণী' Carus কৃত গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ নয়। মূল গ্রন্থের কোন কোন অংশ অনুবাদে অনুপস্থিত। কিন্তু এই সামান্য ত্রুটি মূল গ্রন্থের ভাবধারার অঙ্গহানি ঘটায়নি। এই সুখপাঠ্য গ্রন্থের জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য এর চতুর্থ ও পঞ্চম সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ। এখন গ্রন্থের ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশ হতে চলেছে। ভিক্ষু শীলভদ্রের অসাধারণ রচনার এই নব সংস্করণ বাঙ্গালী পাঠকের কাছে পূর্বের মতই আদৃত হবে সন্দেহ নেই।

কলিকাতা
২. ৪. ২০০০

কুঞ্জবিহারী কুণ্ডু

উৎসর্গ

মাতৃদেবীর উদ্দেশে

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া এম, এ, ডি, লিট্ লিখিত

ভূমিকা

বর্তমান যুগে ইউরোপ ও আমেরিকায়, প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে, এমন কি ভগবান বুদ্ধের জন্মস্থান এবং পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের নব জাগরণ ও প্রচার কার্যে দুখানি পুস্তক বিশেষ সাহায্য করিয়াছে, প্রথম Edwin Arnold কৃত The Light of Asia; দ্বিতীয় Paul Carus কৃত The Gospel of Buddha। প্রথমটি পদ্যে এবং দ্বিতীয়টি গদ্যে বিরচিত। মাতৃভাষায় এই দুই বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থের সরল ও হৃদয়গ্রাহী অনুবাদ বাংলার বৌদ্ধ মাত্রেরই চির-আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। চট্টগ্রামের বৌদ্ধ কবি ৺ সর্বানন্দ বড়ুয়া মহাশয় তাঁহার অপ্রকাশিত "জগজ্জ্যোতিঃ" নামক উপাদেয় গ্রন্থে The Light of Asia র পদ্যানুবাদ সমাপ্ত করিয়া গিয়াছেন। অর্থাভাবে, বিশেষত কবি সর্বানন্দের পুত্রগণের শৈথিল্যে, তাহা অদ্যাপি সম্পূর্ণ আকারে মুদ্রিত হইতে পারে নাই। সম্প্রতি শ্রদ্ধাভাজন ভিক্ষু শীলভদ্র (শ্রীযুক্ত কে, কে রায়) দ্বিতীয় গ্রন্থের গদ্য অনুবাদ করিয়া শুধু বাংলার বৌদ্ধগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন নাই, বাংলা সাহিত্যেরও অঙ্গ পূর্ণ করিয়াছেন।

প্রথম গ্রন্থের অনুবাদের ভূমিকায় কবি সর্বানন্দ তাঁহার কবিজন সুলভ ভাষায় মাত্র এই কথাটি লিখিয়াছেন: "সুন্দর বস্তুর ছায়াও সুন্দর।" আমি মনে করি, দ্বিতীয় গ্রন্থের অনুবাদের পক্ষেও এই সংক্ষিপ্ত অথচ বহু অর্থব্যঞ্জক ভূমিকাই যথেষ্ট: "সুন্দর বস্তুর ছায়াও সুন্দর।" পল কেরাস্ কৃত দি গস্পেল অব বুদ্ধের নামটি সুন্দর, বিষয় বস্তু সুন্দর, বিষয় বিন্যাস সুন্দর, বর্ণনার রীতি সুন্দর। ইহার ভাষার সারল্য ও মনোহারিত্ব, বর্ণনার চমৎকারিত্ব এবং ভাবের মাধুর্য ও গাম্ভীর্য অতুলনীয়। বুদ্ধের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে অন্য হাজার বই পড়িলেও মনে হয় যেন পল কেরাসের বইতে সব কিছুই নূতন, সব কিছুতেই বুদ্ধ-হৃদয় প্রতিফলিত, সব কিছুই যেন অপূর্ব ও অবর্ণনীয় স্বর্গীয় ভাবমাখা, গদ্যে লিখিত হইলেও ইহা যেন এক অনিন্দ্য সুন্দর গীতিকাব্য। ভিক্ষু শীলভদ্র ভাগ্যবান, যেহেতু তিনিই সর্বপ্রথম এই বইখানি বাঙ্গালী পাঠকের নিকট মাতৃভাষায় উপস্থিত করিয়া যশস্বী হইতে পারিলেন।

পল কেরাসের অপর একখানি বই আছে The Parables of Buddha, যাহা জনসমাজে কম আদৃত হয় নাই। দি গস্পেল অব বুদ্ধ এবং দি প্যারাবলস্ অব্ বুদ্ধ, এই দুই খানি বইয়ের নাম হইতেই প্রতীয়মান হয় যে, উহাদের স্বনাম ধন্য গ্রন্থকার খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী এবং খ্রীষ্টান ধর্ম ও সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত পাঠকগণকে বুদ্ধের জীবন ও বাণীর প্রতি আকৃষ্ট করিবার উপযোগিতা বিচার করিয়াই কর্তব্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বস্তুত বুদ্ধের জীবন ও বাণী আলোচনা করিতে গেলেই সর্বাগ্রে যীশু খ্রীষ্টের জীবন ও বাণী আমাদের স্মৃতিপটে উদিত হয়। উভয়ের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্বন্ধ আদৌ আছে কি না, থাকিলেও তাহা কি, এ বিষয়ে বহু জল্পনা কল্পনা এবং বহু গবেষণা হইয়া থাকিলেও পণ্ডিতগণ সকলে একমত হইতে পারেন নাই। ইহা নিশ্চিত যে, শুধু বাইবেলের পুরাকল্পে বর্ণিত প্রফেটগণের জীবন ও বাণীর ঐতিহাসিক ধারা দ্বারা যীশু খ্রীষ্টের জীবন ও বাণীর অভ্যুদয় ব্যাখ্যাত হয় না। ঐ ধারার সহিত অপর এক ধারার মণিকাঞ্চন সংযোগ আবশ্যক। অপর ধারা খুঁজিতে গেলে বাধ্য হইয়া ভারতের আর্য সংস্কৃতির বৌদ্ধ ধারার আশ্রয় লইতে হয়। বুদ্ধ ব্যবহৃত উপমাগুলি এবং যীশু খ্রীষ্টের প্যারাবল্‌সের মধ্যে সৌসাদৃশ্য এত ঘনিষ্ঠ যে, তাহা শুধু Chance Coincidence বলিলে যেন সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। যেমন বুদ্ধের উপমাগুলি ভারতের পূর্ববর্তী সাহিত্যে পাওয়া যায় না, তেমনি যীশুর প্যারাবল্‌স বাইবেলের পুরাভাগে দৃষ্ট হয় না। বুদ্ধ এবং যীশু উভয়েরই জগতে আবির্ভাব হইয়াছিল not to destroy The Law, but to fulfil it। এই সত্যটি স্মরণ করিয়াই যেন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ চিকাগো বক্তৃতায় জলদ গম্ভীর স্বরে মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন—Buddhism is the fulfilment of Hinduism, বৌদ্ধ ধর্মে হিন্দু ধর্মের পূর্ণতা সাধিত হইয়াছে। উপনিষদের বাণীর সহিত বুদ্ধবাণীর যোগসূত্র পদে পদে। উপনিষদের বাহিরেও বহু ধর্মমত ও ধর্ম সাধনা ছিল এবং আছে, যাহার সহিত বুদ্ধের জীবন ও বাণীর ঐতিহাসিক সম্বন্ধ নির্ণয় করা চলে। তাঁহার জীবন ও বাণীতে আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতি অভূতপূর্ব সঞ্জীবতা লাভ করে এবং তাহা উত্তরকালে বিভিন্ন রূপে বিশ্ববিজয় করিতে সমর্থ হয়। খ্রীষ্টান ধর্ম, ইসলাম, বৈষ্ণব ধর্ম, শিখ ধর্ম, সমস্তই যেন সেই একই সঞ্জীবতার দ্বারা সঞ্চারিত ও সঞ্জীবিত। সমগ্র এসিয়া মহাদেশের সভ্যতা ও কৃষ্টির পশ্চাতে এই সঞ্জীবতা ও সচেতনা। এই দৃষ্টিতে দেখিতে পারিলেই যেন বুদ্ধের জীবন ও বাণীর প্রকৃত মর্ম গ্রহণ করা হয়।

যখন এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে বুদ্ধ-আত্মার উদয় হয় তখন ভারত জগতের পীঠস্থান। মিশর সভ্যতা বহুদূর অগ্রসর হইয়া মামীতে পরিণত হইয়াছিল। এসিরিয়া এবং ব্যাবিলনের সভ্যতাও আর কিছুদূর অগ্রসর হইয়া থামিয়া গিয়াছিল। চীনের সভ্যতাও নীতির নিগড় হইতে মানব-হৃদয়কে মুক্ত করিতে পারে নাই। গ্রীসের সভ্যতার সবে উন্মেষ হইতেছিল। ভারতের আর্যাদর্শ এবং আর্য সংস্কৃতির অত্যুজ্জ্বল দীপশিখার নিকট অপর সকল আদর্শ ও সংস্কৃতি হার মানিয়াছিল। সেই কারণেই যেন মনুসংহিতায় এই গর্বোক্তি দৃষ্ট হয় ঃ

এতদ্দেশ-প্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বয়ং স্বয়ং চরিত্রং শিক্ষেরণ্ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ ॥

বৈদিক অগ্নির দিগ্বিজয়ের পর বৌদ্ধ সম্রাট অশোক প্রবল প্রতাপে এবং মহোৎসাহে ধর্মবিজয় ঘোষণা করিয়াছিলেন। মানব চিন্তা ও সভ্যতার উপর এই ধর্মবিজয়ের প্রভাব কত তাহা জানিবার ও ভাবিবার সময় আসিয়াছে।

ভিক্ষু শীলভদ্রের "বুদ্ধবাণী" ইংরাজী মূলকেই অনুসরণ করিয়াছে। দু চারিটী সামান্য সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি অগ্রাহ্য করিলে আমরা স্বীকার করিতে পারি যে, সর্বত্র তাঁহার অনুবাদ সুবোধ্য ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। আমি তাঁহার "বুদ্ধবাণী" বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এবং প্রত্যেক পাঠাগারে দেখিতে ইচ্ছা করি। ইহার বিশেষত্ব এই যে, পাঠকমাত্রেই তাহা পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন। ইতি—

শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া

কলিকাতা
বিশ্ববিদ্যালয়
১১-৬-৩৯

সূচীপত্র

সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি

ধর্ম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

বৌদ্ধধর্মের সুপ্রতিষ্ঠা

শিক্ষক বুদ্ধ

বিষয় পৃষ্ঠা

নীতিকথা ও আখ্যায়িকা

অন্তিমকাল

সিদ্ধার্থের জন্ম (পৃঃ ১)

বুদ্ধবাণী

সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি

বোধিসত্ত্বের জন্ম

কপিলবস্তু নগরে এক শাক্য নৃপতি ছিলেন। তিনি সঙ্কল্পে দৃঢ়, সর্বজনপূজিত এবং গৌতমনামধারী ইক্ষ্বাকুবংশোদ্ভূত। তাঁহার নাম শুদ্ধোদন।

তাঁহার পত্নী মায়াদেবী মৃণালের ন্যায় সুন্দর এবং পদ্মের ন্যায় বিমল চিত্তশালিনী। তিনি স্বর্গের রাণীর ন্যায়, পৃথিবীতে বাসনাবর্জিত ও পবিত্র জীবন যাপন করিতেন।

স্বামী শুদ্ধোদন তাঁহার পবিত্র জীবনকে সম্মান করিতেন এবং কালক্রমে সত্য তাঁহাতে প্রতিভাত হইল।

মাতৃত্বের সময় নিকটবর্তী জানিয়া তিনি স্বামীকে স্বীয় জনক-জননীর নিকট তাঁহাকে প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিলেন। শুদ্ধোদন পত্নী ও ভাবী সন্তানের জন্য উদ্বেগ-পরবশ হইয়া রাজ্ঞীর প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন।

লুম্বিনীর উদ্যানের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে সময় উপস্থিত হইল; উচ্চবৃক্ষতলে মায়াদেবীর পালঙ্ক স্থাপিত হইল এবং যথাসময়ে উদীয়মান সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল এবং সর্বাঙ্গসুন্দর সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আলোকিত লইল। মহাপুরুষের আগতপ্রায় মহিমা দেখিবার ঐকান্তিক বাসনায় অন্ধ তাহার দৃষ্টি ফিরিয়া পাইল; মূক ও বধির বুদ্ধের জন্ম সূচনাকারী নিমিত্তসমূহ সম্বন্ধে পরস্পর বাক্যালাপ করিল। কুব্জ দেহ সরল হইল; খঞ্জ চলিবার শক্তি পাইল। বন্দিগণ শৃঙ্খলমুক্ত হইল, নরকাগ্নি নির্বাপিত হইল।

আকাশ মেঘমুক্ত ও মলিন জলপ্রবাহ নির্মল হইল, বায়ুপথে স্বর্গীয় সংগীত শ্রুত হইল, দেবগণ সহর্ষে আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তাঁহাদের আনন্দ স্বার্থজনিত কিম্বা আংশিক নহে, উহা ধর্মের জন্য: কারণ বেদনার সমুদ্রে অভিভূত সৃষ্টি এইবার মুক্তি পাইবে।

বন্য পশুরা নীরব হইল; সর্ববিধ হিংস্রপ্রাণীর অন্তঃকরণ প্রেমার্দ্র হইল এবং সর্বত্র শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। একমাত্র মার, মূর্ত অমঙ্গল, ক্ষুব্ধ হইল। সে আনন্দ প্রকাশ করিল না।

নাগরাজগণ সর্বোত্তম ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ঐকান্তিক বাসনায়, অতীত বুদ্ধগণকে যেরূপ পূজা করিয়াছিলেন, সেইরূপ বোধিসত্ত্বের দর্শন কামনায় গমন করিলেন। তাঁহারা বোধিসত্ত্বের সম্মুখে মন্দার পুষ্প নিক্ষেপ পূর্বক ধর্মভক্তি প্রদর্শন করিয়া আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

পিতা নিপৃতি শুদ্ধোদন এই সমস্ত লক্ষণাদি দেখিয়া ক্ষণেকে আনন্দে আপ্লুত এবং ক্ষণেকে সাতিশয় ক্লিষ্ট হইলেন।

রাজ্ঞী পুত্র ও পুত্রের জন্মজনিত কোলাহল দেখিয়া স্বীয় নারীহৃদয়ে সংশয় অনুভব করিলেন।

তাঁহার পালঙ্কের পার্শ্বে এক বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া সন্তানকে আশীর্বাদ করিবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছিল।

ঐ সময় নিকটস্থ অরণ্যে অসিত নামক একজন ঋষি সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিতেছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ ও তাঁহার মুখমণ্ডল মহত্ত্বজ্ঞাপক; জ্ঞান ও বিদ্যায় তাঁহার যেরূপ খ্যাতি ছিল, সেইরূপ লক্ষণ সমূহের শুভাশুভ ফল গণনায় পারদর্শিতার জন্যও তিনি খ্যাত ছিলেন।

ঐ ঋষি রাজপুত্রকে দেখিয়া অশ্রুপাত এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ঋষিকে অশ্রুপাত করিতে দেখিয়া রাজা ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার পুত্রকে দেখিয়া আপনি কেন দুঃখ ও বেদনা অনুভব করিলেন?"

কিন্তু অসিতের অন্তঃকরণ আনন্দমগ্ন ছিল। রাজার মনের সংশয় অবগত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া ঋষি কহিলেন:

"পূর্ণাবয়ব চন্দ্রের ন্যায় নৃপতি মহৎ আনন্দ অনুভব করুন, কারণ তিনি মহাপুরুষের জন্মদাতা।

"আমি ব্রহ্মের উপাসনা করি না, কিন্তু এই শিশুকে পূজা করি; দেবগণ মন্দিরস্থ আসন হইতে অবতরণ করিয়া ইহার পূজা করিবে।

"সমুদয় উদ্বেগ ও সংশয় দূর করুন। যে সমুদয় আধ্যাত্মিক নিমিত্ত প্রকটিত হইয়াছে তাহারা সূচনা করিতেছে যে, এই শিশু বিশ্বের মুক্তিদাতা হইবে।

"আমার বার্ধক্য স্মরণ করিয়া আমি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই;

কারণ আমার শেষ সময় নিকটবর্তী। কিন্তু আপনার এই পুত্র পৃথিবী শাসন করিবে। সমস্ত প্রাণীর মঙ্গলের জন্য তাহার জন্ম।

“তাঁহার বিমল শিক্ষা সমুদ্রে নষ্টপোত নাবিকের আশ্রয়দাত্রী তীরভূমির ন্যায় হইবে। তাঁহার ধ্যানের ক্ষমতা শান্ত জলাশয়ের ন্যায় হইবে; এবং কামনারূপ অনাবৃষ্টিতে দগ্ধ প্রাণীগণ স্বেচ্ছায় তথা হইতে জল পান করিবে।

“লোভাগ্নির উপর ইহার করুণার মেঘ উদিত হইয়া ধর্মবৃষ্টিতে ঐ অগ্নি নির্বাপিত করিবে।

“নৈরাশ্যের দুরন্ত দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া নির্বুদ্ধিতা ও অবিদ্যার স্বেচ্ছাকৃত জালে আবদ্ধ প্রাণীগণকে মুক্ত করিবে।

“দীন, দুঃখী ও অসহায়কে দাসত্বের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার জন্য ধর্মরাজ অবতীর্ণ হইয়াছেন।”

রাজা ও রাজ্ঞী অসিতের বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দে অভিভূত হইলেন এবং নবজাত সন্তানের নাম সিদ্ধার্থ (যিনি স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছেন) রাখিলেন।

তদনন্তর রাজ্ঞী তাঁহার সহোদরা প্রজাপতিকে কহিলেন, “যে মাতা ভবিষ্যৎ বুদ্ধকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন, তিনি কখনও অন্য সন্তান প্রসব করিবেন না। আমি অবিলম্বে এই পৃথিবী, স্বামী ও সন্তান সিদ্ধার্থকে ত্যাগ করিয়া যাইব। আমার মৃত্যুর পর তুমি সিদ্ধার্থের মাতা হইও।”

প্রজাপতি সাশ্রুনয়নে অঙ্গীকার করিলেন।

রাজ্ঞীর লোকান্তর গমনের পর প্রজাপতি সিদ্ধার্থকে পালন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রের কলা যেরূপ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিলাভ করে, সেইরূপ রাজপুত্রও দিনে দিনে দৈহিক ও মানসিক উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। সত্যবাদিতা ও করুণা তাঁহার হৃদয়ে আশ্রয় লইয়াছিল।

জীবন বন্ধন

সিদ্ধার্থ যৌবনে পদার্পণ করিলে তাঁহার পিতা তাঁহার বিবাহ দিবার বাসনা করিলেন এবং স্বীয় আত্মীয় কুটুম্বগণকে আদেশ প্রেরণ করিলেন যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের রাজকুমারীগণকে আনয়ন করেন। আগত রাজকুমারীদের মধ্য হইতে রাজকুমার নিজ স্ত্রী মনোনীত করিবেন।

কুটুম্বগণ উত্তরে জানাইলেন, "রাজকুমার তরুণ ও দুর্বল; তিনি শাস্ত্রাদিতে জ্ঞানলাভ করেন নাই। তিনি আমাদের কন্যাকে প্রতিপালনে অক্ষম এবং যুদ্ধ ঘটিলে তিনি শত্রু পক্ষকে প্রতিহত করিতে সমর্থ হইবেন না।"

রাজকুমার স্বভাবতঃ চিন্তাশীল ছিলেন, তিনি মুখর ছিলেন না। তিনি পিতার উদ্যানে বিশাল জম্বুবৃক্ষতলে অবস্থান করিতে ভালবাসিতেন এবং সংসারের গতি পর্যালোচনা করিতে করিতে ধ্যানমগ্ন হইতেন।

রাজকুমার পিতাকে কহিলেন, "কুটুম্বগণকে নিমন্ত্রণ করুন। উহারা আসিয়া আমাকে দেখুন ও আমার বল পরীক্ষা করুন।" পিতা পুত্রের অনুরোধ রক্ষা করিলেন।

কুটুম্বগণ আসিলে কপিলাবস্তু নগরীর জনসমূহ রাজকুমারের শৌর্য ও বিদ্যাবত্তার পরীক্ষার জন্য সমাগত হইলেন। রাজকুমার দৈহিক ও মানসিক সকল প্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। শৌর্যে, জ্ঞানে ও বিদ্যায় তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী সমস্ত ভারতে ছিল না।

তিনি আগত জ্ঞানীগণের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন; কিন্তু যখন তিনি তাঁহাদিগকে প্রশ্ন করিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে সর্বোচ্চ জ্ঞানীও উত্তর দানে অসমর্থ হইলেন।

তদনন্তর সিদ্ধার্থ স্বীয় স্ত্রী মনোনীত করিলেন। তিনি স্বীয় পিতৃস্বসা-কন্যা কোলিরাজ দুহিতা যশোধরাকে নির্বাচিত করিলেন। যশোধরা রাজপুত্রের বাগদত্তা হইলেন।

বিবাহের পর যে পুত্রসন্তান জন্মিল, পিতামাতা তাহার নাম রাখিলেন রাহুল। নৃপতি শুদ্ধোদন পুত্রের উত্তরাধিকারীর জন্মে আনন্দিত হইয়া কহিলেন, "আমি যেমন কুমারকে ভালবাসি, কুমারও নিজের পুত্রকে তেমনই ভালবাসিবেন। এই সন্তান-প্রেমের কঠিন বন্ধন সিদ্ধার্থের হৃদয়কে সংসারে বদ্ধ করিয়া রাখিবে। শাক্যকুলের রাজ্য আমার বংশধরদিগের দণ্ডাধীন রহিবে।"

সিদ্ধার্থ নিঃস্বার্থ হৃদয়ে পুত্রের শুভ কামনায় এবং প্রজাবর্গের মনোরঞ্জনার্থে ধর্মানুষ্ঠান পালন করিলেন। তিনি পবিত্র গঙ্গায় দেহ স্নাত করিয়া ধর্মবারিসেকে চিত্ত শুদ্ধি করিলেন। সন্তান-সন্ততিকে শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মানুষ যেরূপ ব্যগ্র, তিনিও সেইরূপ সমস্ত পৃথিবীকে শান্তি দিবার জন্য একান্ত অভিলাষ করিয়াছিলেন।

ত্রিবিধ দুঃখ

নৃপতি রাজপুত্রের জন্য যে প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন, উহা ভারতের সর্বোৎকৃষ্ট ভোগ্যবস্তুসমূহে পরিপূর্ণ ছিল ; কারণ তিনি পুত্রকে সুখী দেখিবার জন্য অতিশয় উৎসুক ছিলেন।

সর্বপ্রকার দুঃখজনক দৃশ্য, সর্ববিধ যাতনা এবং দুঃখের অস্তিত্ব সিদ্ধার্থের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত করিয়া রাখা হইয়াছিল। জগতে অমঙ্গলের অস্তিত্ব তাঁহার অবিদিত ছিল।

কিন্তু শৃঙ্খলিত হস্তীর চিত্ত যেরূপ অরণ্যের দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ রাজকুমার জগত দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। তিনি পিতার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

শুদ্ধোদন চতুরশ্ব যোজিত রত্নমুখ রথ প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। ইহাও আদিষ্ট হইল যে, রাজকুমারের গম্য মার্গসমূহ সুসজ্জিত রহিবে।

নগরের গৃহসমূহ যবনিকা ও পতাকায় সুশোভিত হইল এবং পথের উভয় পার্শ্বে দর্শকমণ্ডলী উৎসুক নেত্রে ভাবী নৃপতির দিকে চাহিতে লাগিলেন। এইরূপে সিদ্ধার্থ রথারোহণে সারথী ছন্নের সহিত নগরীর বর্ত্মসমূহ অতিক্রম করিয়া একটি জনপদে উপস্থিত হইলেন। স্থানটি ক্ষুদ্র-নদী-সিক্ত ও সুদৃশ্য বৃক্ষ সমন্বিত।

ঐ স্থানে পথিপার্শ্বে একজন বৃদ্ধ তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। বৃদ্ধের নত দেহ, কুঞ্চিত মুখমণ্ডল এবং দুঃখসূচক ললাট দেখিয়া রাজপুত্র ছন্নকে কহিলেন, "ইনি কে ? ইঁহার মস্তক শুভ্র, চক্ষু দৃষ্টিহীন এবং দেহ বিশুষ্ক। ইনি দণ্ডের সাহায্যেও চলিতে অক্ষম !"

উত্তর দিতে ক্লিষ্ট সারথীর সাহস হইতেছিল না। সে কহিল, "এই সমুদয় বার্ধক্যের চিহ্ন। এই ব্যক্তিই এক সময়ে স্তন্যপায়ী শিশু ছিল, যৌবনে আমোদপ্রিয় ছিল ; কিন্তু এক্ষণে কালের গতিতে তাহার সৌন্দর্য আর নাই, তাহার জীবনী-শক্তি নষ্ট হইয়াছে।"

সারথীর বাক্যে সিদ্ধার্থ অতিশয় বিচলিত হইলেন। বার্ধক্যের ক্লেশের জন্য তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, "মানুষ যখন জানে যে, তাহাকে শীঘ্রই শুষ্ক ও নষ্ট হইতে হইবে, তখন কি আনন্দ, কি সুখ তাহার পক্ষে পাওয়া সম্ভব ?"

পরক্ষণেই যাইতে যাইতে, একটী পীড়িত মানুষ দৃষ্ট হইল। সে অতি কষ্টে শ্বাস গ্রহণ করিতেছিল; সে বিকলাঙ্গ, স্নায়বিক আক্ষেপক্লিষ্ট এবং যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতেছিল।

রাজকুমার সারথীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি প্রকার মনুষ্য?" সারথী উত্তর করিল, "এ ব্যক্তি পীড়িত। ইহার দেহের চারি উপাদান শৃঙ্খলাচ্যুত ও বিকল হইয়াছে। আমরা সকলেই এই অবস্থার অধীন। ধনী, নির্ধন, অজ্ঞান, জ্ঞানী, দেহধারী সর্ববিধ প্রাণীই এই অবস্থাপন্ন হইবে।"

এইবার সিদ্ধার্থ আরও বিচলিত হইলেন। সর্বপ্রকার ভোগসুখ তাঁহার নিকট নিরর্থক বোধ হইল। তিনি পার্থিব আনন্দকে হেয় জ্ঞান করিলেন।

বিষাদের দৃশ্য হইতে পলায়নের জন্য সারথী বেগে রথ চালিত করিল, কিন্তু অকস্মাৎ তাঁহাদের দ্রুতগতি রুদ্ধ হইল।

চারিজন মানুষ একটি শবদেহ বহন করিয়া চলিয়া গেল। প্রাণহীন দেহের দৃশ্যে ভীত হইয়া রাজকুমার সারথীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহারা কি বহিতেছে? পতাকা ও পুষ্পমাল্যসমূহ দৃষ্ট হইতেছে; কিন্তু যাহারা পশ্চাতে অনুসরণ করিতেছে তাহারা শোকে অভিভূত!"

সারথী উত্তর করিল, "উহা একটি মনুষ্য। ইহার দেহ অনম্য এবং প্রাণহীন; ইহার চিন্তাশক্তি নিষ্ক্রিয়; প্রিয় স্বজন ও মিত্রবর্গ এখন ইহার শবদেহ শ্মশানে লইয়া যাইতেছে।"

রাজপুত্র ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। "ইহাই কি একমাত্র মৃত মনুষ্য? কিম্বা জগতে এরূপ দৃষ্টান্ত আরও আছে?" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন।

দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সারথী উত্তর করিল, "সমস্ত জগতেই এই ব্যাপার চলিতেছে। জীবন আরম্ভ করিলেই শেষ করিতে হইবে; মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ নাই।"

রাজপুত্রের নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইল, তাঁহার বাক্যস্ফূর্তি স্পষ্ট হইল না। তিনি উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "সংসারাকৃষ্ট মনুষ্য! তোমার মোহ কি বিষময়! তোমার দেহ ধূলিতে পরিণত হইবে ইহা অনিবার্য; তথাপি তুমি নিশ্চিন্ত, নিশ্চেষ্ট হইয়া বাঁচিয়া চলিয়াছ।"

দুঃখের দৃশ্যসমূহ রাজকুমারের চিত্তে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে দেখিয়া সারথী অশ্বগণকে ফিরাইয়া নগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

যখন তাঁহরা সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষদিগের প্রাসাদসমূহ অতিক্রম করিতেছিলেন, তখন শুদ্ধোদনের ভ্রাতুষ্পুত্রী যুবতী রাজকুমারী কৃশা গৌতমী সিদ্ধার্থকে দেখিলেন। সিদ্ধার্থের পৌরুষ ও সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া এবং তাঁহার মুখমণ্ডলের চিন্তাশীলতা অবলোকন করিয়া কৃশা গৌতমী কহিলেন, "যে পিতা তোমার জনক, তিনি সুখী; যে মাতা তোমাকে পালন করিয়াছেন, তিনি সুখী; যে স্ত্রী তোমার ন্যায় মহাপুরুষকে স্বামী বলিয়া বরণ করিয়াছেন, তিনি সুখী।"

রাজকুমার এই অভিনন্দন শুনিয়া কহিলেন, "যাঁহারা মুক্তিলাভ করিয়াছে, তাহারাই সুখী। আমি মানসিক শান্তির প্রার্থী, আমি নির্বাণের পরমানন্দ অন্বেষণ করিব।" তৎপরে রাজপুত্রীর নিকট যে উপদেশ পাইলেন, ঐ উপদেশের পুরস্কার স্বরূপ স্বীয় মহামূল্য মুক্তা-কণ্ঠাভরণ তাঁহাকে দান করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

সিদ্ধার্থ তাঁহার প্রাসাদের মূল্যবান দ্রব্যসমূহের প্রতি ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। স্ত্রী তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া তাঁহার সন্তাপের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, "আমি সর্বত্র পরিবর্তনের চিহ্ন দেখিতেছি; তজ্জন্য আমার হৃদয় ভারগ্রস্ত। মনুষ্য বার্ধক্য, ব্যাধি ও মরণ-পীড়িত। জীবনে আস্থার নিবৃত্তি সাধন করিতে উহাই যথেষ্ট।"

শুদ্ধোদন পুত্রের ভোগসুখে বিরতির সংবাদ অবগত হইয়া শোকাভিভূত হইলেন। তাঁহার হৃদয় যেন অসিবিদ্ধ হইল।

বোধিসত্ত্বের সংসার ত্যাগ

রাত্রিকাল। সুকোমল উপাধানে মস্তক রক্ষা করিয়া রাজপুত্র বিশ্রামসুখ অনুভব করিলেন না। তিনি উঠিয়া উদ্যানে গমন করিলেন এবং কহিলেন, "হায়! সমস্ত জগৎ অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন; জীবনের অশুভসমূহ হইতে মুক্তির পন্থা কেহই অবগত নয়!" তিনি যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিলেন।

সিদ্ধার্থ বৃহৎ জম্বুবৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া জীবন, মৃত্যু ও ধ্বংসের অমঙ্গল বিষয়ে চিন্তামগ্ন হইলেন, চিত্তের একাগ্রতায় তিনি মোহমুক্ত হইলেন। সর্ববিধ হীন বাসনা তাঁহার হৃদয় হইতে দূরীভূত হইল ও তিনি পূর্ণ শান্তি অনুভব করিলেন।

এই আনন্দমগ্ন অবস্থায় তিনি মনশ্চক্ষে পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ ও অমঙ্গল দেখিলেন; তিনি ভোগনিহিত দুঃখ এবং মৃত্যুর অনিবার্যতা অনুধাবন করিলেন।

মানুষ কিন্তু সুষুপ্তিতে মগ্ন—সত্য তাহার নিকট অজ্ঞাত। তাঁহার হৃদয় করুণায় অভিভূত হইল।

এইরূপে দুঃখের সমস্যার বিষয় গভীর চিন্তা করিতে করিতে রাজপুত্র মানস নয়নে জম্বুবৃক্ষতলে একটি বিরাট, মহান ও স্থির মূর্তি অবলোকন করিলেন। "কোথা হইতে আসিয়াছ? তুমি কে?" রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন।

উত্তরে মূর্তি কহিল, "আমি শ্রমণ। বার্ধক্য, ব্যাধি ও মৃত্যুর চিন্তায় ক্লিষ্ট হইয়া মুক্তির অন্বেষণে আমি গৃহত্যাগ করিয়াছি। সর্ববিধ বস্তু অচিরে ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়; একমাত্র সত্যই অবিনশ্বর। সর্ববস্তু পরিবর্তনশীল, স্থায়িত্ব কুত্রাপি নাই, কিন্তু যাঁহারা বুদ্ধ তাঁহাদের বাক্য অপরিবর্তনশীল। যে সুখের ক্ষয় নাই সেই সুখ আমার কাম্য; যে ধনের নাশ নাই আমি সেই ধনের প্রার্থী; যে জীবন অনাদি ও অনন্ত সেই জীবনই আমার কাম্য; সর্ববিধ পার্থিব চিন্তা আমি দূর করিয়াছি। নিভৃতে বাস করিবার জন্য আমি জনহীন কন্দরে আশ্রয় লইয়াছি; আমার খাদ্য ভিক্ষালব্ধ অন্ন; একান্ত কাম্যের উদ্দেশে আমি নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছি।"

সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, "অশান্তির আগার এই সংসারে শান্তিলাভ কি সম্ভব? ভোগের অসারতায় আমি স্তম্ভিত, বাসনা আমার নিকট ঘৃণ্য। সংসার আমাকে পীড়ন করিতেছে, জীবন আমার নিকট দুর্বহ।"

শ্রমণ উত্তর করিলেন, "যেখানে উত্তাপ বর্তমান, সেইখানেই শৈত্যের সম্ভাবনা বর্তমান; প্রাণীসমূহ যখন দুঃখের অধীন তখন সুখলাভের ক্ষমতাও তাহাদের অধিকারে; দুঃখের মূল সুখের বিকাশের সূচনা করে। কারণ সুখ ও দুঃখ পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট। এইরূপে দুরন্ত ক্লেশ হইতে স্বর্গীয় আনন্দ উদ্ভূত হইতে পারে; কেবল মাত্র মানুষকে আয়াস সহকারে ঐ আনন্দ অন্বেষণ করিতে হইবে। পঙ্কে পতিত মানুষ যেরূপ নিকটস্থ পদ্মাবৃত জলাশয় অন্বেষণ করিবে, সেইরূপ তুমিও পাপের মলিনতা ধৌত করিবার জন্য নির্বাণের অক্ষয় জলাশয় অন্বেষণ কর। যদি জলাশয়কে অণ্বেষণ করা না হয়, তাহা হইলে জলাশয়ের দোষ নয়; তদ্রূপ পাপগ্রস্ত মানুষকে নির্বাণের মুক্তিতে চালিত করিবার যখন পথ বিদ্যমান, তখন ঐ পথে মানুষ যদি বিচরণ না করে তাহা হইলে পথের দোষ নয়, মানুষের দোষ। পরন্তু ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ চিকিৎসক বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যদি তাহার সাহায্য না লয় তাহাতে চিকিৎসকের দোষ

হয় না ; সেইরূপ পাপব্যাধিগ্রস্ত মানুষ যদি জ্ঞানালোকের আশ্রয় না লয় তাহা হইলে তাহার দোষ।"

রাজকুমার ছায়ামূর্তির মহৎ বাণী শুনিয়া কহিলেন, "তোমার বাক্য আনন্দদায়ক, যেহেতু আমি এখন বুঝিলাম যে আমার উদ্দেশ্যে সিদ্ধ হইবে। আমার পিতা আমাকে জীবন উপভোগ করিতে এবং সাংসারিক কর্তব্য পালন করিতে উপদেশ দিতেছেন, যাহাতে আমার ও আমার বংশের সম্মান লাভ হয়। তিনি বলেন, আমি এখনও অতিশয় তরুণ, আমার রক্ত এখনও ধর্মসাধনের উপযুক্ত হয় নাই।"

সৌম্যমূর্তি মস্তক সঞ্চালন পূর্বক উত্তর করিলেন, "প্রকৃত ধর্মের অন্বেষণের জন্য সকল সময়ই কালোচিত, ইহা অবশ্য জানিবে।"

সিদ্ধার্থের হৃদয় আনন্দে পরিপূরিত হইল। তিনি কহিলেন, "ধর্মান্বেষণের ইহাই উপযুক্ত অবসর ; পূর্ণ জ্ঞান লাভের পথে বিঘ্নপ্রদায়ী বন্ধনসমূহ ছিন্ন করিবার ইহাই উপযুক্ত সময় ; অরণ্যে বাস ও সন্ন্যাসীর জীবন যাপন পূর্বক মুক্তির পথ লাভের ইহাই প্রকৃত সুযোগ।"

স্বর্গীয় দূত সিদ্ধার্থের সংকল্প অনুমোদন সহকারে শ্রবণ করিলেন। তিনি পুনরায় কহিলেন, 'ধর্মান্বেষণের সত্যই এই উপযুক্ত অবসর। যাও, সিদ্ধার্থ, মনোবাসনা পূর্ণ কর। যেহেতু তুমি বোধিসত্ত্ব, ভবিষ্যৎ বুদ্ধ, পৃথিবীকে জ্ঞানালোকে প্রদীপ্ত করাই তোমার জন্মের উদ্দেশ্য।

"তুমি তথাগত, তুমি সর্বগুণান্বিত, যেহেতু তুমি সর্ব ধর্ম সাধন পূর্বক ধর্মরাজ আখ্যা লাভ করিবে। তুমি ভগবন্ত, তুমি মোক্ষপ্রাপ্ত, যেহেতু তুমি পৃথিবীর মুক্তিদাতা হইবে।

"তুমি সত্যের পূর্ণতা সম্পাদন কর। শিরে বজ্রাঘাত হইলেও সত্যের পথে মানুষকে প্রলুব্ধকারী মোহসমূহকে কখনও প্রশ্রয় দিও না। সূর্য যেমন সর্ব ঋতুতেই নিজ গতি অনুসরণ করে, কখনই ভিন্নগতি অবলম্বন করে না, সেইরূপ তুমি যদি ন্যায়ধর্মের সরল পথ হইতে ভ্রষ্ট না হও, তাহা হইলে তুমি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবে।

"সোৎসাহে কাম্য বস্তুর অনুসরণ কর, ঈপ্সিতকে লাভ করিবে। অনন্যমনা হইয়া লক্ষ্যকে সম্মুখে রাখিও, তুমি পুরস্কৃত হইবে। ঐকান্তিকতার সহিত সংগ্রাম কর, জয়ী হইবে। সর্ব দেবতা, সর্ব মহাপুরুষ, জ্ঞানালোক প্রার্থী মাত্রেই তোমাকে আশীর্বাদ করিতেছেন, সর্বোত্তম প্রজ্ঞা তোমার পথ-প্রদর্শক।

তুমি বুদ্ধ হইয়া আমাদিগের শিক্ষক ও অধিশ্বর হইবে; তুমি জ্ঞানালোকে জগত আলোকিত করিয়া মানুষকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবে।"

তদনন্তর ছায়া মূর্তি অদৃশ্য হইল এবং সিদ্ধার্থের চিত্ত শান্তিতে পরিপূরিত হইল। তিনি মনে মনে কহিলেন:

"আমি সত্যের সন্ধান পাইয়াছি, আমি স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প। যে সকল বন্ধন আমাকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে ঐ সকল বন্ধন ছিন্ন করিব, আমি গৃহত্যাগী হইয়া মুক্তিপথের অনুসরণ করিব।

"বুদ্ধদিগের বাক্য কখনও বৃথা হয় না, তাঁহাদের বাক্য সত্যের প্রতিবিম্ব।

"যেহেতু বায়ুপথে নিক্ষিপ্ত প্রস্তর খণ্ডের পতন, নশ্বর প্রাণীর মৃত্যু, প্রভাতে সূর্যোদয়, বিবরত্যাগ কালে সিংহের গর্জন এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোকের প্রসব যেরূপ নিশ্চিত, সেইরূপ বুদ্ধবাক্যও নিশ্চিত, তাহা কখনও বৃথা হয় না।

"আমি নিশ্চয়ই বুদ্ধ হইব।"

যাহারা জগতে সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম, তাহাদিগকে বিদায়ের শেষ দেখা দেখিবার জন্য রাজপুত্র স্ত্রীর শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন। পুত্রকে আর একবার বক্ষে লইয়া বিদায়ের শেষ চুম্বন দিবার জন্য তিনি অধীর হইলেন। কিন্তু শিশু মাতৃক্রোড়ে সুপ্ত। তাহাকে তুলিয়া লইলে মাতাকেও জাগরিত করা হয়।

সিদ্ধার্থ দাঁড়াইয়া অনিমেষ নয়নে সুন্দরী স্ত্রী ও প্রিয়তম সন্তানের প্রতি চাহিতে লাগিলেন, শোকে তাঁহার হৃদয় অভিভূত হইল। বিদায়ের বেদনা নিষ্ঠুর ভাবে তাঁহাকে জয় করিল। যদিও তাঁহার চিত্ত দৃঢ় ছিল, যদিও শুভ কিংবা অশুভ কিছুই তাঁহার সঙ্কল্পকে বিচলিত করিতে সমর্থ ছিল না, তথাপি তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে দরবিগলিতধারে অশ্রু নির্গত হইল, তিনি চেষ্টা করিয়াও অশ্রুর গতি রুদ্ধ করিতে পারিলেন না।

যথার্থ পুরুষের ন্যায় সিদ্ধার্থ গৃহ ত্যাগ করিলেন। তিনি হৃদয়ের বেদনা দমন করিলেন বটে, কিন্তু স্মৃতির উচ্ছেদ করিলেন না। তিনি স্বীয় অশ্ব কণ্টকে আরোহণ পূর্বক উন্মুক্ত প্রাসাদ দ্বার অতিক্রম করিয়া বাহিরে রাত্রির নিস্তব্ধতায় মিশিয়া গেলেন। সঙ্গে একমাত্র বিশ্বস্ত সারথী ছন্ন।

এইরূপে রাজপুত্র সিদ্ধার্থ পার্থিব সুখভোগ বিসর্জন দিয়া রাজ্য ত্যাগ করিয়া, সর্ববিধ বন্ধন ছিন্ন করিয়া, সন্ন্যাস আশ্রয় করিলেন।

সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ (পৃঃ ১০)
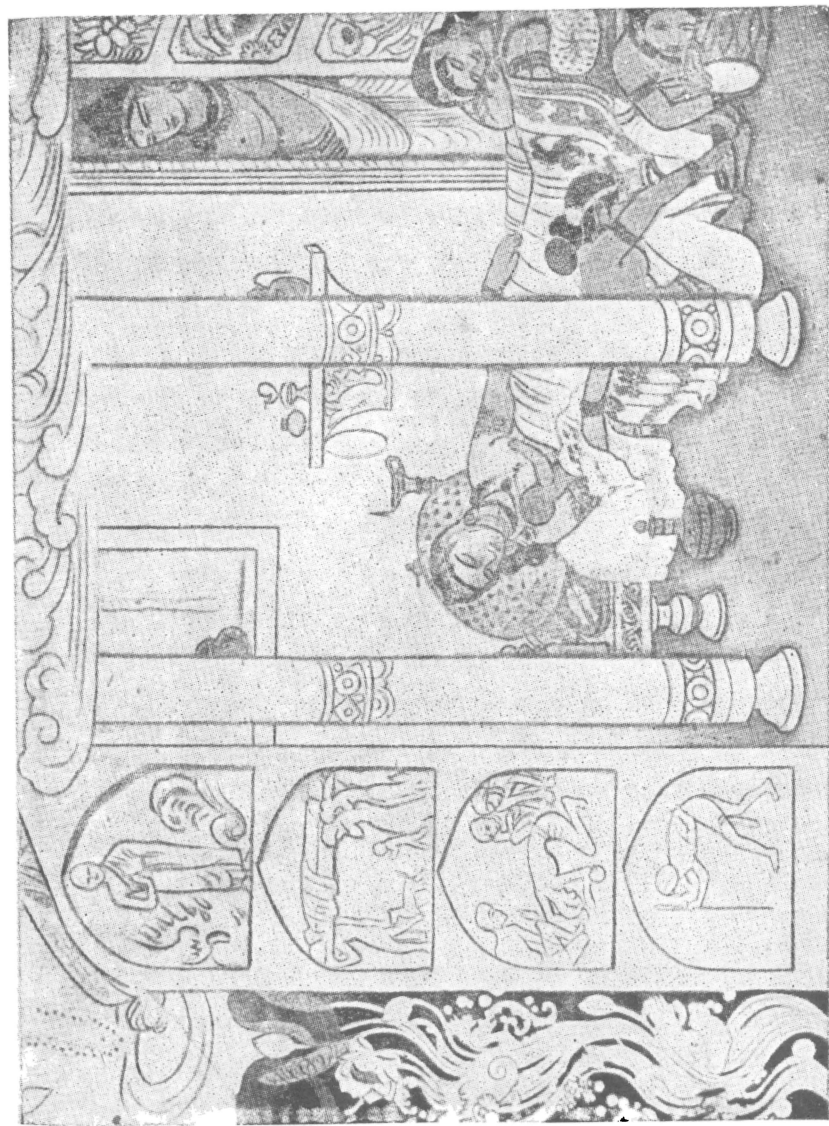
পৃথিবী অন্ধকারে মগ্ন হইল ; কিন্তু নক্ষত্রগণ আলোকে আকাশ উজ্জ্বল করিল।

নৃপতি বিম্বিসার

সিদ্ধার্থ তাঁহার দীর্ঘ কেশরাশি কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং রাজকীয় বেশভূষা পরিত্যাগ পূর্বক মৃত্তিকা বর্ণ সামান্য পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বীয় সংসার ত্যাগের সংবাদ শুদ্ধোদনের নিকট বহন করিবার জন্য তিনি বিশ্বস্ত অশ্ব কণ্টকের সহিত সারথী ছন্নকে প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং ভিক্ষাপাত্র হস্তে রাজপথে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

তথাপি বাহ্যিক দারিদ্র্য তাঁহার উন্নত চিত্তকে লুক্কায়িত করিতে পারে নাই। তিনি যে রাজবংশ প্রসূত, তাঁহার উন্নত চলনভঙ্গী তাহা ঘোষণা করিতেছিল, তাঁহার উজ্জ্বল চক্ষু সত্যান্বেষণের দৃঢ় কামনা প্রকাশ করিতেছিল। পবিত্রতা জ্যোতির্মণ্ডলের ন্যায় তাঁহার মস্তককে বেষ্টন করিয়া তাঁহার যৌবনের সৌন্দর্যকে প্রকাশ করিয়াছিল।

জনগণ এই অসাধারণ দেবোপম মূর্তি দেখিয়া বিস্ময়ে একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিতে লাগিল। যাহারা দ্রুতগতিতে চলিতেছিল তাহারা গতি মন্দ করিয়া পশ্চাদ্দিকে চাহিল ; সর্বজন তাঁহার পূজা করিল।

রাজগৃহ নগরে প্রবেশ করিয়া রাজপুত্র দ্বারে দ্বারে আহার্যের জন্য নীরবে অপেক্ষা করিলেন। মহাপুরুষ যেখানেই গমন করিলেন সেইখানেই নাগরিকগণ তাঁহাকে যথাসম্ভব দান করিল ; তাহারা বিনীত হইয়া তাঁহার সন্মুখে মস্তক নত করিল ও তিনি যে কৃপা করিয়া তাহাদের গৃহে আগমন করিয়াছেন তজ্জন্য কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইল।

বৃদ্ধ ও তরুণ সকলেই বিচলিত হইয়া কহিল, "ইনি মহামুনী ! ইঁহার আগমন শুভসূচক, আমাদের কি আনন্দ !"

নৃপতি বিম্বসার নগরে আন্দোলন অবলোকনে অনুসন্ধানে কারণ অবগত হইয়া জনৈক রাজভৃত্যকে নবাগতের সেবায় নিযুক্ত করিলেন।

মুনি উচ্চবংশসম্ভূত শাক্য এবং ভিক্ষাপাত্রে আহার করিবার জন্য তিনি নদীতীরস্থ অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন শুনিয়া রাজার হৃদয় বিচলিত হইল। তিনি রাজবেশ পরিধান এবং শিরে স্বর্ণমুকুট স্থাপন করিয়া জ্ঞানী ও বয়োবৃদ্ধ মন্ত্রিগণের সমভিব্যাহারে গভীর রহস্যজনক আগন্তুককে দর্শন করিতে চলিলেন।

নৃপতি দেখিলেন শাক্যবংশোদ্ভূত মুনি বৃক্ষতলে উপবিষ্ট। তাঁহার প্রশান্ত মুখমণ্ডল এবং বিনয়াবনত আচরণ অবলোকন করিয়া বিম্বিসার সম্মান সহকারে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন :

"শ্রমণ, তোমার হস্ত সাম্রাজ্যের রশ্মি গ্রাস করিবার উপযুক্ত, উহা ভিক্ষুকের ভিক্ষাপাত্র বহন করিবার জন্য নয়, তোমার তারুণ্য হেতু আমার মনে করুণার সঞ্চার হইতেছে। তুমি রাজবংশসম্ভূত বোধ হইতেছে, যদি তাহা না হইত তাহা হইলে আমার রাজ্যশাসনে তোমাকে আমার প্রতিনিধি হইতে অনুরোধ করিতাম। যাহারা উচ্চ অন্তঃকরণশালী, শক্তির প্রয়াসী হওয়া তাহাদের পক্ষে গৌরবজনক ; ধনসম্পদ ঘৃণ্য বস্তু নহে। ধর্মভ্রষ্ট হইয়া ধনশালী হওয়া যথার্থ লাভ নহে, কিন্তু যিনি শক্তি, ধন ও ধর্ম তিনেরই অধিকারী এবং এই ত্রিবিধ সম্পদকে যিনি বিমৃশ্যকারিতা ও প্রজ্ঞা সহকারে উপভোগ করেন আমি তাঁহাকে মহৎ শিক্ষক বলিব।"

মহামান্য শাক্যমুনি চক্ষু উত্তোলন করিয়া উত্তর করিলেন, "রাজন্, উদার ও ধর্মজ্ঞ বলিয়া আপনার খ্যাতি আছে, আপনার বাক্য জ্ঞানগর্ভ। যে দয়াপরবশ ব্যক্তি ধনের সদ্ব্যবহার করে সেই ধনভাণ্ডারের অধিকারী ; কিন্তু যে কৃপণ কেবল মাত্র ধন সঞ্চয় করে, সে লাভবান হইবে না।

"দানের যথেষ্ট পুরস্কার আছে ; দান সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ধন, যেহেতু যদিও বিতরণই ইহার কাজ তথাপি ইহা অনুতাপ আনয়ন করে না।

"আমি মুক্তিপ্রার্থী হইয়া সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়াছি। সংসারে পুনঃপ্রবেশ আমার পক্ষে কি প্রকারে সম্ভব ? যিনি সর্বোত্তম ধন সত্যানুসন্ধানে রত, তিনি সর্বপ্রকার চিত্তবিচলিতকারী উদ্বেগ বিসর্জন দিয়া ঐ একমাত্র লক্ষ্য অনুসরণ করিবেন। তিনি লোভ, কাম ও প্রভুত্বের বাসনা হইতে নিজেকে মুক্ত করিবেন।

"বাসনাকে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দিলেই শিশুর ন্যায় তাহার কলেবর বর্ধিত হইবে। পার্থিব ক্ষমতার ব্যবহার উদ্বেগ আনয়ন করে।

"অন্তরের পবিত্রতা রাজ্যসম্পদ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, স্বর্গবাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, এবং সর্বজগতের উপর প্রভুত্বের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

"বোধিসত্ত্ব পার্থিব সম্পদের ক্ষণস্থায়িত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন। তিনি খাদ্য বলিয়া বিষ ভোজন করিবেন না।

"জালবদ্ধ মৎস্যের নিকট জাল কি স্পৃহনীয় হইতে পারে ? ধৃত পক্ষীর নিকট পাশ কি কাম্য বস্তু হইতে পারে ?

"সর্পের গ্রাসমুক্ত শশক কি পুনর্বার সর্পের মুখে গমনোৎসুক হইবে? যাহার হস্ত অগ্নিদগ্ধ হইয়াছে সে কি পুনরায় ভূমিতে নিক্ষিপ্ত অগ্নি হস্ত সাহায্যে উত্তোলন করিবে? অন্ধ পুর্নদৃষ্টি পাইয়া কি পুনরায় উহা হারাইবার বাসনা করিবে?

"জ্বর-পীড়িত মনুষ্য শৈত্যপ্রদায়ী ঔষধের প্রার্থী। শরীরের উত্তাপ বর্ধক দ্রব্য পান করিতে কি সে উপদিষ্ট হইবে? অগ্নি নির্বাপিত করিবার জন্য কি আমরা তাহার উপর কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিব?

"আমার প্রতি করুণা প্রকাশ করিবেন না, ইহাই আমার প্রার্থনা। যাহারা রাজ্য ও অর্থ সম্পদের ভারগ্রস্ত, তাহাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করুন। তাহারা কম্পিত হৃদয়ে তাহাদের সম্পদ উপভোগ করে, কারণ অতিশয় প্রিয়বস্তু হৃত হইবার আশঙ্কায় তাহারা সর্বদা পীড়িত, অতএব মৃত্যুকালে তাহারা তাহাদের বহুমুল্য রত্নাদি সঙ্গে লইয়া যাইতে পারে না। মৃত রাজা ও মৃত ভিক্ষুকের মধ্যে প্রভেদ কি?

"অসার লাভের জন্য আমার আকাঙ্ক্ষা নাই—তজ্জন্য আমি রাজমুকুট পরিত্যাগ করিয়া জীবনভার হইতে মুক্ত হইবার প্রয়াসী।

"এই হেতু নূতন সম্বন্ধ ও নূতন কর্তব্যের জালে আমাকে আর আবদ্ধ করিবেন না। আমি যে কর্ম আরম্ভ করিয়াছি, তাহার সাধনে বিঘ্ন হইবেন না।

"আপনার নিকট বিদায় লইতে আমার দুঃখ হইতেছে, কিন্তু যে সকল জ্ঞানীগণ আমাকে মুক্তির পথ প্রদর্শনকারী ধর্মশিক্ষা দিতে পারেন আমি তাঁহাদের নিকট যাইব।

"আপনার রাজ্য শান্তি ও সম্পদে পূর্ণ হউক, এবং আপনার শাসনের উপর জ্ঞানের আলোক মধ্যাহ্ন সূর্যের জ্যোতির ন্যায় বর্ষিত হইক। আপনার রাজশক্তি প্রবল হউক এবং ন্যায়ধর্মপরায়ণতা যেন আপনার হস্তে রাজদণ্ড স্বরূপ হয়।"

নৃপতি সসম্মানে যুক্তকর হইলেন এবং শাক্যমুনিকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "তুমি কাম্যবস্তু লাভে সফল হও, এবং আমার প্রার্থনা, সিদ্ধি লাভান্তে প্রত্যাগমন পূর্বক আমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ কর।"

বোধিসত্ত্ব নৃপতির মিত্রতা ও শুভেচ্ছার সহিত তাঁহার নিকট বিদায় লইলেন। বিদায়কালে নৃপতির প্রার্থনা পূর্ণ করিতে তিনি সঙ্কল্প করিলেন।

বোধিসত্ত্বের অন্বেষণ

আলাড় এবং উদ্রক ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অধ্যাপক বলিয়া খ্যাত ছিলেন। ঐ সময়ে বিদ্যাবত্তায় এবং দর্শনতত্ত্ব জ্ঞানে তাঁহাদের উচ্চে কেহই ছিল না।

বোধিসত্ত্ব তাঁহাদের নিকট গিয়া তাঁহাদের চরণ সমীপে উপবেশন করিলেন। তাঁহাদের মতে আত্মা মনের চালক এবং সর্বকর্মের কারক। আত্মার পুনর্জন্ম গ্রহণ এবং কর্মফল সম্বন্ধে তাঁহাদের মত তিনি শুনিলেন; আর শুনিলেন, কেমন করিয়া অসৎ মানুষের আত্মা নীচ জাতিতে কিম্বা জন্তুরূপে কিম্বা নরকে পুনর্জন্ম লইয়া কষ্ট পায়; তর্পণ, যজ্ঞাদি এবং আত্মনিগ্রহ দ্বারা পবিত্র-দেহ মানুষ উচ্চ হইতে উচ্চতর জন্মলাভ করিবার জন্য কেমন করিয়া রাজকুলে কিম্বা ব্রাহ্মণ কিম্বা দেবকুলে জন্মগ্রহণ করে। তিনি তাঁহাদিগের মন্ত্রাদির এবং দেবোদ্দেশে দেয় অর্ঘ্যাদির ও যে প্রকারে প্রহর্ষাবস্থায় আত্মা পার্থিব জন্ম হইতে মুক্তিলাভ করে তাহার বিষয় আলোচনা করিলেন।

আরাদ কহিলেন, "স্পর্শ, ঘ্রাণ, আস্বাদ, দর্শন ও শ্রবণ শক্তিরূপ মনের পঞ্চমূলের ক্রিয়াকে যে অনুভব করে সে অনুভাবক কি? হস্তের গতি এবং পদের গতি এই দ্বিবিধ গতির যে প্রবর্তক সে কি? 'আমি কহিতেছি', 'আমি জানি এবং অনুভব করি,' 'আমি আসি', এবং 'আমি যাই', কিম্বা 'আমি এইখানে থাকিব' এই সমস্ত বাক্যে আত্মার সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থিত হয়। তোমার আত্মা তোমার দেহ নয়; উহা তোমার চক্ষু নয়, তোমার কর্ণ নয়, নাসিকা নয়, জিহ্বা নয়; উহা তোমার মনও নয়। তোমার শরীরে যে স্পর্শ অনুভব করে, সেই 'আমি'। ঐ 'আমি'ই নাসিকায় ঘ্রাণকর্তা, জিহ্বায় আস্বাদকর্তা, চক্ষুতে দর্শনকর্তা, কর্ণে শ্রবণকর্তা এবং মনে চিন্তাকর্তা। ঐ 'আমি' তোমার হস্ত ও পদ চালিত করে। ঐ 'আমি' তোমার আত্মা। আত্মার অস্তিত্বে সন্দিহান হওয়া ধর্মবিরুদ্ধ, এবং এই সত্য স্বীকার না করিলে মুক্তি নাই। অতিশয় অনুধ্যানে সহজেই মন আচ্ছন্ন হয়; ইহার পরিণতি বুদ্ধি বিকৃতি ও অবিশ্বাস। কিন্তু আত্মার শুদ্ধি মুক্তির মার্গ। লোকালয় হইতে দূরে সন্ন্যাসীর জীবন যাপনে এবং খাদ্যের জন্য সম্পূর্ণরূপে ভিক্ষার উপর নির্ভর করিলে প্রকৃত মুক্তিলাভ হয়। সর্ববাসনা দূরে রাখিয়া এবং বাহ্য পদার্থের নাস্তিত্ব সর্বদা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমরা পূর্ণ শূন্যতায় উপনীত হই।

এই অবস্থায় আমরা অশরীরী জীবনের ধর্ম অবগত হই। শৃঙ্খলময় আবরণ হইতে মুক্ত মুঞ্জাতৃণের ন্যায়, কিম্বা বন্য পক্ষী যেরূপ পিঞ্জর হইতে পলায়নপর হয়, সেইরূপ আত্মাও সর্ববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সর্বাঙ্গীন মুক্তি লাভ করে। ইহাই প্রকৃত মুক্তি; কিন্তু যাহাদের বিশ্বাস আছে, মাত্র তাহারাই ইহা অনুভব করিবে।”

বোধিসত্ত্ব এই উপদেশে সন্তুষ্টি লাভ করিলেন না। তিনি উত্তর করিলেন, “মনুষ্য দাসত্বের অধীন, যেহেতু সে এখনও ‘আমি’র সংস্কার দূর করিতে পারে নাই।

“বস্তু এবং তাহার গুণ বিভিন্ন, আমরা এইরূপ মনে করি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নয়। উত্তাপ অগ্নি হইতে বিভিন্ন, ইহা আমরা কল্পনা করি, কিন্তু বস্তুতঃ অগ্নি হইতে উত্তাপকে পৃথক করা যায় না। আপনার মতে বস্তু হইতে তাহার গুণসমূহকে পৃথক করা সম্ভব, কিন্তু এই মতবাদ যদি শেষ পর্যন্ত বিচার করা যায়, তাহা হইলে ইহার অসত্যতা প্রমাণিত হইবে।

“মানুষ কি বহু সমষ্টিসম্পন্ন জীব নহে? আমাদের ঋষিরা যেরূপ কহিয়া থাকেন, আমরা কি সেইরূপ বহুবিধ স্কন্ধবিশিষ্ট নহি? মানুষ রূপ, সম্বিত্তি, মনন, প্রবৃত্তি, এবং সর্বশেষে, বুদ্ধি সমন্বিত। মানুষ যখন ‘আমি আছি’ এই কথা বলে, তখন সে যাহাকে আত্মা আখ্যা দিয়া থাকে, তাহা স্কন্ধসমূহ হইতে বিভিন্ন কোন প্রকৃত পদার্থ নহে; স্কন্ধসমূহের সহযোগিতায় ইহার উৎপত্তি। মন রহিয়াছে; সম্বিত্তি এবং মনন রহিয়াছে, সত্য রহিয়াছে; মন যখন ন্যায়ধর্মমার্গাবলম্বী হয় তখন সত্যে পরিণত হয়। কিন্তু মন হইতে বিভিন্ন এবং স্বতন্ত্র কোন আত্মা নাই। আত্মা একটি স্বতন্ত্র সত্তা, ইহা যিনি বিশ্বাস করেন, তিনি বস্তুসমূহের প্রকৃত স্বরূপ অবগত নহেন। আত্মনের অনুসন্ধানই অযুক্ত। ইহা ভিত্তিহীন এবং ভ্রান্তপথপ্রদর্শী। আমাদের স্বার্থান্বেষণে এবং ‘আমি কত মহৎ’ কিম্বা ‘আমি এই অত্যাশ্চর্য কার্য সম্পন্ন করিয়াছি,’ এই সকল চিন্তাজনিত আত্মগরিমায় কত না বুদ্ধি-বিপর্যয় ঘটিয়া থাকে? তোমার বিবেকী মনুষ্যপ্রকৃতি এবং সত্যের মধ্যে তোমার ‘আমি’র কল্পনা ব্যবধান সৃষ্টি করিতেছে, এই কল্পনা দূর কর; তুমি বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে পাইবে। যিনি প্রকৃত প্রণালীতে চিন্তা করেন, তিনি অবিদ্যা দূর করিয়া জ্ঞানলাভ করিবেন। ‘আমি আছি’ এবং ‘আমি থাকিব’ কিম্বা ‘আমি থাকিব না’ এই সকল কল্পনা তীক্ষ্ণ চিন্তাশীলের মনে উদয় হয় না।

"অধিকন্তু, যদি তোমার আত্মা অবশিষ্ট থাকে, তুমি কি প্রকারে যথার্থ মুক্তিলাভ করিবে? যদি আত্মাকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়—তাহা স্বর্গেই হউক, কিম্বা মর্তেই হউক, কিম্বা নরকেই হউক, তাহা হইলে আমাদিগকে সেই একই অনিবার্য নিয়তি সত্তার অধীন হইতে হইবে। আমরা অহঙ্কার এবং পাপে জড়িত হইব।

"সংযোগ মাত্রই বিপ্রয়োগের অধীন; জন্ম, ব্যাধি, বার্ধক্য এবং মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ নাই। ইহা কি চরম মুক্তি?"

উদ্রক কহিলেন, "তুমি কি সর্বত্র কর্মফল প্রত্যক্ষ করিতেছ না? মনুষ্য কি প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র, পদ, অধিকার ও অদৃষ্ট লাভ করে? তাহারা স্বীয় কর্মদ্বারা এ সমুদয় লাভ করে; সুকৃতি এবং দুষ্কৃতি কর্মের অন্তর্ভূক্ত। আত্মার পুনর্জন্ম তাহার কর্মাধীন। আমরা পূর্বজন্ম হইতে দুষ্কৃতির কুফল এবং সুকৃতির সুফল প্রাপ্ত হইয়া থাকি। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে মনুষ্য বিভিন্ন প্রকারের কেন হইবে?"

তথাগত পুনর্জন্ম এবং কর্মরহস্য গভীর ভাবে ধ্যানের বিষয়ীভূত করিয়া উহাদের অন্তর্নিহিত সত্য আবিষ্কার করিলেন।

তিনি কহিলেন, "কর্মবাদ অবশ্য স্বীকার্য, কিন্তু আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আপনার মতবাদের কোন ভিত্তি নাই।

"বিশ্বের সকল বস্তুর ন্যায়, মনুষ্যজীবনও কার্যকারণরূপ নিয়মের অধীন। অতীতে যাহা রোপিত হয় বর্তমানে তাহাই সংগৃহীত হয়; ভবিষ্যৎ বর্তমান হইতে উদ্ভূত হয়। কিন্তু আত্মারূপ কোন অপরিবর্তনশীল সত্তার, যে সত্তা চিরকাল সমভাবে থাকিয়া দেহ হইতে দেহান্তর আশ্রয় করে, সেরূপ সত্তার প্রমাণ নাই।

"আমার যে ব্যক্তিত্ব তাহা কি ভৌতিক ও মানসিক সমবায় বিশেষ নহে? ইহা কি ক্রমবিবর্তন হইতে উদ্ভূত গুণবিশেষের সমষ্টি নয়? মনুষ্য দেহে বাহ্যবস্তুর জ্ঞানের পঞ্চমূল আমরা পূর্বপুরুষগণ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাঁহারা উহাদের ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছেন। যে সকল চিন্তা আমার মনে উদয় হয়, তাহাদের কিয়দংশ আমি অপরের নিকট হইতে পাইয়াছি, তাহাদের মনেও ঐ সকল চিন্তার উদয় হইয়াছিল; এবং কিয়দংশ আমার নিজের মনে ঐ সকল চিন্তার সংযোগে উৎপন্ন। আমার বর্তমান ব্যক্তিত্ব সৃষ্ট হইবার পূর্বে যাঁহারা আমার ন্যায় একই প্রকার ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করিয়াছেন এবং একই প্রকার চিন্তা

করিয়াছেন তাঁহারাই আমার পূর্বজন্ম ; তাঁহারাই আমার পূর্ব-পুরুষ, যেমন কল্যকার 'আমি' অদ্যকার 'আমি'র জনক। আমার বর্তমান জন্মের অবস্থা অতীত কর্মের অধীন।

"যদি মনে করা যায় আত্মন্ই ইন্দ্রিয় সমূহের কর্ম সম্পাদন করেন, তাহা হইলে যদি দৃষ্টির কারক চক্ষুকে ছিন্ন ও উৎপাটিত করা যায়, আত্মন্ অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ছিদ্র সাহায্যে চতুঃপার্শ্বস্থ বস্তুসমূহ আরও স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইবেন। যদি কর্ণমূল বিনষ্ট করা যায়, তাহা হইলে তাঁহার শ্রবণশক্তি আরও অধিকতর হইবে ; যদি নাসিকা বিচ্ছিন্ন হয়, তাঁহার ঘ্রাণশক্তি প্রখরতর হইবে ; যদি জিহ্বা উৎপাটিত হয়, তাঁহার স্বাদশক্তি বৃদ্ধি পাইবে ; যদি দেহ বিনষ্ট হয়, তাঁহার অনুভব ক্ষমতা তীক্ষ্ণতর হইবে।

"মনুষ্য প্রকৃতির সংরক্ষণ এবং বংশ পরম্পরায় তাহার সঞ্চারণ আমি দর্শন করিতেছি, কিন্তু আপনার মতবাদ কর্মসমূহের কারক বলিয়া যাহার প্রতিষ্ঠা করিতেছে, সেরূপ আত্মনের কোন সন্ধান আমি পাইতেছি না! পুনর্জন্ম আছে, কিন্তু তাহা আত্মার নয়। কারণ 'আমি বলিতেছি' এবং 'আমি করিব' ইহার মধ্যে যে আত্মা কল্পিত হয় তাহা অলীক। যদি ইহা প্রকৃত বস্তু হয়, তাহা হইলে কি প্রকারে এই আত্মত্ব হইতে মুক্তি লাভ হইবে? ইহাতে নরকের ত্রাস অনন্ত এবং মুক্তি অসম্ভব। ইহা সত্য হইলে সত্তাজনিত অহিত, অবিদ্যা ও পাপ সম্ভূত নয়, ঐ অহিতসমূহ সত্তার স্বরূপ।"

তৎপরে বোধিসত্ত্ব দেবমন্দিরে পূজানিরত পুরোহিতদিগের নিকট গমন করিলেন। কিন্তু দেবতাদিগের বেদীতে যেরূপ অনাবশ্যক নিষ্ঠুরতা সম্পাদিত হইতেছিল, তাহা দেখিয়া তিনি ক্ষুণ্ণ হইলেন। তিনি কহিলেন :

"যজ্ঞের জন্য এই উৎসব এবং বিশাল জনতার সৃষ্টির মূলে একমাত্র অবিদ্যা। রক্তপাত করিয়া দেবসমূহের প্রীতি উৎপাদনের চেষ্টা অপেক্ষা সত্যের সম্মান সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ।

"যে মানুষ জীবহত্যার দ্বারা কুকর্মের ফল হইতে মুক্ত হইতে চায়, তাহার মধ্যে মৈত্রী কি প্রকারে থাকিতে পারে? এক দুষ্কৃতি কি অন্যকে ক্ষালন করিতে পারে? নিরপরাধী প্রাণীর হত্যা সাধন করিয়া কি মানুষ পাপমুক্ত হইতে পারে? ইহা ধর্মসাধন হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে নৈতিক আচরণ অবহেলিত হয়।

"অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ কর, প্রাণনাশ করিও না ; ইহাই সত্য ধর্ম।

"শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান-পদ্ধতি নিষ্ফল; প্রার্থনা বৃথা আবৃত্তি মাত্র; মন্ত্রোচ্চারণ কাহাকেও রক্ষা করিতে পারে না। লোভ ও লালসার বর্জন, রিপুসমূহের প্রভাব হইতে মুক্তি এবং সর্বপ্রকার দ্বেষ ও হিংসার দূরীকরণ, ইহাই প্রকৃত যজ্ঞ, ইহাই প্রকৃত পূজা।"

উরুবিল্ব, আত্মনিগ্রহের স্থান

বোধিসত্ত্ব অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠতর ধর্মমতের অনুসন্ধান করিতে করিতে উরুবিল্বের অরণ্যে অবস্থিত পঞ্চভিক্ষুর উপনিবেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভিক্ষুগণ যেরূপ ইন্দ্রিয় নিরোধ ও রিপুসমূহের দমন পূর্বক কঠোর আত্মসংযম ব্রত উদ্‌যাপন করিতেছিলেন, তাহা দেখিয়া তিনি তাঁহাদের ঐকান্তিকতার প্রশংসা করিয়া তাঁহাদের দলভুক্ত হইলেন।

নির্মল উৎসাহে প্রণোদিত হইয়া এবং দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া শাক্যমুনি আত্ম-নিগ্রহে ও গভীর চিন্তায় রত হইলেন। তিনি ভিক্ষুগণের অপেক্ষাও কঠোর জীবন যাপন আরম্ভ করিলেন। ভিক্ষুগণ তাঁহাকে গুরুর ন্যায় সম্মান করিল।

এইরূপে প্রকৃতির দমন পূর্বক নিজেকে নিগৃহীত করিয়া বোধিসত্ত্ব ছয় বৎসর ধরিয়া সহিষ্ণুতার সহিত এই কঠিন ব্রত পালন করিলেন। কঠোরতম তাপসিক জীবনের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া তিনি স্বীয় দেহ ও মন নিয়ন্ত্রিত করিলেন। অবশেষে, জন্ম ও মৃত্যুর মহাসমুদ্র পার হইয়া মুক্তির তীরে উপনীত হইবার আশায় দিনান্তে মাত্র একটি শস্যকণা তাঁহার আহারস্থানীয় হইল।

বোধিসত্ত্বের কুঞ্চিত ক্ষীণদেহ শুষ্ক বৃক্ষশাখার ন্যায় প্রতীয়মান হইল; কিন্তু তাঁহার পবিত্রতার যশ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইল এবং দূর দূরান্ত হইতে জনসমূহ আসিয়া তাঁহার আশীর্বাদ ভিক্ষা করিল।

কিন্তু মহাপুরুষের সন্তুষ্টি সাধন হইল না। তিনি সত্য জ্ঞানের অনুসন্ধান করিতেছিলেন, তাহা পাইলেন না। পরিশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইলেন যে, আত্মনিগ্রহ বাসনার উন্মূলনে অক্ষম; প্রহর্ষজনক গভীর ধ্যানে যে জ্ঞানালোক প্রাপ্তি সম্ভব উহা সে আলোক দানে অক্ষম।

জম্বুবৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া তিনি স্বীয় মানসিক অবস্থা ও আত্মনিগ্রহের ফলাফল আলোচনা করিলেন। তিনি চিন্তা করিলেন, "আমার দেহ ক্ষীণ

সুজাতা (নন্দা) কর্তৃক পায়সান্ন দান (পৃঃ ১৯)
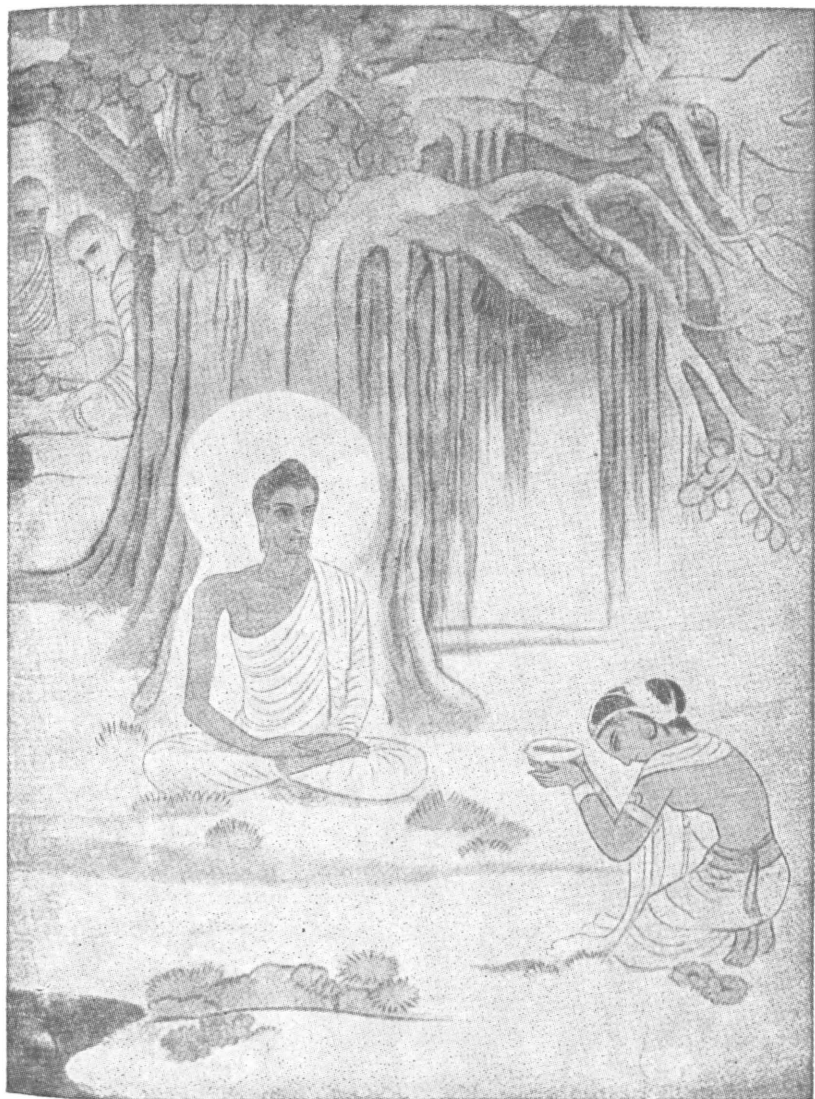
হইতে ক্ষীণতর হইয়াছে, আমার উপবাস মুক্তির অন্বেষণে আমাকে কিছুই সাহায্য করে নাই। ইহা প্রকৃত মার্গ নহে। এই মার্গ ত্যাগ করিয়া আমি পানাহার দ্বারা দেহকে সবল করিয়া চিত্তের স্থৈর্য সাধন করিব।"

তিনি স্নান করিবার জন্য নদীতে গমন করিলেন, কিন্তু স্নানান্তে দুর্বলতা বশতঃ জল হইতে উঠিতে পারিলেন না। তৎপরে একটি বৃক্ষশাখা অবলম্বন পূর্বক তিনি উঠিয়া নদীতীর পরিত্যাগ করিলেন।

পদব্রজে আশ্রমাভিমুখে চলিতে চলিতে পুণ্যাত্মার কম্পিত দেহ ভূতলে পতিত হইল। ভিক্ষুগণ তাঁহাকে মৃত মনে করিল।

অরণ্যের নিকট একজন পশুপালক বাস করিত, তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম নন্দা। পুণ্যাত্মা যেখানে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, নন্দা সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। সে তাঁহার সম্মুখে নতমস্তক হইয়া তাঁহাকে অন্নদান করিল। তিনি উহা গ্রহণ করিলেন।

আহারান্তে তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সজীব হইল, তাঁহার চিত্ত তীক্ষ্ণ হইল, তিনি সর্বোচ্চ জ্ঞান লাভের উপযুক্ত শক্তি পাইলেন।

এই ঘটনার পর বোধিসত্ত্ব পুনর্বার আহার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার শিষ্যবর্গ নন্দাঘটিত ব্যাপার দেখিয়া এবং তাঁহার জীবনযাত্রার নিয়মাবলীর পরিবর্তন অবলোকন করিয়া সন্দেহান্বিত হইল। তাহাদের সর্বদা বিশ্বাস হইল যে, সিদ্ধার্থের ধর্মোৎসাহ ক্ষীণ হইতেছে এবং তাহারা যাঁহাকে গুরুর পদে বরণ করিয়াছিল, তিনি তাঁহার উচ্চ লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইতেছেন।

ভিক্ষুগণ যখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল তখন বোধিসত্ত্ব তাহাদের বিশ্বাসের অভাবের জন্য দুঃখিত হইলেন। তিনি স্বীয় বাসের নির্জনতা উপলব্ধি করিলেন। দুঃখ প্রশমিত করিয়া তিনি একাকী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। শিষ্যবর্গ কহিল, "সিদ্ধার্থ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত সুখকর বাসস্থান অন্বেষণ করিতেছেন।"

মার, মূর্ত অশুভ

মহাপুরুষ পবিত্র বোধিবৃক্ষের অভিমুখে পদচালনা করিলেন। ঐ বৃক্ষমূলে তাঁহার সাফল্য লাভ হইবে।

গমনকালে মেদিনী কম্পিত হইল, অত্যুজ্জ্বল আলোকে জগৎ উদ্ভাসিত হইল।

তিনি উপবেশন করিলে আকাশ আনন্দধ্বনিতে পরিপূরিত ও সর্বপ্রাণী হর্ষবিশিষ্ট হইল।

একমাত্র মার, পঞ্চবাসনা ও মৃত্যুর জনক এবং সত্যের শত্রু ক্ষুব্ধ হইল। সে আনন্দিত হইল না। প্রলুব্ধকারিণী স্বীয় কন্যাত্রয় এবং বহুসংখ্যক দুষ্ট পিশাচ সমভিব্যাহারে যেস্থানে মহাশ্রমণ উপবিষ্ট ছিলেন সেইখানে গমন করিল। কিন্তু শাক্যমুনির মনোযোগ তাহার দিকে আকৃষ্ট হইল না।

মার ত্রাসজনক ভীতি প্রদর্শন পূর্বক ঘূর্ণী ঝটিকার সৃষ্টি করিল। উহাতে আকাশ তমসাবৃত এবং সমুদ্র গর্জন পূর্বক তরঙ্গ বিক্ষোভিত হইল। কিন্তু বোধিবৃক্ষতলে উপবিষ্ট মহাপুরুষ শান্ত রহিলেন, তিনি ভীত হইলেন না। জ্ঞানদীপ্ত মহাপুরুষ জানিতেন যে তাঁহার কোন অনিষ্ট হইবে না।

মারের কন্যাত্রয় বোধিসত্ত্বকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহারা তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে অসমর্থ হইল। মার যখন দেখিল যে, সে বিজয়ী শ্রমণের হৃদয়ে কোন বাসনার উদ্রেক করিতে পারিল না, তখন সে মহামুনিকে আক্রমণ পূর্বক ভয়াভিভূত করিবার জন্য আদেশবাহী স্বীয় প্রেতগণকে আজ্ঞা দিল।

কিন্তু পুণ্যাত্মা তাহাদিগকে ক্রীড়াসক্ত নিরীহ বালক বালিকার ন্যায় জ্ঞান করিলেন। প্রেতগণের প্রচণ্ড বিদ্বেষ কিছুই করিতে সমর্থ হইল না। নরকের অগ্নি স্বাস্থ্যকর সুগন্ধি বায়ুতে পরিণত হইল, দুরন্ত বজ্রাঙ্কুশ পদ্মপুষ্পের আকার ধারণ করিল।

এই সকল দেখিয়া মার অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে বোধিবৃক্ষতল হইতে পলায়ন করিল। ঐ সময় আকাশ হইতে স্বর্গীয় পুষ্পবৃষ্টি হইল ও স্বর্গবাসীদের ধ্বনি শ্রুত হইল, "মহামুনিকে অবলোকন কর! তাঁহার চিত্ত দ্বেষমুক্ত; মারের অনুচরবর্গ তাঁহার ত্রাস উৎপাদনে অসমর্থ হইয়াছে। তিনি নির্মল ও জ্ঞানী এবং প্রেম ও করুণাময়।

"সূর্যকিরণ যেমন পৃথিবীর অন্ধকারকে গ্রাস করে সেইরূপ অধ্যবসায়ী অনুসন্ধিৎসু সত্যের সন্ধান পাইবেন এবং সত্য তাঁহাকে জ্ঞানদীপ্ত করিবে।"

বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি

মারকে পরাভূত করিয়া বোধিসত্ত্ব ধ্যানে নিরত হইলেন। পৃথিবীর সর্ব প্রকার দুঃখ, কুকর্মোদ্ভূত অশুভ এবং তজ্জনিত যাতনা, তাঁহার মনশ্চক্ষু অতিক্রম করিয়া গেল। তিনি চিন্তা করিলেন:

"যদি প্রাণীসমূহ তাহাদের কুকর্মজনিত ফল দেখিতে পাইত তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা অসৎ কর্মে বীতস্পৃহ হইত। কিন্তু আত্মাভিমান দ্বারা অন্ধ হইয়া তাহারা হীন বাসনার দাস।

"ভোগাসক্ত হইয়া তাহারা ক্লেশ পায়; মৃত্যুতে যখন তাহাদের ব্যক্তিত্ব ধ্বংস হয়, তখন তাহারা শান্তি পায় না; জন্মের জন্য তাহাদের তৃষ্ণা অটলভাবে বর্তমান থাকে এবং পুনর্জন্মে তাহাদের আত্মত্ব প্রকাশ পায়।

"এইরূপে কুণ্ডলীভূত হইয়া তাহারা নিজকৃত নিরয় হইতে মুক্তি পায় না। অথচ ভোগজনিত সুখ এবং তাহাদের প্রয়াস সম্পূর্ণরূপে অন্তঃসারশূন্য, কদলী বৃক্ষ ও জলবুদ্বুদের ন্যায় সারহীন।

"জগত পাপ ও দুঃখের আগার, যেহেতু ইহা ভ্রান্তিপূর্ণ। মানুষ পথভ্রষ্ট হয়, যেহেতু তাহারা মোহকে সত্য অপেক্ষা শ্রেয়ঃ জ্ঞান করে। সত্যের অনুসরণ না করিয়া তাহারা ভ্রান্তির অনুগামী হয়। এই ভ্রান্তপথ প্রারম্ভে সুখকর জ্ঞান হয়, কিন্তু ইহা উদ্বেগ, সন্তাপ ও দুঃখের জনক।"

তৎপরে বোধিসত্ত্ব 'ধর্ম' ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। 'ধর্মে'ই সত্য নিহিত। 'ধর্ম'ই পবিত্র বিধি। 'ধর্ম'ই ধর্ম। একমাত্র 'ধর্ম'ই আমাদিগকে ভ্রান্তি, পাপ ও দুঃখ হইতে মুক্ত করিতে পারে।

জন্ম ও মৃত্যুর মূল সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া বুদ্ধ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, অবিদ্যা সমুদয় অমঙ্গলের মূলীভূত। জীবনের বিকাশে যাহারা দ্বাদশবিধি নিদান বলিয়া কথিত হয়, সেইগুলি এই:

প্রারম্ভে জীবন অন্ধ ও জ্ঞানহীন; এই অবিদ্যার সমুদ্রই নানা স্বাভাবিক প্রবৃত্তির জনক। ঐ সকল প্রবৃত্তি সৃষ্টি ও গঠনক্ষম। এই সকল সৃষ্টি ও গঠনক্ষম স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতে চৈতন্য কিম্বা সংজ্ঞার উৎপত্তি। চৈতন্য হইতে ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট জীবের উৎপত্তি, উহারাই ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীতে পরিণত হয়; ঐ জীবসমূহের দেহে পঞ্চেন্দ্রিয় এবং মন বিকশিত হয়। পঞ্চেন্দ্রিয় ও মন বস্তুসমূহের সহিত সংস্পর্শে আনীত হয়। সংস্পর্শ হইতে অনুভূতির উৎপত্তি। অনুভূতি তৃষ্ণার জনক। জীবনের তৃষ্ণা হইতে বস্তুতে আসক্তি উৎপন্ন হয়। এই আসক্তি হইতে আত্মাভিমানের উৎপত্তি ও প্রসারণ। আত্মাভিমান পুনর্জন্মে অবসিত হয়। এই পুনর্জন্মই ক্লেশ, বার্ধক্য, ব্যাধি এবং মৃত্যুর কারণ। বিলাপ, উদ্বেগ, ও নৈরাশ্য উহা হইতেই উৎপন্ন হয়।

দুঃখের কারণ আদিতে; যে অবিদ্যা হইতে জীবনের উৎপত্তি উহা সেই

অবিদ্যায় অন্তর্নিহিত। অবিদ্যার ধ্বংস সাধন কর, উহা হইতে উৎপন্ন দুষ্ট বৃত্তিও ধ্বংস হইবে। ঐ সকল বৃত্তির উন্মূলন কর, উহা হইতে উৎপন্ন ভ্রান্ত অনুভূতিও উন্মূলিত হইবে। ভ্রান্ত অনুভূতির উচ্ছেদ সাধনে বিভিন্ন জীবের ভ্রম দূর হইবে। ঐ সকল ভ্রমের ধ্বংস সাধন করিলে পঞ্চেন্দ্রিয়ের মোহও অপসারিত হইবে। মোহের অবসানে বস্তুর সহিত সংস্পর্শ হইতে আর ভ্রান্ত সংস্কার উৎপন্ন হইবে না। ভ্রান্ত সংস্কারের উচ্ছেদনে তৃষ্ণা দূরীভূত হইবে। তৃষ্ণার নাশ হইলে দুষ্ট আসক্তি নষ্ট হইবে। দুষ্টাসক্তির দূরীকরণে আত্মাভিমানের স্বার্থপরতা দূর হইবে। আত্মাভিমানের স্বার্থপরতা বিনষ্ট হইলেই জন্ম, বার্ধক্য, ব্যাধি, মৃত্যু এবং সর্বপ্রকার ক্লেশ হইতে মুক্তি।

ভগবান বুদ্ধ নির্ব্বাণের পথ প্রদর্শনকারী চতুরঙ্গ সত্য উপলব্ধি করিলেন ঃ

দুঃখের অস্তিত্ব প্রথম সত্য। জন্ম দুঃখ, দেহের বৃদ্ধি দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ। যাহা অকাম্য তাহার সহিত মিলিত হওয়া দুঃখ। প্রিয় বস্তুর সহিত বিচ্ছেদ গভীরতর দুঃখ। যাহা দুষ্প্রাপ্য তাহার জন্য আকাঙ্ক্ষা দুঃখ।

দুঃখের কারণ দ্বিতীয় সত্য। দুঃখের কারণ লালসা। অনুভূতি চতুষ্পার্শ্বস্থ জগৎ কর্তৃক ভাবান্তরিত হইয়া তৃষ্ণার উৎপাদন করে; উৎপত্তি মাত্র তৃষ্ণা তৃপ্তির প্রার্থী হয়। আত্মাভিমানের মোহ উৎপন্ন হইয়া বস্তুতে আসক্তিরূপে প্রকাশিত হয়। ভোগসুখের লালসায় প্রাণধারণের বাসনা মানুষকে দুঃখপাশে বদ্ধ করে। ভোগ প্রলোভন, উহা দুঃখের জনক।

দুঃখের নিবৃত্তি তৃতীয় সত্য। যিনি আত্মাভিমান দমন করিয়াছেন, তিনি লালসামুক্ত হইবেন। তাঁহার আর আসক্তি নাই; বাসনার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবার কোন উপাদান নাই। এইরূপে সে অগ্নি নির্বাপিত হইবে।

দুঃখের নিবৃত্তির পথপ্রদর্শক অষ্টাঙ্গ মার্গ চতুর্থ সত্য। সত্যের সম্মুখে যিনি আত্মাভিমানকে বলি দিতে পারেন, যাঁহার ইচ্ছাশক্তি কর্তব্যে প্রযোজিত হয়, যাঁহার একমাত্র বাসনা কর্তব্য পালন, তিনি মুক্ত হইবেন। জ্ঞানী এই মার্গ অবলম্বন করিয়া দুঃখের বিনাশ সাধন করিবেন।

অষ্টাঙ্গ মার্গ এই ঃ (১) যথার্থ বোধ; (২) যথার্থ সংকল্প, (৩) যথার্থ উক্তি; (৪) যথার্থ কার্য; (৫) ন্যায় উপায়ে জীবিকানির্বাহ; (৬) যথার্থ উদ্যম, (৭) যথার্থ চিন্তা; এবং (৮) প্রশান্ত মানসিক অবস্থা।

ইহাই 'ধর্ম'। ইহাই সত্য। এই 'ধর্ম'ই ধর্ম। তৎপরে বুদ্ধ এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন:

"ভ্রমিয়াছি বহুদিন!
বাসনাশৃঙ্খলে বদ্ধ জন্ম জন্মান্তরে
খুঁজিয়াছি বৃথা;
কোথা হ'তে আসে এই অশান্তি নরের?
অহঙ্কার বেদনার কারণ কোথায়?
অসহ্য সংসার
দুঃখ মৃত্যু ঘেরে যবে নরে!
পাইয়াছি! পাইয়াছি এবে!
অস্মিতার মূল তুই,
তুইরে আসক্তি,
নাহি চাহি তোরে আর।
ভগ্ন এবে পাপাগার;
দূরীভূত যতেক উদ্বেগ,
নির্বাণে প্রবিষ্ট চিত্ত
আকাঙ্ক্ষারে করি পরাজয়।"

আত্মাভিমান ও সত্য উভয়ই বর্ত্তমান। যেখানে আত্মাভিমান সেখানে সত্য নাই। যেখানে সত্য সেখানে আত্মাভিমান নাই। আত্মাভিমান সংসারের ক্ষণস্থায়ী ভ্রান্তি; স্বাতন্ত্র্য জ্ঞান ও অস্মিতা হইতে হিংসা ও দ্বেষ উদ্রিক্ত হয়। ভোগের আকাঙ্ক্ষা ও বৃথা আড়ম্বরের বাসনাই আত্মাভিমান। বস্তু সমূহের যথার্থ জ্ঞানই সত্য; ইহা চিরস্থায়ী ও অনন্ত বিশ্বের সার, পবিত্রতার পরমানন্দ।

স্বার্থের অস্তিত্ব মোহমাত্র। এমন কোন অন্যায় নাই, কোন অধর্ম নাই, কোন পাপ নাই, যাহা আত্মাভিমান হইতে উদ্ভূত নয়।

স্বার্থের অস্তিত্ব যখন মোহ বলিয়া স্বীকৃত হয়, মাত্র তখনই সত্যের উপলব্ধি সম্ভব। চিত্ত যখন অহঙ্কার হইতে মুক্ত হয়, মাত্র তখনই পবিত্রতার আচরণ সম্ভব।

যিনি 'ধর্ম' হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তিনি ধন্য। যিনি প্রাণীহিংসায় বিরত, তিনি ধন্য। যিনি পাপকে জয় করিয়াছেন এবং হিংসাদ্বেষাদি হইতে মুক্ত, ি

যিনি স্বার্থপরতা ও বৃথা গর্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই সর্বোত্তম সুখময় অবস্থা লাভ করিয়াছেন। তিনি পূর্ণতাপন্ন, ধন্য, পবিত্রতার আধার বুদ্ধ।

প্রথম শিষ্য গ্রহণ

পুণ্যাত্মা উনপঞ্চাশৎ দিবস নির্জনে মুক্তির পরমানন্দ উপভোগ করিলেন।

ঐ সময়ে তপুস্স এবং ভল্লিক নামক বণিকদ্বয় নিকটস্থ বর্ত্মে ভ্রমণ করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। শ্রীমান ও শান্তিপূর্ণ শ্রমনকে দেখিয়া তাঁহারা বুদ্ধের সমীপে গমন পূর্বক তাঁহাকে অন্নপিষ্টক ও মধু দান করিলেন।

বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর এই প্রথম তিনি আহার গ্রহণ করিলেন।

বুদ্ধ তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া মুক্তির পথ প্রদর্শন করিলেন। বণিকদ্বয় মার বিজয়ীর পবিত্রতা উপলব্ধি করিয়া সসম্মানে নত মস্তক হইয়া কহিলেন, "আমরা পুণ্যাত্মা ও তাঁহার ধর্মে আশ্রয় লইতেছি।"

বৈষয়িক লোকদিগের মধ্যে তপুস্স ও ভল্লিকই বুদ্ধের প্রথম শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

ব্রহ্মার অনুরোধ

বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর পুণ্যাত্মার মুখ হইতে এই পবিত্র বাক্য নিঃসৃত হইল ঃ

"দ্বেষ হইতে মুক্তি পরমানন্দজনক। বাসনার এবং 'আমি বিদ্যমান' এই চিন্তা হইতে উদ্ভূত অহম্‌কারের সংহার পরমানন্দজনক!

"আমি গভীরতম সত্যের সন্ধান পাইয়াছি। ঐ সত্য অতি মহান ও শান্তিদায়ক। কিন্তু উহার অনুধাবন কঠিন। কারণ অধিকাংশ মনুষ্যই বৈষয়িক চিন্তায় মগ্ন, তাহারা পার্থিব বাসনাতেই তৃপ্তি লাভ করে।

"সংসারানুরক্ত ব্যক্তি এই ধর্ম অনুধাবন করিবে না, কারণ সে আত্মানুসরণে সুখান্বেষণ করে। সত্যের সন্নিধানে নিজকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়া যে আনন্দ, সে আনন্দ তাহার নিকট বোধগম্য নয়।

"বুদ্ধের নিকট যাহা নির্মলতম আনন্দ, উহার নিকট তাহা ত্যাগ মাত্র। বুদ্ধের নিকট যাহা অমরত্ব লাভ, উহার নিকট তাহা ধ্বংস। বুদ্ধের নিকট যাহা অনন্ত জীবন, উহার নিকট তাহা মৃত্যু।

"বিদ্বেষ ও বাসনাপীড়িত মানুষের নিকট সত্য প্রকাশিত হয় না! বিষয়ানুরক্ত সাধারণ চিত্ত নির্বাণকে অবোধ্য ও রহস্যময় মনে করিবে।

"আমি 'ধর্ম' প্রচার করিলে মনুষ্য যদি তাহা গ্রহণ না করে, তাহা হইলে কেবল মাত্র আমি ক্লান্ত ও ক্লিষ্ট হইব।"

তৎপর ব্রহ্মা সহম্পতি স্বর্গ হইতে অবতরণ পূর্বক পুণ্যাত্মার পূজা করিয়া কহিলেন:

"হায়! মুক্ত পুরুষ তথাগত ধর্মের প্রচার না করিলে পৃথিবী ধ্বংস হইবে।

"যাহারা জীবন সংগ্রামে রত তাহাদিগকে কৃপা কর, ক্লিষ্টের প্রতি করুণা কর; দুঃখপাশে একান্ত বদ্ধ প্রাণীসমূহের প্রতি দয়াপরবশ হও।

"এমন প্রাণী আছে যাহাদিগকে সাংসারিকতার মলিনতা স্পর্শ করে নাই, তাহাদিগের নিকট যদি এই ধর্ম প্রচারিত না হয়, তাহা হইলে তাহারা বিনষ্ট হইবে, কিন্তু ইহা শ্রবণ করিলে তাহারা বিশ্বাস করিয়া রক্ষা পাইবে।"

করুণার আধার পুণ্যাত্মা বুদ্ধের নেত্র সমস্ত সচেতন প্রাণীর উপর দৃষ্টিপাত করিল। যাহাদিগের চিত্ত সাংসারিকতার ধূলিতে ম্লান হয় নাই, যাহারা সুপ্রবৃত্তিসম্পন্ন এবং যাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া সহজসাধ্য, এমন প্রাণী তিনি অবলোকন করিলেন। বাসনা ও পাপের বিপদ যাহাদের জ্ঞানগোচরে, এরূপ কোন কোন জীবও তিনি দেখিলেন।

তদনন্তর পুণ্যাত্মা কহিলেন, "শ্রবণ করিবার জন্য যাহাদের কর্ণ আছে, অমরত্বের দ্বার তাহাদের নিকট উন্মুক্ত হউক। সবিশ্বাসে তাহারা ধর্ম লাভ করুক।"

অতঃপর ব্রহ্মা সহম্পতি বুঝিলেন যে, পুণ্যাত্মা তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন। ধর্ম প্রচারিত হইবে।

ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা

উপক

তদনন্তর মহাপুরুষ চিন্তা করিলেন, "কাহার নিকট সর্বপ্রথম এই ধর্ম প্রচার করিব? আমার পুরাতন শিক্ষকেরা মৃত। তাঁহারা বাঁচিয়া থাকিলে সানন্দে সুসংবাদ গ্রহণ করিতেন। কিন্তু আমার পঞ্চ শিষ্য এখনও বর্তমান, আমি তাঁহাদিগের নিকট মুক্তির মার্গ ঘোষণা করিব।"

ঐ সময়ে উক্ত পঞ্চ ভিক্ষু বারাণসীতে মৃগবন নামক উদ্যানে বাস করিতেন। যে সময়ে তাঁহাদিগের সহানুভূতি ও সাহায্য বুদ্ধের নিকট অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছিল, সে সময় তাঁহারা যেরূপ নিষ্ঠুরতার সহিত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বুদ্ধদেব সে নিষ্ঠুরতার কথা চিন্তা করিলেন। তিনি তাঁহাদিগের নিকট যে উপকার পাইয়াছিলেন তাহার জন্য কৃতজ্ঞ হইয়া এবং তাঁহাদিগের অযথা ও বৃথা আত্মনিগ্রহের জন্য কৃপা পরবশ হহইয়া তাঁহাদিগের আবাসে যাত্রা করিলেন।

উপক নামক জৈন ধর্মাবলম্বী একজন ব্রাহ্মণ যুবক সিদ্ধার্থের পরিচিত ছিলেন। বারাণসীর পথে সিদ্ধার্থের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে তিনি সিদ্ধার্থের অপূর্ব শ্রী ও নির্মল আনন্দপূর্ণ মুখমণ্ডল দেখিয়া কহিলেন, "মিত্র, তোমার মুখমণ্ডল প্রশান্ত; তোমার উজ্জ্বল চক্ষুদ্বয় পবিত্রতা ও পরমানন্দসূচক।"

বুদ্ধ উত্তর করিলেন, "স্বার্থের বিনাশ সাধন করিয়া আমি মুক্ত হইয়াছি। আমার দেহ বিশুদ্ধ, মন বাসনামুক্ত, আমি সর্বোচ্চ সত্য প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি নির্বাণ লাভ করিয়াছি। সেই কারণেই আমার মুখমণ্ডল প্রশান্ত ও চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বল। এক্ষণে আমি পৃথিবীতে সত্যরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে বাসনা করি। যাহারা তমসাবৃত তাহাদিগকে দীপ্ত করিতে ও অমরত্বের দ্বার মনুষ্যের নিকট উন্মুক্ত করিতে বাসনা করি।"

উপক উত্তর করিলেণ, "তাহা হইলে তুমি পৃথিবী-বিজেতা জীন, তুমি সম্পূর্ণ পুরুষ, তুমি মূর্তিমান পবিত্রতা।"

পুণ্যাত্মা কহিলেন, "যাঁহারা আত্মজয় করিয়াছেন, যাঁহারা আসক্তি বর্জিত তাঁহারাই জীন। যাঁহারা চিত্ত সংযত করিয়া পাপ হইতে বিরত, কেবল মাত্র তাঁহারাই বিজেতা। অতএব উপক, আমি জীন।"

উপক সম্মতি সূচক শির সঞ্চালন করিলেন। "মাননীয় গৌতম", তিনি কহিলেন, "ঐ তোমার গন্তব্য পথ"। তদনন্তর পথান্তর অবলম্বন পূর্বক উপক চলিয়া গেলেন।

বারাণসীতে ধর্মোপদেশ

উপরোক্ত পঞ্চভিক্ষু তাঁহাদের পুরাতন শিক্ষককে আগমন করিতে দেখিয়া সঙ্কল্প করিলেন যে, তাঁহাকে অভিবাদন করা হইবে না, তাঁহাকে গুরু বলিয়া সম্বোধন করা হইবে না, নাম ধরিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিতে হইবে। কারণ, তাঁহারা কহিলেন, "তিনি ব্রতভঙ্গ করিয়াছেন, তিনি পবিত্র জীবন বর্জন করিয়াছেন। তিনি ভিক্ষু নহেন, গৌতম মাত্র। তিনি এক্ষণে সংসারে প্রবেশ করিয়া প্রাচুর্য ও পার্থিব ভোগ-সুখের মধ্যে বাস করিতেছেন।"

কিন্তু দিব্যপুরুষের মহত্বব্যঞ্জক গতি দেখিয়া তাঁহারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও সঙ্কল্পের বিরুদ্ধে তাঁহার অভিনন্দন করিলেন। তথাপি তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়া 'বন্ধু' বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন।

এইরূপে অভ্যর্থিত হইয়া মহাপুরুষ কহিলেন, "তথাগতকে তাঁহার নাম ধরিয়া আহ্বান করিও না, কিম্বা 'বন্ধু' বলিয়া সম্বোধন করিও না, কারণ তিনি পবিত্রতার আধার বুদ্ধ। সর্ব প্রাণীর উপর বুদ্ধের কৃপানেত্র সমভাবে অর্পিত হয়। তজ্জন্য তিনি 'পিতা' অভিহিত হয়েন। পিতার অসম্মান অন্যায়; পিতাকে ঘৃণা করা পাপ।"

"তথাগত", বুদ্ধ পুনরায় কহিলেন, "আত্মনিগ্রহে মুক্তির অন্বেষণ করেন না। কিন্তু ইহা হইতে এমন মনে করিও না যে, তিনি পার্থিব ভোগ সুখানুরক্ত, কিম্বা প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করেন। তিনি মধ্যমার্গ আবিষ্কার করিয়াছেন।

"যে মনুষ্য মোহমুক্ত নয়, সে কেবল মাত্র মৎস্য, মাংস হইতে বিরতি কিম্বা ভস্মাবৃত দেহ দ্বারা কিম্বা অগ্নিতে আহুতি দিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না।

"বেদাধ্যয়ন, ব্রাহ্মণকে দান, দেবতাদিগের নিকট বলি দান, উত্তাপ কিম্বা শৈত্য জনিত দেহের নির্যাতন এবং অমরত্ব লাভের জন্য এবম্বিধ বহু কঠিন ব্রতের আচরণ, যে মানুষ মোহবিমুক্ত নয়, তাহাকে শুদ্ধ করিতে পারে না।

"ক্রোধ, মত্ততা, স্বৈরিতা, ধর্মান্ধতা, শঠতা, হিংসা, আত্মপ্রশংসা, পরগ্লানি

অহমিকা এবং মন্দ অভিপ্রায় এই সকলকেই অশুদ্ধি বলে; মাংস ভক্ষণে অশুদ্ধি হয় না।

"ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে মধ্যমার্গ শিক্ষা দিব। উহা উভয়বিধ আতিশয্য হইতে দূরে। দৈহিক ক্লেশদ্বারা কৃশাঙ্গ ব্রতচারীর মন বিশৃঙ্খলা ও অস্বাস্থ্যকর চিন্তায় পূর্ণ হয়, দৈহিক নির্যাতন পার্থিব জ্ঞান লাভেরও অনুকূল নয়; কি প্রকারে উহা ইন্দ্রিয়সমূহকে জয় করিতে সমর্থ হইবে?

"প্রদীপ জলে পূর্ণ করিলে অন্ধকার দূরীভূত হইবে না, গলিত কাষ্ঠ হইতে অগ্নি উৎপাদনের চেষ্টা করিলে সে চেষ্টা সফল হইবে না।

"দেহের নির্যাতন যন্ত্রণাদায়ক, বৃথা ও নিষ্ফল। মনুষ্য যদি বাসনার অগ্নি নির্বাপিত করিতে না পারে, তাহা হইলে মাত্র দীন জীবন যাপন করিয়া কি প্রকারে সে আত্মাভিমান হইতে মুক্ত হইবে?

"যতদিন আত্মাভিমান বর্তমান, যতদিন পার্থিব কিম্বা স্বর্গীয় ভোগসুখের বাসনা বিদ্যমান, ততদিন দেহের নির্যাতন বৃথা। কিন্তু যিনি আত্মাভিমান দূর করিয়াছেন তিনি বাসনামুক্ত, তিনি পার্থিব কিম্বা স্বর্গীয় সুখের আকাঙ্ক্ষা করিবেন না। স্বাভাবিক অভাবের তুষ্টি সাধন তাঁহাকে অশুদ্ধ করিবে না। দেহের প্রয়োজন অনুসারে পানাহারে কোনও বাধা নাই।

"জল পদ্মপুষ্পকে বেষ্টন করলেও তাহার দলকে স্পর্শ করে না।

"অপর পক্ষে সর্ববিধ ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা দুর্বলতা আনয়ন করে। ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র ব্যক্তি রিপুসমূহের দাস; ভোগান্বেষণ অধঃপতন ও নীচমার্গ।

"কিন্তু জীবনের অভাবের তুষ্টিসাধন অশুভ নহে। শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা কর্তব্য, অন্যথা জ্ঞান প্রদীপের নির্মলতা এবং চিত্তের শক্তি ও তীক্ষ্ণতা রক্ষা সম্ভব নয়।

"ভিক্ষুগণ, ইহাই মধ্যপথ, ইহা উভয়বিধ আতিশয্য হইতে দূরে।"

তদনন্তর পুণ্যাত্মা শিষ্যবর্গকে মধুর বচনে সম্বোধন করিয়া তাহাদের ভ্রান্তির জন্য কৃপা প্রকাশ পূর্বক তাহাদের প্রয়াসের নিষ্ফলতা প্রদর্শন করিলে তাহাদের অন্তঃকরণের বিদ্বেশ গুরুর উপদেশে অন্তর্হিত হইল।

অতঃপর পুণ্যাত্মা সর্বোত্তম ধর্মচক্রের প্রবর্তন করিলেন। তিনি পঞ্চ ভিক্ষুর নিকট ধর্মপ্রচার আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের নিকট অমরত্বের দ্বার উদ্‌ঘাটিত ও নির্বাণের পরমানন্দ প্রদর্শিত হইল।

পুণ্যাত্মা ধর্মোপদেশ আরম্ভ করিলে মহানন্দে সমস্ত বিশ্ব বিহ্বল হইল।

দেবগণ সত্যের মাধুর্য শ্রবণ করিবার জন্য স্বর্গ হইতে অবতরণ করিলেন; জীবন্মুক্ত সিদ্ধপুরুষগণ দিব্য বাণী গ্রহণেচ্ছায় দলবদ্ধ হইয়া বুদ্ধের চতুর্দিকে দাঁড়াইলেন; ইতর প্রাণী পর্যন্ত তথাগতের বাক্যের মহিমা উপলব্ধি করিল; সর্ববিধ চেতন প্রাণী, দেবতা, মনুষ্য ও পশু মুক্তির বাণী শ্রবণ করিয়া নিজ নিজ ভাষায় উহা গ্রহণ ও অনুধাবন করিল! বুদ্ধ কহিলেন:

"বিশুদ্ধ আচরণের নিয়মাবলীই চক্রের অরসমূহ, ন্যায়পরায়ণতাই তাহাদের দৈর্ঘ্যের সমরূপতা; জ্ঞানই চক্রের বেষ্টনী; বিনয় ও চিন্তাশীলতা উহার নাভি; সত্যের অপরিবর্তনীয় অক্ষদণ্ড উহাতেই অবস্থিত।

"যিনি দুঃখের অস্তিত্ব, ইহার কারণ, ইহার প্রতিবিধান ও শান্তি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তিনি চতুরঙ্গ মহান্ সত্য অনুধাবন করিয়াছেন। তিনি প্রকৃত পথে চলিতে সমর্থ হইবেন।

"সত্য দৃষ্টি উল্কার ন্যায় তাঁহার পথ আলোকিত করিবে। সত্য লক্ষ্য তাঁহার চালক হইবে। সত্য বাক্য তাঁহার বাসগৃহ হইবে। তাঁহার গতি সরল হইবে, কারণ ইহা সত্য আচরণ। জীবিকা অর্জনের প্রকৃত উপায় তাঁহাকে সতেজ রাখিবে। যথার্থ উদ্যম তাঁহার পদক্ষেপ ও যথার্থ চিন্তা তাঁহার নিঃশ্বাস হইবে; শান্তি তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে।"

তদনন্তর পুণ্যাত্মা আত্মার অস্থায়ীত্ব ব্যাখ্যা করিলেন।

"যাহার উৎপত্তি হইয়াছে তাহাই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে! আত্মার জন্য উদ্বেগ বৃথা; উহা মরীচিকার ন্যায় এবং উহার সহিত সংস্পৃষ্ট সর্ববিধ ক্লেশ বিনষ্ট হইবে। নিদ্রিত জাগরিত হইলে ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের ন্যায় উহারাও অদৃশ্য হইবে।

"যাঁহার জাগরণ হইয়াছে তিনি ভয়মুক্ত, তিনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত; তিনি সর্ববিধ উদ্বেগ, উচ্চাকাঙ্খা এবং ক্লেশের নিষ্ফলতা উপলব্ধি করিয়াছেন।

"ইহা সহজেই ঘটিয়া থাকে যে, মানুষ স্নানের সময় আর্দ্র রজ্জু পদদলিত করিয়া উহাকে সর্প ভ্রম করে। সে ভয়ে অভিভূত ও কম্পিত হইবে এবং সর্পের বিষাক্ত দংশন জনিত বেদনা মনে মনে কল্পনা করিবে। কিন্তু ভ্রম বুঝিতে পারিলে তাহার কি স্বাচ্ছন্দ্য! তাহার ভীতির কারণ তাহার ভ্রান্তি তাহার অজ্ঞানতা, তাহার মোহ। রজ্জুর প্রকৃত স্বরূপ দৃষ্ট হইলে তাহার চিত্তের শান্তি ফিরিয়া আসিবে; সে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিবে; সে আনন্দপূর্ণ ও সুখী হইবে।

"যিনি আত্মার সত্তাভাব উপলব্ধি করিয়াছেন এবং যিনি বুঝিয়াছেন যে, তাঁহার সমুদয় ক্লেশ, দুশ্চিন্তা এবং গর্ব মরীচিকা মাত্র, ছায়া মাত্র, স্বপ্ন মাত্র, তিনিই উক্তপ্রকার মানসিক অবস্থাপন্ন।

"যিনি সর্বপ্রকার স্বার্থান্বেষণ দূর করিয়াছেন, তিনিই সুখী; যিনি শান্তিলাভ করিয়াছেন, তিনিই সুখী; যিনি সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন, তিনিই সুখী।

"সত্য মহান ও সুন্দর; সত্য তোমাদিগকে অমঙ্গল হইতে মুক্ত করণে সক্ষম। সত্য ভিন্ন অন্য কোন ত্রাণকর্তা জগতে নাই।

"সত্যকে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও উহাতে বিশ্বাস স্থাপন কর, যদিও উহার মিষ্টতা তোমার নিকট তিক্ত অনুমিত হইতে পারে, যদিও উহার নিকটস্থ হইতে প্রথমে তোমার কুণ্ঠাবোধ হইতে পারে। সত্যে বিশ্বাসবান হও।

"সত্য যেরূপে বর্তমান সেইরূপেই সর্বোৎকৃষ্ট। ইহা অপরিবর্তনীয়; কেহই ইহার উন্নতিসাধন করিতে পারেন না। সত্যে বিশ্বাস করিয়া উহার অনুসরণ কর।

"ভ্রান্তি বিপথে লইয়া যায়; মোহ হইতে দুঃখের উৎপত্তি হয়। উত্তেজক মদিরার ন্যায় উহা মত্ততা আনয়ন করে; কিন্তু উহা মানুষকে পীড়াগ্রস্ত ও তাহার বিরক্তির উৎপাদন করিয়া অচিরেই অদৃশ্য হয়।

"আত্মার জ্ঞান জ্বর বিশেষ; উহা ক্ষণস্থায়ী ছায়ামূর্তির ন্যায়, উহা স্বপ্ন মাত্র; কিন্তু সত্য বাস্তবিক, সত্য মহান, সত্য অনন্ত। সত্য ভিন্ন আর কিছুতেই অমরত্ব নাই। কারণ একমাত্র সত্য অবিনশ্বর।"

এইরূপে ধর্মার্থ প্রকাশিত হইলে, পঞ্চ ভিক্ষুদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ মাননীয় কৌণ্ডিণ্য মনশ্চক্ষে সত্যের দর্শন পাইলেন। তিনি কহিলেন, "হে বুদ্ধ, তুমিই সত্যের সন্ধান পাইয়াছ।"

অনন্তর দেবগণ, সিদ্ধপুরুষগণ ও অতীতকালের দেহমুক্ত পুণ্যাত্মাগণ তথাগতের উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহার ধর্ম মত গ্রহণ পূর্বক উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "মহাপুরুষ সত্যই ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; তিনি পৃথিবীকে বিচলিত করিয়াছেন; তিনি ধর্মচক্র প্রবর্তিত করিয়াছেন; ঐ চক্রের গতি দেবতা কিম্বা মনুষ্য, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেহই রুদ্ধ করিতে পারিবে না। পৃথিবীতে সত্যরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে; উহা বিস্তৃতি লাভ করিবে; এবং মনুষ্য জাতির মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা, উপচিকীর্ষা ও শান্তি রাজত্ব করিবে।"

সঙ্ঘ

পঞ্চভিক্ষুকে সত্য প্রদর্শন করণান্তর বুদ্ধ কহিলেন, "সহায়হীন মনুষ্য সত্যমার্গের অনুগামী হইলেও দুর্বলতা বশতঃ পথভ্রষ্ট হইতে পারে। অতএব তোমরা একত্র হইয়া পরস্পর পরস্পরের সাহায্য কর, পরস্পরের প্রয়াসকে দৃঢ় কর।

"তোমাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাবের উন্মেষণ হউক; তোমরা মৈত্রীতে, পবিত্রতায় এবং সত্যের জন্য ঐকান্তিকতায় মিলিয়া একীভূত হও।

"পৃথিবীর চতুর্দিকে সত্যের বিস্তার এবং প্রচার কর; এইরূপে অন্তে সর্ববিধ জীব ধর্মরাজ্যের অধিবাসী হইবে।

"ইহা পবিত্র সম্প্রদায়; ইহা বুদ্ধ প্রতিষ্ঠিত ধর্ম সমাজ; ইহাই, যাহারা বুদ্ধে আশ্রয় পাইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠাকারী সঙ্ঘ।"

কৌণ্ডিণ্য বুদ্ধের প্রথম শিষ্য। তিনি বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তথাগত তাঁহার হৃদয়ের ভাব উপলব্ধি করিয়া কহিলেন:

"কৌণ্ডিণ্য যথার্থই সত্য প্রণিধান করিয়াছেন।" এই জন্য মাননীয় কৌণ্ডিণ্য "আজ্ঞাত কৌণ্ডিণ্য" অর্থাৎ "ধর্মবিৎ কৌণ্ডিণ্য" আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

অনন্তর কৌণ্ডিণ্য বুদ্ধকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেব, আমরা বুদ্ধের নিকট হইতে অভিষেক গ্রহণ করিতে বাসনা করি।"

বুদ্ধ কহিলেন, "ভিক্ষুগণ, ধর্মপ্রচার সুফল প্রসব করিয়াছে। দুঃখের সংহারের জন্য পবিত্র জীবন যাপন কর।" তৎপরে কৌণ্ডিণ্য এবং অন্য ভিক্ষুগণ বারত্রয় নিম্নলিখিত শপথ গ্রহণ করিলেন:

"আমি সবিশ্বাসে বুদ্ধে আস্থা স্থাপন করিব; তিনি সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত, পবিত্র ও সর্বপ্রধান। বুদ্ধের নিকট আমরা উপদেশ, জ্ঞান ও মুক্তি প্রাপ্ত হই; তিনি পুণ্যাত্মা, তিনি সত্তার স্বরূপ জ্ঞাত আছেন, তিনি ভূমণ্ডলের অধীশ্বর; মনুষ্য তাঁহার আজ্ঞাধীন; তিনি দেব ও মনুষ্যের শিক্ষক পরম পুরুষ বুদ্ধ। আমি সবিশ্বাসে বুদ্ধে আস্থা স্থাপন করিব।

"আমি সবিশ্বাসে ধর্মে আস্থা স্থাপন করিব; মহাপুরুষের প্রচারিত ধর্ম সুফল প্রসব করিয়াছে; মনুষ্যের নিকট দৃষ্ট হইবার জন্য ইহা প্রকাশিত

হইয়াছে ; ইহা কাল ও দেশের অতীত। ইহা প্রবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, ইহা দেখিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য সকলকে আহ্বান করিতেছে ; ইহা মঙ্গল-প্রসবকারী ; জ্ঞানীগণ স্বীয় অন্তরে ইহা উপলব্ধি করেন। আমি সবিশ্বাসে ধর্মে আস্থা স্থাপন করিব।

"আমি সবিশ্বাসে সঙ্ঘে আস্থা স্থাপন করিব। বুদ্ধের শিষ্যসম্প্রদায় আমাদিগকে ন্যায়মার্গ প্রদর্শন করেন ; বুদ্ধের শিষ্য সম্প্রদায় আমাদিগকে সাধু ন্যায়পরায়ণ হইতে শিক্ষা দেন ; বুদ্ধের শিষ্য সম্প্রদায় আমাদিগকে সত্য পালনে শিক্ষা দেন। ঐ সম্প্রদায় করুণা ও পরোপকারে নিরত। তাঁহাদের সিদ্ধপুরুষগণ সম্মানার্হ। যাঁহারা ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত তাঁহারা সত্যানুসরণ ও জগতের মঙ্গলকরণ শিক্ষা দিতে অঙ্গীকৃত। আমি সবিশ্বাসে ঐ সম্প্রদায়ে আস্থা স্থাপন করিব।"

বারাণসীর যুবক যশ

ঐ সময়ে বারাণসীতে এক সম্ভ্রান্ত যুবক বাস করিতেন ; তাঁহার নাম যশ। তিনি ধনী বণিকের সন্তান। জগতের দুঃখে চিন্তাক্লিষ্ট হইয়া তিনি গোপনে রাত্রে উঠিয়া অন্যের অলক্ষিতে পুণ্যাত্মার নিকট গমন করিলেন।

পুণ্যাত্মা দূর হইতে যশকে আসিতে দেখিলেন। যশ অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "হায় ! কি ক্লেশ ! কী সন্তাপ !"

পুণ্যাত্মা যশকে কহিলেন, "এখানে কোনও ক্লেশ নাই, কোনও সন্তাপ নাই। আমার নিকট এস, আমি তোমাকে সত্যের সন্ধান দিব, সত্য তোমার দুঃখের অপনোদন করিবে।"

যশ যখন শুনিলেন যে ক্লেশ, সন্তাপ, দুঃখ কিছুই নাই, তখন তাঁহার হৃদয় আশ্বস্ত হইল, তিনি পুণ্যাত্মার সমীপে গমন পূর্বক সেখানে উপবেশন করিলেন।

তৎপরে পুণ্যাত্মা ঔদার্য ও নীতি সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। তিনি বাসনা-সমূহের নিরর্থকতা, তাহাদের পাপপূর্ণতা ও অশুভকারিতা ব্যাখ্যা করিয়া মুক্তির মার্গ প্রদর্শন করিলেন।

জগতের প্রতি বিরক্তির পরিবর্তে যশ পবিত্র জ্ঞানসলিলের স্নিগ্ধতা উপলব্ধি করিলেন। নির্মল ও কলঙ্কশূন্য সত্যের চক্ষুতে তিনি মহামূল্য মণিমুক্তা শোভিত স্বীয় দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণ লজ্জাভিভূত হইল। তথাগত তাঁহার হৃদয়ের চিন্তা অবগত হইয়া কহিলেন,

"দেহ রত্নভূষিত হলেও অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয় বিজয়ে সক্ষম। বাহ্যিক আকারে ধর্ম প্রকাশিত হয় না, উহা মনকেও ভাবান্তরিত করিতে পারে না। শ্রমণের দেহ উদাসীনের বেশে আচ্ছাদিত হইলেও তাহার মন বিষয়াসক্তিতে নিমজ্জিত হইতে পারে।

"যে মানুষ নির্জন অরণ্যে বাস করিয়াও জগতের অসারতাসমূহের প্রতি প্রলুব্ধ হয়, সে বিষয়ানুরক্ত। অপর পক্ষে পার্থিব পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়াও মনুষ্য স্বর্গীয় চিন্তায় ভাসমান হইতে পারে।

"যদি উভয়েই আত্মগরিমাশূন্য হয়, তাহা হইলে গৃহী ও সন্ন্যাসীতে কোন পার্থক্য নাই।"

যশকে মার্গে প্রবেশ করিতে প্রস্তুত দেখিয়া পুণ্যাত্মা তাঁহাকে কহিলেন, "আমার অনুসরণ কর।" তদনন্তর যশ সঙ্ঘভুক্ত হইলেন। তিনি পীত বসন পরিধান করিয়া অভিষিক্ত হইলেন।

যখন পুণ্যাত্মা ও যশ ধর্মালোচনা করিতে ছিলেন, ঐ সময়ে যশের পিতা পুত্রের সন্ধানে যাইতেছিলেন; পুণ্যাত্মার নিকটবর্তী হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেব, আপনি আমার পুত্র যশকে দেখিয়াছেন কি?"

বুদ্ধ যশের পিতাকে কহিলেন, "আপনি ভিতরে আগমন করুন, পুত্রকে দেখিতে পাইবেন।" আনন্দবিহ্বল হইয়া যশের পিতা প্রবেশ করিলেন। তিনি পুত্রের নিকট উপবেশন করিলেন, কিন্তু তাঁহার চক্ষু পুত্রকে চিনিল না। তৎপরে মহাপুরুষ কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া যশের পিতা ধর্ম প্রণিধান করিলেন। তিনি কহিলেন:

"দেব, সত্য মহিমান্বিত! পবিত্রতার আধার জগতের অধীশ্বর বুদ্ধ উৎপাতিতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; লুক্কায়িতের প্রকাশ সাধন করিয়াছেন; তিনি পথভ্রষ্ট পথিককে পথপ্রদর্শন করিয়াছেন; তিনি অন্ধকারে দীপ জ্বালিয়া চক্ষুষ্মানকে চতুর্দিকস্থ বস্তুসমূহ দেখিবার সুযোগ দিয়াছেন। আমি ভগবান বুদ্ধের শরণাপন্ন হইতেছি, আমি তৎকর্তৃক প্রচারিত ধর্মে আশ্রয় লইতেছি; আমি তৎপ্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের শরণ লইতেছি। আমার এই প্রার্থনা যে, পুণ্যাত্মা আজ হইতে আমার জীবনের অন্তকাল পর্যন্ত আমাকে, তাঁহাতে আশ্রয়লব্ধ শিষ্যরূপে যেন গ্রহণ করেন।"

গৃহীদিগের মধ্যে যাঁহারা সঙ্ঘভুক্ত হইয়াছিলেন, যশের পিতা তাঁহাদের মধ্যে প্রথম।

ধনবান বণিক বুদ্ধের আশ্রয় লইবার পর তাঁহার চক্ষু উন্মীলিত হইল, তিনি পীতবসন পরিহিত পুত্রকে পার্শ্বে উপবিষ্ট দেখিলেন। তিনি কহিলেন, "পুত্র যশ, তোমার মাতা শোক ও দুঃখে অভিভূত। গৃহে প্রত্যাবর্তন পূর্বক মাতার জীবন সঞ্চার কর।"

তৎপর যশ পুণ্যাত্মার দিকে চাহিলে, বুদ্ধ কহিলেন, "যশ কি সংসারে পুনঃ প্রবেশ করিয়া পূর্বের ন্যায় ভোগ-সুখে নিরত হইবেন ?"

যশের পিতা উত্তর করিলেন, "যদি আমার পুত্র আপনার নিকট থাকিয়া সুখী হয়, সে এই স্থানেই অবস্থান করুক। সে বিষয়ানুরক্তির দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়াছে।"

পুণ্যাত্মার ধর্মোপদেশে উৎসাহিত হইয়া যশের পিতা কহিলেন, "দেব আপনি সেবক যশকে সঙ্গে লইয়া আমার গৃহে আহার করিবেন কি ?"

পুণ্যাত্মা স্বীয় পরিচ্ছদ পরিধান পূর্বক ভিক্ষাপাত্র হস্তে যশের সমভিব্যাহারে ধনবান বণিকের গৃহে গমন করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইলে, যশের মাতা ও পত্নী উভয়ে বুদ্ধকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট উপবেশন করিলেন।

তদনন্তর বুদ্ধ ধর্মোপদেশ প্রদান করিলে নারীদ্বয় উহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া কহিলেন, "দেব, সত্য মহিমান্বিত! পবিত্রতার আধার, জগতের অধীশ্বর বুদ্ধ উৎপাতিতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; লুক্কায়িতের প্রকাশ সাধন করিয়াছেন; তিনি পথভ্রষ্ট পথিককে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন; তিনি অন্ধকারে দীপ জ্বালিয়া চক্ষুষ্মানকে চতুর্দিকস্থ বস্তুসমূহ দেখিবার সুযোগ দিয়াছেন। আমরা ভগবান বুদ্ধের শরণাপন্ন হইতেছি। আমরা তৎপ্রচারিত ধর্মে আশ্রয় লইতেছি। আমাদের এই প্রার্থনা যে, পুণ্যাত্মা আজ হইতে আমাদের জীবনের অন্তকাল পর্যন্ত আমাদিগকে যেন তাঁহাতে আশ্রয়লব্ধ শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন।"

সংসারী স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, যশের মাতা ও পত্নী তাঁহাদের মধ্যে প্রথম।

যশের চারিজন মিত্র ছিলেন, তাঁহারা সকলেই বারাণসীর সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভূত। তাঁহাদের নাম বিমল, সুবাহু, পুণ্যজিৎ এবং গবাম্পতি।

যখন তাঁহারা শুনিলেন যে, যশ গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস আশ্রয় করিবার জন্য মস্তক মুণ্ডন ও পীত বসন পরিধান করিয়াছেন, তখন তাঁহারা চিন্তা

করিলেন, "যে যশকে আমরা সাধু ও জ্ঞানী বলিয়া জানি, সেই যশ যদি গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস আশ্রয় করিবার জন্য মস্তক মুণ্ডন ও পীত বসন পরিধান করিয়া থাকেন তাহা হইলেন তাঁহার অনুসৃত ধর্ম নিশ্চয়ই সাধারণ ধর্ম নয়, তাঁহার গৃহত্যাগ নিশ্চয়ই অতি মহান।"

তৎপরে তাঁহারা যশের নিকট গমন করিলেন, যশ বুদ্ধকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমার প্রার্থনা পুণ্যাত্মা আমার মিত্র চতুষ্টয়কে উপদেশ দান করুন।" তদনন্তর বুদ্ধ তাঁহাদিগকে ধর্মোপদেশ দান করিলে তাঁহারা বুদ্ধের মত গ্রহণ পূর্বক বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণ লইলেন।

শিষ্যবর্গের প্রেরণ

দিনে দিনে বুদ্ধবণী প্রসারিত হইতে লাগিল। বহুজন তাঁহার নিকটে আসিয়া দুঃখ জয়ের বাসনায় পবিত্র জীবন যাপনার্থ তাঁহার বাণী শ্রবণ করিল!

বুদ্ধ যখন দেখিলেন যে, সত্যানুসন্ধিৎসু ও অভিষেক প্রার্থী সকলের উপরে মনঃসংযোগ করা অসম্ভব, তখন তিনি শিষ্যবর্গের মধ্যে হইতে ধর্ম প্রচারের উপযোগীগণকে নির্বাচন করিয়া দেশান্তরে প্রেরণ করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন:

"ভিক্ষুগণ, বহুপ্রাণীর মঙ্গলের জন্য, মানব জাতির কল্যাণের জন্য, জগতের প্রতি করুণা পরবশ হইয়া তোমরা যাও; ধর্মপ্রচার কর। ঐ ধর্মের বাহ্য ও অভ্যন্তর এবং আদি, মধ্য ও অন্ত মহিমামণ্ডিত। এমন প্রাণী বিদ্যমান যাহাদের চক্ষু ভস্মাচ্ছাদিত নহে; কিন্তু তাহাদের নিকট যদি ধর্ম প্রচারিত না হয় তাহারা মুক্ত হইবে না। তাহাদের নিকট পবিত্রতার জীবন ঘোষণা কর। তাহারা প্রণিধান পূর্বক উহা গ্রহণ করিবে।

"তথাগতের ঘোষিত 'ধর্ম' ও 'বিনয়' প্রকাশেই দীপ্ত হয়, আচ্ছাদনে নহে। তথাপি এই সত্যগর্ভ উৎকৃষ্ট ধর্ম যেন অনধিকারীর হস্তে পতিত না হয়। তাহা হইলে উহা উপেক্ষিত ও ঘৃণ্য হইবে, অবমানিত হইবে, হাস্যাস্পদ হইবে, নিন্দিত হইবে।

"ভিক্ষুগণ, আমি এক্ষণে তোমাদিগকে এই অনুমতি দিতেছি। ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাহারা অভিষেক গ্রহণের ঐকান্তিক বাসনা প্রকাশ করিবে, যদি তাহারা উপযুক্ত হয়, তাহাদিগকে অভিষিক্ত কর।"

তদবধি অনুকূল ঋতুতে ভিক্ষুগণের দূরে গিয়া প্রচার কার্য সম্পাদন করা এবং বর্ষায় সকলে একত্র হইয়া তথাগতের উপদেশ শ্রবণ করার বিধি প্রতিষ্ঠিত হইল।

কাশ্যপ

ঐ সময়ে উরুবিল্বে জটিল নামে এক সম্প্রদায় বাস করিত। উহারা কৃষ্ণ বিশ্বাসী অগ্নির উপাসক; কাশ্যপ তাহাদের নেতা।

সমস্ত ভারতে কাশ্যপ বিখ্যাত ছিলেন। পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানীগণের মধ্যে অন্যতম বলিয়া তাঁহার নাম সম্মানিত হইত। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার মত সর্বজনপূজ্য ছিল।

পুণ্যাত্মা উরুবিল্বের জটিল কাশ্যপের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, "আপনি যে কক্ষে আপনার পবিত্র অগ্নি রক্ষা করেন, সেইখানে আমাকে এক রাত্রি অবস্থান করিতে অনুমতি করুন।"

অপূর্ব শ্রী ও সৌন্দর্য সম্পন্ন বুদ্ধকে দেখিয়া কাশ্যপ মনে মনে চিন্তা করিলেন, "ইনি মহামুনি ও উপযুক্ত শিক্ষক। যে কক্ষে পবিত্র অগ্নি রক্ষিত হয়, সেখানে রাত্রিবাস করিলে সর্পদংশনে ইঁহার মৃত্যু হইবে।" পরিশেষে কহিলেন, "যে কক্ষে পবিত্র অগ্নি রক্ষিত হয় সেখানে আপনার রাত্রিবাসে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু সর্পরাক্ষস আপনার প্রাণ নাশ করিলে আমি দুঃখিত হইব।"

কিন্তু বুদ্ধের নির্বন্ধাতিশয্যে কাশ্যপ তাঁহাকে ইচ্ছামত রাত্রিবাসের অনুমতি দান করিলেন।

পুণ্যাত্মা দেহকে সরল ভাবে রক্ষা করিয়া সতর্কিত ভাবে উপবেশন করিলেন।

রাত্রিকালে রাক্ষস বুদ্ধের নিকট আগমন করিল; সে ক্রোধে বিষাগ্নি উদ্গীরণ এবং জ্বলন্ত বাষ্পে বায়ুমণ্ডল পূর্ণ করিতেছিল। কিন্তু সে বুদ্ধের কোনও অনিষ্ট করিতে পারিল না। অগ্নি ভস্মীভূত হইল, সর্বজন পূজিত পুরুষশ্রেষ্ঠ প্রশান্ত রহিলেন। বিষবাহী রাক্ষস ক্রুদ্ধ হইয়া স্বক্রোধে বিনষ্ট হইল।

কক্ষ হইতে নির্গত আলোকরশ্মি দেখিয়া কাশ্যপ কহিলেন, "হায়, কি দুর্দৈব! মহান শাক্যমুনির মুখমণ্ডল সত্যই সুন্দর, কিন্তু সর্প তাহাকে বিনাশ করিবে।"

প্রভাতে রাক্ষসের মৃতদেহ কাশ্যপকে দেখাইয়া পুণ্যাত্মা কহিলেন, "ইহার অগ্নি আমার অগ্নির নিকট পরাজিত হইয়াছে।"

কাশ্যপ মনে মনে কহিলেন, "শাক্যমুনি মহাশ্রমণ; তিনি অসাধারণ ক্ষমতাশালী, কিন্তু তিনি আমার ন্যায় পবিত্র নহেন।"

ঐ সময়ে একটি উৎসব ছিল। কাশ্যপ চিন্তা করিলেন, "সমস্ত দেশ হইতে বহুলোক আগত হইয়া শাক্য মুনিকে দেখিবে। তিনি তাহাদের সহিত বাক্যালাপ করিলে তাহারা তাঁহার প্রতি বিশ্বাসবান হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিবে।" এইরূপে তাঁহার হিংসার উদয় হইল।

উৎসবের দিন আগত হইলে বুদ্ধ স্থান ত্যাগ করিলেন, কিন্তু তিনি কাশ্যপের নিকট গমন করিলেন না। কাশ্যপ তাঁহার নিকট গিয়া কহিলেন, "মহামান্য শাক্যমুনি কেন আসিলেন না?"

তথাগত উত্তর করিলেন, "কাশ্যপ, উৎসবে আমার অনুপস্থিতিই কি তোমার স্পৃহনীয় নয়?"

কাশ্যপ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিলেন, "শাক্যমুনি অতি মহান, কিন্তু তিনি আমার ন্যায় পবিত্র নহেন।"

তৎপর বুদ্ধ কাশ্যপকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তুমি সত্য দেখিতেছ, কিন্তু হৃদয়স্থিত হিংসার জন্য তাহা গ্রহণ করিতেছ না। হিংসা কি পবিত্রতার আচরণ? হিংসা তোমার মনে আত্মাভিমানের শেষাংশ। কাশ্যপ, তুমি পবিত্র নও; তুমি এখনও মার্গে প্রবেশ কর নাই।"

কাশ্যপ আর প্রতিকূলতাচরণ করিলেন না। তাঁহার হিংসা অন্তর্হিত হইল এবং বুদ্ধের সম্মুখে নতমস্তক হইয়া তিনি কহিলেন, "দেব, আমি আপনার নিকট অভিষেক গ্রহণ করিতে বাসনা করি।"

বুদ্ধ কহিলেন, "কাশ্যপ, তুমি জটিলদিগের নেতা। প্রথমে তোমার অভিপ্রায় তাহাদিগের নিকট জ্ঞাপন কর, তাহারা তোমার নির্দেশবর্তী হউক।"

কাশ্যপ জটিলদিগের নিকট গিয়া কহিলেন, "আমি শাক্যমুনির নির্দেশানুসারে ধর্মজীবন যাপন করিতে উৎসুক হইয়াছি; শাক্যমুনি বুদ্ধ, জগৎপতি। তোমাদের যাহা সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা বলিয়া বোধ হয় তাহা করিতে পার।"

জটিলগণ উত্তর করিলেন, "আমরা শাক্যমুনির প্রতি গভীর স্নেহে আকৃষ্ট হইয়াছি, আপনি যদি তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েন, আমরাও তদ্রূপ করিব।"

এইরূপে উরুবিল্বে জটিলগণ অগ্নি উপাসনার উপকরণাদি নদীতে নিক্ষেপ করিয়া বুদ্ধের সমীপে গমন করিল।

নদী কাশ্যপ ও গয়া কাশ্যপ নামক উরুবিল্বে কাশ্যপের ভ্রাতৃদ্বয় পরাক্রমশালী ও জনগণের অধিনেতা ছিলেন। তাঁহারা নদীতীরে বাস করিতেন। অগ্নিপূজার উপকরণাদি নদীবক্ষে ভাসমান দেখিয়া তাঁহারা কহিলেন, "আমাদিগের ভ্রাতার কিছু ঘটিয়াছে।" ইহা কহিয়া সদলে তাঁহারা উরুবিল্বে আগমন করিলেন। যাহা ঘটিয়াছিল তাহা শ্রবণ করিয়া তাঁহারাও বুদ্ধের সন্নিধানে গমন করিলেন।

অতি কঠোর ব্রতচারী ও অগ্নি উপাসক নদী ও গয়া কাশ্যপদ্বয়কে নিকটে আসিতে দেখিয়া পুণ্যাত্মা অগ্নি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া কহিলেন :

'জটিলগণ, সর্ববস্তুই জ্বলিতেছে। চক্ষু জ্বলিতেছে, চিন্তাসমূহ জ্বলিতেছে, সর্বেন্দ্রিয় জ্বলিতেছে। তাহারা কামনার অগ্নিতে জ্বলিতেছে। ক্রোধ রহিয়াছে, অবিদ্যা রহিয়াছে, দ্বেষ রহিয়াছে ; যতদিন অগ্নি নিজের পুষ্টি সাধনের জন্য দাহ্য পদার্থের সন্ধান পাইবে, ততদিন জন্ম, মৃত্যু, ক্ষয়, শোক, বিলাপ, ক্লেশ, নৈরাশ্য ও দুঃখের অস্তিত্ব বর্তমান থাকিবে। ইহা বিবেচনা করিয়া, সত্যানুসন্ধিৎসু চতুরঙ্গ সত্য অনুধাবন পূর্বক মহান অষ্টাঙ্গ মার্গে প্রবেশ করিবেন। তিনি তাঁহার চক্ষু, তাঁহার চিন্তা, তাঁহার সর্বেন্দ্রিয় হইতে নিজেকে সতর্ক করিবেন। তিন রাগ দ্বেষাদি বিবর্জিত হইয়া মুক্ত হইবেন। তিনি আত্মপরতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নির্বাণেয় পরম সুখময় অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন।"

জটিলগণ সানন্দে বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণ লইল।

রাজগৃহ নগরে ধর্মোপদেশ

উরুবিল্বে কিছুদিন বাস করিয়া বুদ্ধ রাজগৃহ নগরে গমন করিলেন, সঙ্গে বহু-সংখ্যক ভিক্ষু। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পূর্বে জটিল ছিলেন।

মগধের নৃপতি বিম্বিসার গৌতম শাক্যমুনির আগমন বার্তা শ্রবণ করিলেন। জনগণ কহিল, "গৌতম মূর্তিমান পবিত্রতা, পরম পুরুষ বুদ্ধ। শকট চালক যেরূপ বৃষকে দমন করে, সেইরূপ বুদ্ধও মনুষ্যের চালক, উচ্চনীচ নির্বিশেষে মনুষ্যের শিক্ষক।" নৃপতি, মন্ত্রীবর্গ ও সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে যেখানে মহাপুরুষ অবস্থান করিতেছিলেন, সেইখানে গমন করিলেন।

সেখানে তাঁহারা জটিলদিগের ধর্মাচার্য খ্যাতনামা কাশ্যপের সহিত বুদ্ধকে দেখিলেন। বিস্মিত হইয়া তাঁহারা চিন্তা করিলেন :

"শাক্যমুনি কাশ্যপের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, অথবা কাশ্যপ গৌতমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন ?"

তথাগত তাহাদের মনোগত ভাব বুঝিয়া কাশ্যপকে কহিলেন, "কাশ্যপ, তুমি কি জ্ঞান লাভ করিয়াছ ? কিসের প্ররোচনায় তুমি পবিত্র অগ্নি বিসর্জন পূর্বক কঠোর ব্রতাচার পরিত্যাগ করিয়াছ ?"

কাশ্যপ কহিলেন, "অগ্নিপূজা হইতে আমি একমাত্র ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, উহা সংসার চক্র এবং তদানুসঙ্গিক দুঃখ ও বৃথা আত্মাভিমান। ঐ পূজা আমি পরিত্যাগ করিয়াছি, কঠোর ব্রতাচার ও যজ্ঞানুষ্ঠানের পরিবর্তে আমি সর্বোচ্চ নির্বাণের প্রার্থী হইয়াছি।"

বুদ্ধ বুঝিলেন যে সমবেত জনমণ্ডলী একযোগে ধর্ম গ্রহণে প্রস্তুত। তিনি নৃপতি বিম্বিসারকে কহিলেন :

"যিনি নিজের আত্মার স্বরূপ অবগত হইয়াছেন এবং ইন্দ্রিয়সমূহ কি প্রকারে কর্মশীল হয় তাহা বুঝিয়াছেন তিনি 'আমি'র অস্তিত্ব স্বীকার করিবেন না, তিনি অনন্ত শান্তি অনুভব করিবেন। জগতে 'আমি'র চিন্তার অস্তিত্ব বর্তমান, উহা হইতে মিথ্যা উপলব্ধির উৎপত্তি হয়।

"কেহ কেহ কহিয়া থাকেন 'আমি'র মৃত্যু নাই, কেহ আবার কহেন ইহাও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। উভয় পক্ষই ভ্রান্ত ; এই ভ্রান্তি অতি গুরুতর।

"কারণ, 'আমি' যদি ধ্বংস হয় তাহা হইলে মনুষ্যের অনুসৃত কর্মফল ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে এবং কালক্রমে পরলোকের অস্তিত্ব থাকিবে না। পাপময় স্বার্থপরতা হইতে এই প্রকার মুক্তির মূল্য নাই।

"অপর পক্ষে যদি 'আমি' নশ্বর না হয়, তাহা হইলে সমস্ত জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে মাত্র এক অনাদি ও অনন্ত সত্তা বিদ্যমান। ইহাই যদি 'আমি' হয়, তাহা হইলে ইহা পূর্ণতা প্রাপ্ত, কর্ম দ্বারা ইহার পূর্ণতা সাধন অসম্ভব। অনন্ত অবিনশ্বর 'আমি' কখনও পরিবর্তিত হইতে পারে না। তাহা হইলে আত্মা সর্বজয়ী প্রভু, সম্পূর্ণের পূর্ণতা সাধন নিষ্প্রয়োজন ; নৈতিক আচরণ ও মুক্তির কোনও প্রয়োজন নাই।

"কিন্তু সুখ ও দুঃখ বিদ্যমান। নিত্যতা কোথায় ? 'আমি' যদি আমাদের

কর্মের কারক না হয়, তাহা হইলে 'আমি' নাই ; কর্মের কোনও কারক নাই, জ্ঞানের অনুভাবক নাই, জীবনের অধিকারী নাই।

"মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ কর : ইন্দ্রিয়সমূহ বস্তুর সম্মুখীন হয় এবং উহাদের সংস্পর্শ হইতে চেতনার উৎপত্তি হয়। ফলে স্মৃতির বিকাশ। ইন্দ্রিয় ও বস্তুর সংযোগে উৎপন্ন জ্ঞান হইতে যাহা আত্মা কথিত হয় তাহার জন্ম হয়। অঙ্কুর বীজ হইতে নির্গত হয় ; বীজ অঙ্কুর নহে ; উহারা একই পদার্থ নয়, তথাপি এক অন্য হইতে পৃথকও নয়। চেতন প্রাণীর জন্ম এইরূপ।

"তোমরা 'আমি'র দাস, অহর্নিশি আত্মসেবায় ক্লান্ত, তোমরা সর্বদা জন্ম, বার্ধক্য, ব্যাধি ও মৃত্যুর ভয়ে পীড়িত! দিব্যবাণী শ্রবণ কর, তোমাদের নিষ্ঠুর বিধাতা নাই।

"আত্মাভিমান ভ্রান্তি, মোহ, স্বপ্ন। চক্ষুরুন্মীলন কর, জাগ্রত হও। বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ দেখ, তুমি শান্ত হইবে।

"জাগ্রত হইলে দুঃস্বপ্নের ভীতি থাকিবে না, সর্পভ্রান্ত রজ্জুর স্বরূপ অবগত হইলে কেহ ভয়-কম্পিত হইবে না।

"যিনি 'আমি'র নাস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি অস্মিতা জনিত কামনা ও বাসনা বিসর্জন দিবেন।

"পূর্বজন্ম হইতে প্রাপ্ত বস্তুতে আসক্তি, লোভ এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণতা জগতে দুঃখ ও আত্মাভিমানের জনক।

"সর্বগ্রাসী অহম্কারের বর্জন করিলে তুমি মনের যে নির্মল প্রশান্ত অবস্থা লাভ করিবে, ঐ অবস্থা তোমাকে সম্পূর্ণ শান্তি, মঙ্গল ও জ্ঞান দিবে।

"মাতা যেমন নিজের জীবন উপেক্ষা করিয়া একমাত্র সন্তানকে রক্ষা করে, সেইরূপ যিনি সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন, তিনি অবিরত সর্বপ্রাণীর মধ্যে উপচিকীর্ষার অনুশীলন করিবেন।

"তিনি সমস্ত জগতে, উর্দ্ধে, নিম্নে, চতুর্দিকে অবাধভাবে, ভেদজ্ঞানহীন হইয়া অপরিমিত উপকার বিতরণ করিবেন।

"জাগ্রত অবস্থায় মানুষ মনের এইরূপ অবস্থা অটলভাবে রক্ষা করিবে, তাহা দণ্ডায়মান হইয়াই হউক, কিম্বা পদক্ষেপে, কিম্বা উপবেশনে, কিম্বা শয়নেই হউক।

"অন্তঃকরণের এইরূপ অবস্থা সর্বোৎকৃষ্ট। ইহা নির্বাণ!

"সর্বপ্রকার গর্হিত আচরণের বর্জন, সাধুজীবন যাপন এবং অন্তঃকরণের বিশুদ্ধতা সম্পাদন, ইহাই বুদ্ধদিগের ধর্ম।"

উপদেশ সমাপ্ত হইলে মগধ নৃপতি বুদ্ধকে কহিলেন :

"দেব, অতীত কালে যখন আমি রাজকুমার ছিলাম, তখন আমি পঞ্চবিধ বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিতাম। আমার প্রথম বাসনা—আমি যেন নৃপতি হইতে পারি, সে বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। আমার দ্বিতীয় বাসনা—আমার রাজত্বকালে ভগবান বুদ্ধ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া যেন আমার রাজ্যে আগমন করেন; সে বাসনা আমার পূর্ণ হইয়াছে। আমার তৃতীয় বাসনা—আমি যেন তাঁহার পূজা করিতে পাই; এইক্ষণে সে বাসনা আমার পূর্ণ হইল। আমার চতুর্থ বাসনা—আমি যেন পুণ্যাত্মার নিকট ধর্মোপদেশ প্রাপ্ত হই; এইক্ষণে সে বাসনাও আমার পূর্ণ হইল। আমার পঞ্চম বাসনা, সর্বোচ্চ বাসনা—আমি যেন বুদ্ধের ধর্ম উপলব্ধি করিতে পারি, এই বাসনাও পূর্ণ হইয়াছে।

"মহিমান্বিত দেব,! তথাগতের প্রচারিত সত্য অত্যুচ্চ মহিমা মণ্ডিত! জগৎপতি বুদ্ধ উৎপাতিতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, লুক্কায়িতকে প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি পথভ্রষ্ট পথিককে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তিনি অন্ধকারে দীপ জ্বালিয়া চক্ষুষ্মানকে দেখিবার সুযোগ দিয়াছেন।

"আমি বুদ্ধের শরণ লইলাম, আমি ধর্মের শরণ লইলাম, আমি সঙ্ঘের শরণ লইলাম।"

তথাগত তাঁহার শক্তি ও জ্ঞান প্রয়োগে অসীম আধ্যাত্মিক ক্ষমতার পরিচয় দিলেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন চিত্ত বশীভূত ও তাহাদের ঐক্য সাধন করিলেন, তিনি তাহাদিগকে সত্য দেখাইলেন ও গ্রহণ করাইলেন, সমস্ত রাজ্যে পুণ্যের বীজ রোপিত হইল।

নৃপতির দান

নৃপতি বুদ্ধের শরণ লইয়া পরদিন তাঁহার নিকট আহার করিবার জন্য বুদ্ধ ও ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

প্রাতে বিম্বিসার পুণ্যাত্মার নিকট ভোজনের সময় ঘোষণা করিয়া কহিলেন, "আপনি আমার মহত্তম অতিথি, হে জগৎপতি, আসুন, আহার প্রস্তুত।"

পুণ্যাত্মা স্বীয় পরিচ্ছদ পরিধান পূর্বক ভিক্ষাপাত্র হস্তে বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমভিব্যাহারে রাজগৃহ নগরে প্রবেশ করিলেন।

দেবরাজ শক্র তরুণ ব্রাহ্মণের বেশে নিম্নোক্ত গীত গাহিতে গাহিতে সম্মুখে চলিলেন ঃ

"যিনি আত্ম দমন শিক্ষা দিয়াছেন তিনি, এবং যাঁহারা আত্মসংযম শিক্ষা করিয়াছেন তাঁহারা, যিনি ত্রাতা এবং যাঁহারা ত্রাত, পুণ্যাত্মা এবং যাঁহারা তাঁহার নিকট শান্তি পাইয়াছেন, তাঁহারা রাজগৃহ নগরে প্রবেশ করিয়াছেন। স্বাগত, জগৎপতি বুদ্ধ! তাঁহার নাম ধন্য হউক, তাঁহাতে শরণাপন্ন সকলের মঙ্গল হউক।"

ভোজনাবসানে পুণ্যাত্মা ভিক্ষাপাত্র ধৌত করনান্তর হস্ত প্রক্ষালন করিলে নৃপতি তাঁহার নিকট উপবেশন করিলেন ঃ

"পুণ্যাত্মার বাসের জন্য কোথায় এমন স্থান নির্দেশ করি যাহা নগর হইতে বহু দূরবর্তী নয়, যে স্থান গমনাগমনের উপযোগী, তাঁহার দর্শনপ্রার্থী ব্যক্তি মাত্রেই যেখানে বিনা আয়াসে গমনক্ষম হয়, যে স্থান দিবাভাগে জনসঙ্কুল নয় এবং রাত্রিকালে নীরব, যে স্থান স্বাস্থ্যকর এবং অবসর প্রাপ্ত জীবনোপযোগী?"

"আমার প্রমোদোদ্যান বেণুবন সর্বতোভাবে উপযুক্ত। বুদ্ধ যে সঙ্ঘের নেতা ঐ সঙ্ঘকে আমি এই উদ্যান উৎসর্গ করিব।"

নৃপতি সঙ্ঘকে ঐ উদ্যান উৎসর্গ করিয়া কহিলেন, "আমার প্রার্থনা, পুণ্যাত্মা এই দান গ্রহণ করুন।"

তদন্তর পুণ্যাত্মা নীরবে সম্মতি জ্ঞাপন পূর্বক ধর্মালোচনা দ্বারা মগধ-নৃপতির অন্তঃকরণ আনন্দিত ও উন্নত করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

শারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ণ

ঐ সময়ে শারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ণ নামক দুইজন ব্রাহ্মণ ছিলেন; তাঁহারা সঞ্জয়ের শিষ্যবর্গের নেতা ছিলেন এবং ধার্মিক জীবন যাপন করিতেন। তাঁহারা পরস্পরের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে যিনি আগে নির্বাণ লাভ করিবেন তিনি অপরকে তাহা বলিবেন।

শারিপুত্র, অত্যুচ্চ আচরণসম্পন্ন মাননীয় অশ্বজিৎকে ভূমিসংলগ্নদৃষ্টি হইয়া ভিক্ষায় নিযুক্ত দেখিয়া কহিলেন, "এই শ্রমণ সত্যই যথার্থ মার্গে প্রবেশ করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব, কাহার অনুসরণ করিয়া তিনি

সংসারত্যাগী হইয়াছেন এবং তাঁহার ধর্ম-বিশ্বাস কি?" শারিপুত্র কর্তৃক সম্বোধিত হইয়া অশ্বজিৎ কহিলেন, "আমি পুণ্যাত্মা বুদ্ধের অনুসরণকারী, কিন্তু আমি নব দীক্ষিত, সুতরাং আমার অনুসৃত ধর্মের সারাংশ মাত্র আপনাকে বলিতে পারি।"

শারিপুত্র কহিলেন, "বলুন, আমি সারাংশই শুনিতে চাই।" অতঃপর অশ্বজিৎ কহিলেন, "বুদ্ধ কারণ-সম্ভূত সর্ব বস্তুর কারণ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাদের শান্তিলাভের উপায়ও নির্দেশ করিয়াছেন—ইহাই তিনি ঘোষণা করেন।"

তৎপরে শারিপুত্র মৌদ্গল্যায়ণের নিকট সমস্ত বিবৃত করিলে তাঁহারা উভয়েই বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণের সঙ্কল্প করিলেন। তদনন্তর তাঁহারা অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে তথাগতের নিকট গিয়া তাঁহার শরণ লইলেন।

তৎপরে পুণ্যাত্মা কহিলেন, "সর্ব জগতের অধীশ্বরের জ্যেষ্ঠ তনয় যেরূপ পিতার প্রধান অনুচর রূপে শাসনচক্রের প্রবর্তন করেন, শারিপুত্রও তদ্রূপ।"

জনগণের অসন্তুষ্টি

জনগণ বিরক্ত হইল। মগধ-রাজ্যের বহু সম্ভ্রান্ত যুবককে পুণ্যাত্মার নির্দেশানুসারে ধার্মিক জীবন যাপন করিতে দেখিয়া তাহারা ক্রুদ্ধ হইল এবং বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিল, "গৌতম শাক্যমুনি স্বামিগণকে স্ত্রী পরিত্যাগে প্রবৃত্ত করাইতেছেন, তিনি বংশলোপ ঘটাইতেছেন।"

ভিক্ষুগণকে দেখিয়া তাহারা তাঁহাদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, "মহান্ শাক্যমুনি মনুষ্যের চিত্ত বশীভূত করিয়া রাজগৃহ নগরে আগমন করিয়াছেন। এইবার তিনি কাহাকে শিষ্যদলভুক্ত করিবেন?"

ভিক্ষুগণ এই ঘটনা বুদ্ধের নিকট জ্ঞাপন করিলে তিনি কহিলেন, "ভিক্ষুগণ, এই অভিযোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না। ইহা সপ্তদিবস মাত্র স্থায়ী হইবে। যদি জনগণ কর্তৃক তোমরা তিরস্কৃত হও, তাহা হইলে এই কথা বলিয়া তাহাদিগকে উত্তর দিও:

"যাঁহারা তথাগত, তাঁহারা সত্য প্রচারের দ্বারা মনুষ্যকে চালিত করেন। জ্ঞানিগণের বিরুদ্ধে কে অভিযোগ করিবে? ধার্মিকের নিন্দা কে করিবে? আত্মসংযম, ন্যায়পরায়ণতা ও বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ আমাদিগের আচার্যের নির্দেশ।"

অনাথপিণ্ডিক

এই সময়ে রাজগৃহ নগরে অনাথপিণ্ডিক নামক একজন প্রভূত ধনশালী ব্যক্তি আসিয়াছিলেন। দানশীলতার জন্য তিনি 'পিতৃমাতৃহীনের প্রতিপালক এবং দরিদ্রের বন্ধু' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পৃথিবীতে বুদ্ধ অবতীর্ণ হইয়া নগরের উপকণ্ঠস্থ বেণুবনে অবস্থান করিতেছেন শুনিয়া তিনি রাত্রিকালেই পুণ্যাত্মার দর্শন মানসে যাত্রা করিলেন।

দর্শনমাত্রেই পুণ্যাত্মা অনাথপিণ্ডিকের হৃদয়ের অকৃত্রিম গুণরাশি অবলোকন করিয়া শান্তিপ্রদ পূতবাক্যে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহারা একত্রে উপবেশন করিলেন। তৎপরে অনাথপিণ্ডিক পুণ্যাত্মার মুখনিঃসৃত মধুর সত্য শ্রবণ করিলেন। বুদ্ধ কহিলেন :

"জগৎ অহরহ ব্যাপৃত, স্থৈর্যহীন; ইহাই বেদনার মূল। চিত্তের যে প্রশান্ত অবস্থায় অমরত্বের শান্তি অনুভূত হয়, ঐ অবস্থা লাভে যত্নশীল হও। আত্মা বিমিশ্র গুণসমূহের সমষ্টি মাত্র, উহা স্বপ্নের ন্যায় অসার।

"কে আমাদিগের জীবন গঠন করে? ঈশ্বর, ব্যক্তিক সৃষ্টিকর্তা? ঈশ্বর যদি সৃষ্টিকর্তা হন, তাহা হইলে সর্বপ্রাণী নীরবে স্রষ্টার ক্ষমতার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য। তাহারা কুম্ভকারের হস্তনির্মিত পাত্রের ন্যায়; যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ধর্মাচরণ কি প্রকারে সম্ভব? যদি ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্তা হইতেন তাহা হইলে দুঃখ, দুর্দৈব কিম্বা পাপের অস্তিত্ব থাকিত না; কারণ শুভ ও অশুভ উভয়বিধ কর্মই তাহা হইতে আসিবে। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে তিনি ব্যতীত অপর কারণ বিদ্যমান, অর্থাৎ তিনি স্বয়ম্ভূ নহেন। সুতরাং দেখিতেছ, ঈশ্বরের কল্পনা ভিত্তিহীন।

"ইহাও কথিত হয় যে, নির্গুণ ঈশ্বর আমাদিগের সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু যাহা নির্গুণ তাহা কারণ হইতে পারে না। চতুর্দিকস্থ সমুদয় বস্তু কারণ সম্ভূত, যেরূপ বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি; কিন্তু নির্গুণ ঈশ্বর কি প্রকারে সমভাবে সর্ববস্তুর কারণ হইতে পারেন? যদি তিনি বস্তুসমূহে ব্যাপ্ত হন তাহা হইলে ইহা নিশ্চিত যে তিনি উহাদের সৃষ্টিকর্তা নহেন।

"ইহাও কথিত হয় যে আত্মন্‌ই সৃষ্টিকর্তা। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তিনি বস্তুসমূহকে সুখপ্রদ করিয়া সৃষ্টি করেন নাই কেন? দুঃখ ও সুখের কারণ বাস্তবিক এবং বাহ্যবস্তুঘটিত। আত্মন্ কর্তৃক কি প্রকারে উহা সৃষ্ট হইতে পারে?

"পুনশ্চ, যদি বলা যায় যে সৃষ্টিকর্তা নাই, সকলই আমাদিগকে অদৃষ্ট, কার্য-কারণ ভাবের অস্তিত্ব নাই, তাহা হইলে লক্ষ্যবদ্ধ হইয়া জীবন গঠনের প্রয়োজন কি ?

"তজ্জন্য আমাদিগের মত এই যে, বস্তু মাত্রই কারণ সম্ভূত। অপিচ সগুণ কি নির্গুণ, ঈশ্বর কিম্বা আত্মন্ কিম্বা কারণহীন দৈব, সৃষ্টিকর্তা নয়। আমাদের কর্ম, শুভ ও অশুভ উভয়বিধ ফলই উৎপাদন করে।

"সমস্ত জগত কার্যকারণভাব সম্বন্ধীয় নিয়মের অধীন, এবং ক্রিয়াশীল কারণ-সমূহ অমানসিক নহে, কারণ, স্বর্ণ পাত্রবিশেষে পরিণত হইয়াও স্বর্ণই থাকে।

"ঈশ্বরের উপাসনা ও তাহার নিকট প্রর্থনা সত্য পথ নহে, ঐ ভ্রান্ত মার্গ পরিত্যাগ কর ; বৃথা অনুধ্যান ও নিস্ফল কুটতর্ক বর্জন কর ; অহম্‌কার এবং সর্বপ্রকার আত্মপরতা বিসর্জন দাও ; যেহেতু সর্ববস্তু কর্মকারণভাব সম্বন্ধীয় নিয়মদ্বারা স্থিরীকৃত, সেই হেতু মঙ্গল আচরণ কর, উহা হইতে মঙ্গলের উৎপত্তি হইবে।"

তদনন্তর অনাথপিণ্ডিক কহিলেন, "আমি বুঝিয়াছি আপনি বুদ্ধ, পরম পুরুষ, পবিত্রতার আধার ; আমার মনের দ্বার আপনার নিকট উদ্‌ঘাটিত করিব, আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার কর্তব্য সম্বন্ধে আমাকে উপদেশ দিন।

"আমার জীবন কর্মপূর্ণ, প্রভূত ধনসঞ্চয় করিয়া আমি দুশ্চিন্তা-ক্লিষ্ট। তথাপি আমার কর্মেই আমি সুখী ; আমি পূর্ণ আয়াস সহকারে উহাতে রত হই। বহুজন আমার অধীনে নিযুক্ত, তাহারা আমার ব্যবসায়ের সফলতার উপর নির্ভর করে।

"কিন্তু আপনার শিষ্যবর্গ সন্ন্যাসের সুখময় অবস্থারই প্রশংসা করেন এবং জগতের চাঞ্চল্যের নিন্দা করেন। তাহারা কহেন, পুণ্যাত্মা রাজ্য ও পৈতৃক ধনৈশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়া ধর্মমার্গ আবিষ্কার করিয়াছেন, এইরূপে তিনি সমস্ত জগতকে নির্বাণ প্রাপ্তির উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন।

"ন্যায় পথে চলিয়া সর্ব প্রাণীর মঙ্গল করণে সক্ষম হইতে আমার একান্ত বাসনা। তজ্জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমি কি ধনৈশ্বর্য, গৃহ, ব্যবসা সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া ধার্মিক জীবনের পরম সুখময় অবস্থা লাভ করিবার জন্য আপনার ন্যায় সন্ন্যাস আশ্রয় করিব ?"

বুদ্ধ উত্তর করিলেন, "মহান অষ্টাঙ্গ মার্গে প্রবিষ্ট ব্যক্তিমাত্রই ধার্মিক জীবনের

পরম সুখময় অবস্থা লাভ করিতে সক্ষম। যিনি ধনসম্পদে তাঁহার অত্যধিক আসক্ত, তাঁহার পক্ষে উহা ত্যাগ করাই শ্রেয়, কারণ উহাতে তাঁহার অন্তঃকরণ বিষাক্ত হইতে পারে ; কিন্তু অনাসক্ত হইয়া যিনি ধনের সদ্ব্যবহার করেন, তিনি সর্ব প্রাণীর মঙ্গল করণে সক্ষম।

"আমি তোমাকে কহিতেছি, তুমি জীবনের বর্তমান অবস্থা রক্ষা করিয়া আয়াস সহকারে স্বকর্মে প্রবৃত্ত হও। জীবন, ধন, কিম্বা প্রভুত্ব মনুষ্যকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করে না, ঐ বস্তুসমূহে অত্যধিক আসক্তিই তাহার দাসত্বের কারণ।

"যে ভিক্ষু স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করিবার উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগ করেন, তিনি লাভবান হইবেন না। কারণ অলস জীবন অতি ঘৃণিত এবং উদ্যমের অভাব ঘৃণ্য।

"তথাগতের ঘোষিত ধর্ম কাহাকেও সন্ন্যাস আশ্রয় করিতে কিম্বা বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে কাহাকেও সংসারত্যাগী হইতে কহে না ; তথাগতের ধর্ম প্রত্যেক মনুষ্যকে অহম্‌কারের মোহ হইতে মুক্ত হইতে, স্বীয় অন্তঃকরণের বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিতে, ভোগ সুখের তৃষ্ণা পরিহার করিতে এবং সাধু জীবন যাপন করিতে শিক্ষা দেয়।

"মানুষ যাহাই করুক, সংসারে থাকিয়া শিল্পী, বণিক এবং রাজ কর্মচারীই হউক, কিংবা সংসারত্যাগী হইয়া ধর্মচিন্তায় নিরত হউক, সর্বান্তঃকরণে তাহাকে স্বীয় কর্মে নিযুক্ত হইতে হইবে ; তাহাকে পরিশ্রম ও উদ্যমশীল হইতে হইবে। এইরূপে পদ্ম যেমন জলে উৎপন্ন ও বর্ধিত হইয়াও জলস্পৃষ্ট নহে, মানুষও যদি সেইরূপ দ্বেষ ও হিংসার বশবর্তী না হইয়া জীবন সংগ্রামে রত হয়, যদি সে অহম্‌কারের অনুসরণ না করিয়া সত্যের অনুগামী হয়, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ রূপে সে শান্তি ও পরমানন্দ অনুভব করিবে।"

দান সম্বন্ধে উপদেশ

অনাথপিণ্ডিক পুণ্যাত্মার বাক্যে আনন্দিত হইয়া কহিলেন, "আমি কোশলের রাজধানী শ্রাবস্তি নগরে বাস করি। ঐ রাজ্য ফল-শস্যপূর্ণ এবং তথায় শান্তি বিরাজ করিতেছে। প্রসেনজিৎ তথাকার রাজা, প্রজাবর্গের মধ্যে ও নিকটস্থ স্থানসমূহে তাঁহার নাম বিদিত। আমি ঐ স্থানে একটি বিহার প্রতিষ্ঠা করিব, ঐ বিহার ভবদীয় সঙ্ঘের ধর্মানুশীলনের স্থান হইবে ; আমার প্রার্থনা আপনি দয়া করিয়া উহা গ্রহণ করুন।"

বুদ্ধদেব অনাথপ্রতিপালকের হৃদয়ের অন্তরে প্রবেশ করিলেন ; নিঃস্বার্থ দানই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ইহা অবগত হইয়া বুদ্ধ ঐ দান গ্রহণে সম্মত হইয়া কহিলেন :

"দানশীল মনুষ্য সকলেরই প্রিয় ; তাঁহার বন্ধুত্ব অতি মূল্যবান বিবেচিত হয় ; মৃত্যুতে তাঁহার অন্তঃকরণ বিশ্রান্ত ও আনন্দপূর্ণ, কারণ তাঁহার অনুতাপ নাই ; তিনি পুরস্কারের মুকুলিত পুষ্প ও তৎপ্রসূত ফল লাভ করেন।

"অনুধাবন করা কঠিন : নিজের খাদ্য বিতরণ করিয়া আমরা অধিক শক্তি প্রাপ্ত হই, নিজের বস্ত্র অপরকে দান করিয়া আমরা অধিকতর সৌন্দর্যশালী হই, বিশুদ্ধ ও সত্যের জন্য আবাসের প্রতিষ্ঠা করিয়া আমরা বৃহৎ ধনভাণ্ডারের অধিকারী হই।

"দানের উপযুক্ত সময় ও প্রণালী আছে ; বীর্যবান যোদ্ধা যেরূপ যুদ্ধ যাত্রা করেন, দান করিতে সমর্থ ব্যক্তিও তদ্রূপ। তিনি সমর্থ যোদ্ধার ন্যায়, তিনি শক্ত ও সমরকুশল বীর।

"প্রীতি ও করুণা প্রণোদিত হইয়া ভক্তির সহিত তিনি দান করেন এবং হৃদয় হইতে সর্ব প্রকার দ্বেষ, হিংসা ও ক্রোধ দূর করেন। দানশীল ব্যক্তি মুক্তির মার্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন। বাল-বৃক্ষ রোপণকারী মনুষ্য যেরূপ ভবিষ্যতে উহার ছায়া, পুষ্প ও ফল উপভোগ করে, তিনিও তদ্রূপ। দানের ফলও সেইরূপ ; ক্লিষ্টের সাহায্যকারীর আনন্দও তদ্রূপ ; নির্বাণও তদ্রূপ।

"নিরবচ্ছিন্ন করুণা অমরত্বের পথপ্রদর্শী ; করুণা ও দানে পূর্ণতা সাধিত হয়।"

অনাথপিণ্ডিক কোশলে প্রত্যাবর্তন কালে, বিহার নির্মাণার্থে রম্য স্থান নির্বাচন করিবার জন্য শারিপুত্রকে তাঁহার সমভিব্যাহারে যাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন।

বুদ্ধের পিতা

বুদ্ধের রাজগৃহ নগরে অবস্থান কালে পিতা শুদ্ধোদন তাহার নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন। উহাতে কহিলেন :

"মৃত্যুর পূর্বে আমি পুত্রকে দেখিবার বাসনা করি। অপরে তাহার ধর্মমত গ্রহণ করিয়া লাভবান হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার পিতা কিম্বা আত্মীয় স্বজনের সে সুযোগ ঘটে নাই।"

সংবাদ-বাহক কহিল, "জগৎপূজিত তথাগত! মৃণাল যেরূপ সূর্যোদয়ের অপেক্ষা করে, আপনার পিতাও সেইরূপ আপনার প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন।"

পুণ্যাত্মা পিতার অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইয়া কপিলবস্তু যাত্রা করিলেন। অবিলম্বে বুদ্ধের জন্মভূমিতে ঘোষিত হইল, "রাজকুমার সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ ও সন্ন্যাস আশ্রয় পূর্বক স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছেন।"

শুদ্ধোদন, আত্মীয়গণ ও মন্ত্রীবর্গ সমভিব্যাহারে রাজকুমারের অভ্যর্থনার জন্য বহির্গমন করিলেন। নৃপতি দূর হইতে পুত্র সিদ্ধার্থকে দেখিয়া তাঁহার সৌন্দর্যে ও মহত্ত্বে চমকিত হইলেন; অন্তরে আনন্দ অনুভব করিয়াও তাঁহার বাক্যস্ফূর্তি হইল না।

সত্যই তাঁহার পুত্র, ইহা সিদ্ধার্থের অবয়ব। মহান শ্রমণ তাঁহার অন্তরের কত নিকটে, তথাপি তাঁহাদের মধ্যে কত ব্যবধান! মহামুনি আর তাঁহার পুত্র সিদ্ধার্থ নহেন; তিনি বুদ্ধ, পুণ্য পুরুষ, পবিত্রতার আধার, মূর্ত সত্য, মনুষ্যের শিক্ষক।

নৃপতি শুদ্ধোদন পুত্রের ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ রথ হইতে অবতরণ পূর্বক পুত্রকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "সাত বৎসর তোমাকে দেখি নাই। পুনর্দর্শনের তীব্র বাসনা এতদিন হৃদয়ে পুষিয়া আসিতেছি।"

বুদ্ধ পিতার সম্মুখে আসন গ্রহণ করিলে, নৃপতি সতৃষ্ণ নয়নে পুত্রকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পুত্রকে নাম ধরিয়া ডাকিতে তাঁহার অতিশয় ইচ্ছা হইতেছিল, কিন্তু তাঁহার সাহস হইল না। তিনি নীরবে অন্তরে অন্তরে কহিলেন, "সিদ্ধার্থ, বৃদ্ধ পিতার নিকট ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় তাঁহার পুত্র হও।" কিন্তু পুত্রের দৃঢ় সংকল্প দেখিয়া তিনি মনোভাব দমন করিলেন, নৈরাশ্য তাঁহাকে অভিভূত করিল।

এইরূপে পিতা ও পুত্র পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া বসিয়া রহিলেন। নৃপতি দুঃখে আনন্দ এবং আনন্দে দুঃখ অনুভব করিলেন। পুত্র তাঁহার গৌরব, কিন্তু ঐ মহান পুত্র তাঁহার উত্তরাধিকারী হইবে না এই চিন্তায় তাঁহার গৌরব চূর্ণ হইয়া গেল।

"আমি আমার রাজ্য তোমাকে দান করিতে প্রস্তুত," নৃপতি কহিলেন, "কিন্তু রাজ্যৈশ্বর্য তোমার নিকট ভস্মের ন্যায়।"

বুদ্ধ কহিলেন, "আমি জানি নৃপতির হৃদয় স্নেহপূর্ণ এবং পুত্রের নিমিত্ত তিনি গভীর শোকে আচ্ছন্ন। কিন্তু যে স্নেহের বন্ধন আপনাকে হৃত পুত্রে

বদ্ধ করিয়াছে, ঐ স্নেহ সমভাবে সর্ব প্রাণীতে ব্যাপ্ত হইলে আপনি সিদ্ধার্থ অপেক্ষা মহত্তর পুত্র লাভ করিবেন; আপনি বুদ্ধকে প্রাপ্ত হইবেন যে বুদ্ধ সত্যের শিক্ষক, সদাচারের প্রবর্তক; নির্বাণের শান্তি আপনার অন্তরে প্রবেশ করিবে।"

পুত্রের মধুর বাণী শ্রবণ করিয়া শুদ্ধোদন আনন্দে কম্পিত কলেবর হইলেন। তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে যুক্তকরে কহিলেন, "অত্যাশ্চর্য পরিবর্তন! দুঃসহ দুঃখের অবসান হইয়াছে। আমার হৃদয় দুঃখভারাক্রান্ত ছিল কিন্তু এক্ষণে আমি তোমার ত্যাগের ফল ভোগ করিতেছি। অত্যুচ্চ সহানুভূতি-প্রণোদিত হইয়া রাজৈশ্বর্য বিসর্জন দিয়া তুমি যে তোমার মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছ, ইহা তোমার উপযুক্ত হইয়াছে। সত্যের সন্ধান পাইয়া তুমি এক্ষণে মুক্তি প্রয়াসী সর্ব জগতের নিকট অমরত্বের দ্বার উদ্ঘাটন কর।"

নৃপতি প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিলেন, বুদ্ধ নগরের সম্মুখস্থ অরণ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

যশোধরা

পরদিন প্রাতে বুদ্ধ ভিক্ষাপাত্র হস্তে ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন। চতুর্দিকে সংবাদ প্রচারিত হইল: "যে রাজকুমার সিদ্ধার্থ রক্ষীবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া রথারোহণে নগরে ভ্রমণ করিতেন, তিনিই নগরের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেছেন। তাঁহার পরিধানে গৈরিক বসন, হস্তে মৃণ্ময় ভিক্ষাপাত্র।"

বিস্ময়কর জনরব শ্রবণ করিয়া নৃপতি অতি ত্বরায় বুদ্ধের নিকট আসিয়া কহিলেন: "তুমি কেন আমায় এইরূপে কলঙ্কিত করিতেছ? তুমি কি জান না যে, আমি অতি সহজেই তোমার ও তোমার ভিক্ষুদিগের আহারের সংস্থান করিতে পারি?"

বুদ্ধ উত্তর দিলেন, "ইহা আমার বংশগত প্রথা।"

নৃপতি কহিলেন: "তাহা কি প্রকারে সম্ভব? তুমি রাজবংশ সম্ভূত, তোমার পূর্বপুরুষদের কেহই খাদ্যের জন্য ভিক্ষা করেন নাই।"

"মহারাজ," বুদ্ধ উত্তর করিলেন, "আপনি ও আপনার বংশ রাজ-কুলোৎপন্ন; পূর্বতন বুদ্ধগণ হইতে আমার উৎপত্তি, তাঁহারা ভিক্ষালব্ধ খাদ্যে জীবন ধারণ করিতেন।"

নৃপতি কোন উত্তর করিলেন না। বুদ্ধ পুনরপি কহিলেন, "রাজন্, কেহ

লুক্কায়িত ধনভাণ্ডার আবিষ্কার করিলে, সর্বাপেক্ষা মূল্যবান রত্ন স্বীয় পিতাকে উপহার দিবার প্রথা আছে। তজ্জন্য, ধর্মরূপ আমার এই রত্নভাণ্ডার আপনার নিকট উন্মুক্ত করিতে অনুমতি দিন এবং এই রত্নটি আমার নিকট হইতে গ্রহণ করুন।"

তদনন্তর বুদ্ধ নিম্ন লিখিত কথাগুলি শ্লোকে আবৃত্তি করিলেন :—

"অবিলম্বে জাগরিত হইয়া সত্যের সম্মুখে
মনের দ্বার উদ্ঘাটন কর। পবিত্রতার আচরণে
অনন্ত আনন্দ লাভ করিবে।"

তৎপরে নৃপতি রাজকুমারকে লইয়া প্রাসাদে গমন করিলে মন্ত্রীবর্গ ও রাজ-পরিবারস্থ সকলে প্রভূত সম্মানের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন কিন্তু রাহুলের মাতা যশোধরা আসিলেন না। নৃপতি যশোধরাকে আসিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু যশোধরা উত্তর করিলেন, "যদি আমি শ্রদ্ধার পাত্রী হই, সিদ্ধার্থ নিশ্চয়ই আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।"

পুণ্যাত্মা আত্মীয় ও মিত্রবর্গের সম্ভাষণান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যশোধরা কোথায়?" যশোধরা আসিতে অস্বীকার করিয়াছেন শুনিবামাত্র তিনি পত্নীর কক্ষে গমন করিলেন।

বুদ্ধ শিষ্যদ্বয় শারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ণকে রাজপুত্রীর কক্ষে লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, "আমি মুক্ত, কিন্তু রাজপুত্রী এখনও মুক্ত হন নাই। বহুদিন আমার দর্শনাভাবে তিনি অতিশয় শোকাকুলা। তাঁহার শোককে স্বাভাবিক গতির অনুবর্তী হইতে বাধা প্রদান করিলে তাঁহার অন্তঃকরণ আসক্তিমুক্ত হইবে না। যদি তিনি তথাগতকে স্পর্শ করেন, তাঁহাকে বাধা দিও না।"

যশোধরা স্বীয় কক্ষে বসিয়া ছিলেন। তাঁহার পরিধানে সামান্য পরিচ্ছদ, তাঁহার কেশ কর্তিত। সিদ্ধার্থ প্রবেশ করিলে, রাজপুত্রীর গভীর প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া তাঁহাকে অধীর করিল।

তাঁহার দয়িত যে সত্যের প্রচারক জগতপতি বুদ্ধ, ইহা বিস্মৃত হইয়া তিনি বুদ্ধের পাদস্পর্শ করিয়া অগণ্য অশ্রুধারা মোচন করিলেন।

কিন্তু শুদ্ধোদনের উপস্থিতি স্মরণ করিয়া তিনি লজ্জিত হইলেন, পরে উত্থান করিয়া নিকটে বিনীতভাবে উপবেশন করিলেন।

নৃপতি রাজকুমারীর সমর্থনে কহিলেন, "যশোধরার গভীর প্রেমই ইহার

কারণ, ইহা অস্থায়ী উচ্ছ্বাসমাত্র নহে। সাত বৎসর হইল সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করিয়াছেন, এই সাত বৎসর যাবৎ সিদ্ধার্থের মস্তক মুণ্ডনের সংবাদ পাইয়া তিনিও স্বীয় মস্তক মুণ্ডন করিয়াছেন; সিদ্ধার্থ সুগন্ধি দ্রব্য ও অলঙ্কারাদি পরিত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়া তিনিও ঐ সমুদয় বর্জন করিয়াছেন। স্বামীর ন্যায় তিনিও নির্দিষ্ট সময়ে সামান্য মৃণ্ময় পাত্রে আহার করিয়াছেন। সিদ্ধার্থের ন্যায় তিনিও উত্তম বস্ত্রাচ্ছাদিত উচ্চাসন পরিহার করিয়াছেন, এবং অপরাপর রাজকুমারগণ তাঁহার পাণিপ্রার্থী হইলে তিনি উত্তর দিয়াছেন, যে, তিনি সিদ্ধার্থেরই! অতএব, তাঁহাকে ক্ষমা কর।"

তৎপরে বুদ্ধ সপ্রেমে যশোধরার সহিত বাক্যালাপ করিলেন। কথোপকথন কালে যশোধরা যে তাঁহার পূর্ব পূর্ব জন্ম হইতে পুণ্যরাশি সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহাও তিনি বিবৃত করিলেন। এমন কি অতীত জীবনে তিনি যশোধরা কর্তৃক প্রভূতরূপে উপকৃত হইয়াছেন। বোধিসত্ত্ব যখন মানবের উচ্চতম লক্ষ্য বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির চেষ্টায় নিরত ছিলেন, সেই সময় যশোধরার পবিত্রতা, তাঁহার বিনয়, তাঁহার ধর্মানুরাগ বোধিসত্ত্বের নিকট অমূল্য প্রতীয়মান হইয়াছিল। যশোধরার ধর্মানুরাগ এত প্রবল ছিল যে, তিনি বুদ্ধের পত্নী হইবার বাসনা করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার কর্ম এবং বহু পুণ্যের ফল। তাঁহার শোক বর্ণনাতীত; কিন্তু তাঁহার পূর্ব জন্মার্জিত সুকৃতির গরিমা এবং ইহজন্মের পবিত্র জীবন অমোঘ ঔষধির ন্যায় সমস্ত সন্তাপকে স্বর্গীয় আনন্দে পরিণত করিবে।

রাহুল

কপিলবস্তুর বহুজন বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করিল। তরুণ বয়স্কদিগের মধ্যে যাঁহারা সঙ্ঘভুক্ত হইলেন তাঁহাদিগের মধ্যে প্রজাপতির পুত্র, সিদ্ধার্থের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আনন্দ, তাঁহার পিতৃস্বসাপুত্র শ্যালক দেবদত্ত, এবং অনুরুদ্ধ নামক একজন দার্শনিক ছিলেন। আনন্দ বুদ্ধের অতি প্রিয় ছিলেন; শিষ্যবর্গের মধ্যে বুদ্ধ তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা স্নেহ করিতেন; তিনি গভীর ধীশক্তি সম্পন্ন ও বিনয়ী ছিলেন এবং তথাগতের নির্বাণ প্রাপ্তির সময় পর্যন্ত তিনি সর্বদা তাঁহার নিকটে অবস্থান করিয়াছিলেন।

কপিলবস্তুতে আগমনের পর সপ্তম দিবসে, যশোধরা সপ্তবর্ষীয় রাহুলকে রাজপুত্রোচিত বেশভূষায় সুশোভিত করিয়া তাহাকে কহিলেন:

"এই যে সাধু দেখিতেছ, যিনি ব্রহ্মার ন্যায় গৌরবান্বিত প্রতীয়মান হইতেছেন, ইনি তোমার পিতা। তিনি বৃহৎ চতুর্বিধ ধনভাণ্ডারের অধীশ্বর, ঐ ভাণ্ডার আমি এখনও দেখি নাই। তাঁহার নিকট গমন করিয়া ঐ ভাণ্ডার প্রার্থনা কর, যেহেতু পুত্র পিতার সম্পদের অধিকারী।"

রাহুল উত্তর করিলেন, "আমি পিতা জানি না, একমাত্র নৃপতিকেই জানি। আমার পিতা কে?"

রাজপুত্রী বালককে ক্রোড়ে লইয়া গবাক্ষ হইতে বুদ্ধকে নির্দেশ করিলেন, ঐ সময়ে বুদ্ধ আহার করিতেছিলেন।

রাহুল বুদ্ধের নিকট গমন পূর্বক তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নির্ভয়ে এবং সস্নেহে কহিলেন:

"পিতা!"

নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি পুনরায় কহিলেন, "শ্রমণ, তোমার ছায়াও পরম শান্তিপ্রদ।"

আহার সমাপ্ত হইলে, তথাগত বালককে আশীর্বাদ করিয়া প্রাসাদ ত্যাগ করিলেন, কিন্তু রাহুল তাঁহার অনুসরণ করিয়া পিতার নিকট উত্তরাধিকার প্রার্থনা করিলেন।

বালককে কেহই নিষেধ করিল না, বুদ্ধ নিজেও করিলেন না।

তৎপরে বুদ্ধ শারিপুত্রের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "আমার পুত্র উত্তরাধিকারের প্রার্থী। যে ধন অচিরে ধ্বংস-প্রাপ্ত হইবে, সে ধন আমি তাহাকে দিব না, উহা কেবলমাত্র উদ্বেগ ও দুঃখ আনয়ন করিবে; কিন্তু আমি তাহাকে পবিত্র জীবনের উত্তরাধিকার দিতে সক্ষম, উহা অক্ষয় ভাণ্ডার।"

সর্বান্তকরণে রাহুলকে সম্বোধন করিয়া বুদ্ধ কহিলেন, "স্বর্ণ, রৌপ্য ও রত্নাদি আমার নাই। কিন্তু তুমি যদি অক্ষয় ভাণ্ডারের প্রার্থী হও এবং উহা বহন ও রক্ষা করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে চতুরঙ্গ সত্যের অধিকারী করিব, উহা তোমাকে অষ্টাঙ্গ ধর্মমার্গ শিক্ষা দিবে। মনের উন্নতি সাধন পূর্বক সর্বোত্তম অবস্থা লাভের নিমিত্ত যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তুমি তাঁহাদের সঙ্ঘভুক্ত হইবে কি?"

রাহুল দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিলেন, "হইব।"

রাহুল ভিক্ষুসঙ্ঘভুক্ত হইয়াছেন শুনিয়া নৃপতি শোকার্ত হইলেন। তিনি পূর্বেই সিদ্ধার্থ ও আনন্দ, দুই পুত্র এবং ভাগিনেয় দেবদত্তকে হারাইয়া ছিলেন।

এইবার পৌত্রকে হারাইয়া তিনি বুদ্ধের নিকট গিয়া অভিযোগ করিলেন। তদনন্তর বুদ্ধ অঙ্গীকার করিলেন যে, অতঃপর কোন অপ্রাপ্তবয়স্ককে তাহার পিতামাতা কিম্বা অভিভাবকের অনুমতি না লইয়া অভিষিক্ত করিবেন না।

জেতবন

দরিদ্রের বন্ধু পিতৃমাতৃহীনের প্রতিপালক অনাথপিণ্ডিক গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া যুবরাজ জেতের উদ্যান দেখিলেন। ঐ উদ্যান হরিদ্বর্ণ কুঞ্জবন এবং স্বচ্ছ জলাশয়-শোভিত। অনাথপিণ্ডিক চিন্তা করিলেন, "বুদ্ধের সঙ্ঘের জন্য বিহার প্রতিষ্ঠার ইহাই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান।" তৎপরে তিনি রাজপুত্রের নিকট গিয়া উদ্যানটি ক্রয় করিবার প্রার্থনা করিলেন।

রাজকুমার উদ্যানটি বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না, তিনি উহা অতিশয় মূল্যবান বিবেচনা করিতেন। প্রথমে বিক্রয় করিতে অস্বীকার করিয়া তিনি অবশেষে কহিলেন, "যদি তুমি উদ্যান স্বর্ণে আচ্ছাদিত করিতে পার, তাহা হইলে উহা পাইবে, অপর কোন মূল্য আমি গ্রহণ করিব না।"

অনাথপিণ্ডিক সানন্দে স্বর্ণ বিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু জেত কহিলেন, "আপনি আর কষ্ট করিবেন না, কারণ আমি বিক্রয় করিব না।" কিন্তু অনাথপিণ্ডিক রাজপুত্রকে অঙ্গীকার পালন করাইতে দৃঢ় সংকল্প। এইরূপে তাঁহাদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে উভয়ে বিচারকের নিকট গমন করিলেন।

ইত্যবসরে প্রজাবর্গ এই অসাধারণ বিরোধের বিষয়ে আন্দোলন আরম্ভ করিল। রাজকুমার সবিশেষ অবগত হইয়া যখন জানিলেন যে, অনাথপিণ্ডিক প্রভূত ধনশালী এবং সরলচিত্ত ও সাধু, তখন তিনি অনাথপিণ্ডিকের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলেন। বুদ্ধের নাম শ্রবণ করিয়া বিহার প্রতিষ্ঠায় স্বয়ং যোগ দিবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইলেন। রাজকুমার অর্ধেক স্বর্ণমাত্র গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "ভূমি তোমার, কিন্তু বৃক্ষসমূহ আমার। আমার নিজের অংশের বৃক্ষগুলিকে আমি বুদ্ধের নিকট উৎসর্গ করিব।"

তদনন্তর অনাথপিণ্ডিক ভূমি ও জেত বৃক্ষ গ্রহণ করিলেন এবং উভয়ে ঐ সমুদয় শারিপুত্রের হস্তে রক্ষার ভার দিলেন।

ভিত্তি স্থাপিত হইলে, মন্দির নির্মাণ আরম্ভ হইল। সুউচ্চ মন্দির বুদ্ধের নির্দেশানুসারে নির্মিত হইল; উহা যথোপযুক্ত অলঙ্কারে সুন্দর রূপে সজ্জিত হইল।

এই বিহারের নাম জেতবন হইল এবং অনাথপিণ্ডিক বুদ্ধকে শ্রাবস্তিতে আসিয়া দান গ্রহণে আহ্বান করিলেন। বুদ্ধ কপিলবস্তু ত্যাগ করিয়া শ্রাবস্তি আগমন করিলেন।

মহাপুরুষ যখন জেতবনে প্রবেশ করিলেন, তখন অনাথপিণ্ডিক পুষ্প নিক্ষেপ ও ধূপ ধূনাদি প্রজ্জ্বলিত করিলেন, এবং দানের চিহ্ন স্বরূপ স্বর্ণকলস হইতে বারি সেক করিয়া কহিলেন, "সঙ্ঘভুক্ত সর্ব জগতের ভ্রাতৃগণকে এই জেতবন বিহার আমি উৎসর্গ করিলাম।"

বুদ্ধ দান গ্রহণ করিয়া কহিলেশ, "সর্ব প্রকার অমঙ্গল দূর হউক, এই দান হইতে পুণ্যরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হউক, ইহা মানব সাধারণের এবং বিশেষতঃ দাতার চিরন্তন মঙ্গলস্বরূপ হউক।"

তৎপরে রাজা প্রসেনজিৎ বুদ্ধের আগমনবার্তা শ্রবণ করিয়া রাজকীয় যানারোহণে জেতবন বিহারে গমনপূর্বক যুক্তকরে বুদ্ধকে অভিবাদনান্তে কহিলেন ঃ

"আমার অযোগ্য ও অজ্ঞাত রাজ্য ঈদৃশ সৌভাগ্যে আজ ধন্য হইল। কারণ জগতপতি, ধর্মরাজ, সত্যপতি বর্তমানে এই রাজ্যের কোন অশুভ ঘটিতে পারে না।

"আপনার পবিত্র বদন দর্শন করিলাম, এইবার আপনার উপদেশের সঞ্জীবনী বারি পান করিব।

"পার্থিব সম্পদ ক্ষণস্থায়ী ও ক্ষণবিধ্বংসী, ধর্মসম্পদ অনন্ত ও অক্ষয়। গৃহী নৃপতি হইয়াও ক্লিষ্ট, কিন্তু সদাচারী সাধারণ মনুষ্যও মানসিক শান্তি সম্পন্ন।"

নৃপতির লোভ ও ভোগাসক্ত হৃদয়ের ভাব অবগত হইয়া এবং উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া বুদ্ধ কহিলেন ঃ

"যাহারা কুকর্মের দ্বারা হীনজন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারাও ধর্মানুরক্ত মনুষ্য দেখিয়া তাঁহাকে সম্মান করে। একজন স্বাধীন নৃপতি, যিনি পূর্বজন্মে বহু পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন, তিনি বুদ্ধের সম্মুখীন হইলে, অবশ্যই অধিকতর সম্মানপরবশ হইবেন।

"এক্ষণে আমি সংক্ষেপে ধর্মার্থ প্রকাশ করিব। মহারাজ, আমার বাক্য মনোযোগপূর্বক শ্রবণ ও পরীক্ষা করুন।

"আমাদিগের কুকর্ম ও সুকর্ম অবিশ্রান্তভাবে ছায়ার ন্যায় আমাদের অনুসরণ করে।

"প্রেমার্দ্র হৃদয় সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়।

"পিতা একমাত্র পুত্রকে যে চক্ষে দেখিয়া থাকে, আপনি প্রজাবর্গকেও সেই চক্ষে দেখিবেন। তাহাদিগকে উৎপীড়ন অথবা বিনাশ করিবেন না; দেহের প্রত্যেক অঙ্গকে সংযত রাখিবেন, ভ্রান্তমত পরিত্যাগ করিবেন, সরল মার্গে বিচরণ করিবেন; অপরকে পদদলিত করিয়া নিজের গৌরব বৃদ্ধি করিবেন না। ক্লিষ্টের স্বস্তিদায়ক ও মিত্র হইবেন।

"রাজ্যৈশ্বর্যের উপর অযথা মনোনিবেশ করিবেন না, তোষামোদকারীর মিষ্ট বাক্যে কর্ণপাত করিবেন না।

"আমাদিগের চতুর্দিকে জন্ম, বার্ধক্য, ব্যাধি ও মৃত্যুর শৈল প্রাচীর, সত্যধর্মের আচরণ করিয়াই আমরা এই দুঃখের পর্বত উল্লঙ্ঘন করিতে পারিব।

"অতএব অন্যায় আচরণে কি লাভ?

"জ্ঞানী মাত্রেই দেহজনিত ভোগ সুখকে ঘৃণা করেন। তাঁহারা কামনায় বিতৃষ্ণ হইয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রার্থী হন।

"বৃক্ষ যখন জ্বলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে, তখন পক্ষিগণ কি প্রকারে তথায় অবস্থান করিতে পারে? যেখানে রিপুসমূহের আতিশয্য, সেখানে সত্যের অবস্থিতি অসম্ভব। যাঁহার এই জ্ঞান নাই, তিনি বিদ্বান এবং জ্ঞানী বলিয়া প্রশংসিত হইলেও অজ্ঞানী।

"যিনি এই জ্ঞান সম্পন্ন, যথার্থ প্রজ্ঞা তাঁহাতে প্রতিভাত হয়। এই জ্ঞানের প্রাপ্তি একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই জ্ঞানকে অবহেলা করিলে জীবন বৃথা।

"সর্ব সম্প্রদায়ের উপদেশ ইহাতেই কেন্দ্রীভূত হইবে, কারণ ইহা ব্যতীত বিচারশক্তি অসম্ভব।

"এই সত্য কেবলমাত্র সন্ন্যাসীর জন্য নয়; ইহা ভিক্ষু ও গৃহী সমভাবে সকল মনুষ্যের জন্য। সঙ্ঘভুক্ত ভিক্ষু এবং পরিজনবেষ্টিত গৃহীর মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। ভিক্ষু হইয়াও নিরয়গামী হওয়া যেমন সম্ভব, সামান্য গৃহস্থের পক্ষেও সেই রূপ ঋষিত্ব প্রাপ্তি সম্ভব।

"কামনার স্রোত সকলের পক্ষে সমান বিপজ্জনক; ইহাতে সমস্ত জগৎ ভাসিয়া যায়। ইহার আবর্তে যে পড়িবে, তাহার আর উদ্ধার নাই। কিন্তু জ্ঞান ঐ আবর্তে তরণী স্বরূপ, বিচারণা ঐ তরণীর কর্ণ। শত্রু মারের আক্রমণ হইতে আত্মাকে রক্ষা করিবার জন্য ধর্ম মানুষকে আহ্বান করিতেছে।

"কর্মফল হইতে মুক্তি অসম্ভব, সুতরাং সুকর্মের আচরণই শ্রেয়ঃ।

"মন্দ হইতে দূরে থাকিবার জন্য চিন্তাসমূহকে সংযত করা আবশ্যক, কারণ যাহা রোপিত হয়, তাহাই সংগৃহীত হয়।

"আলোক হইতে অন্ধকারে এবং অন্ধকার হইতে আলোকে গমন সম্ভব। অন্ধকার হইতে অধিকতর অন্ধকারে এবং প্রত্যূষের আলোক হইতে দিবসের আলোকে প্রবেশ করাও সম্ভব। জ্ঞানী প্রাপ্ত আলোকের সাহায্যে অধিকতর আলোক লাভ করিবেন; তিনি অবিরত সত্যের জ্ঞানাভিমুখে অগ্রসর হইবেন।

"সাধু আচরণ ও বিচারশক্তির অনুশীলন দ্বারা যথার্থ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করুন; পার্থিব সম্পদের নিষ্ফলতা গভীরভাবে চিন্তা করুন, জীবনের অনিশ্চয়তা অনুধাবন করুন।

"মনকে উন্নত করুন, দৃঢ় সংকল্পের সহিত সত্যের অনুগামী হউন; রাজোচিত আচরণ পালন করুন, বাহ্য বস্তুতে সুখান্বেষণ করিবেন না, নিজের মনে করিবেন। এইরূপে যুগযুগান্তরে আপনার নাম ব্যাপ্ত হইবে ও আপনি তথাগতের অনুগ্রহ লাভ করিবেন।"

নৃপতি ভক্তিসহকারে বুদ্ধের বাক্য শ্রবণ করিয়া উহা হৃদয়ে পোষণ করিলেন।

বৌদ্ধধর্মের সুপ্রতিষ্ঠা

চিকিৎসক জীবক

পুণ্যাত্মার বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির বহু পূর্বে মুক্তি প্রার্থীদিগের আত্মনিগ্রহ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। দৈহিক প্রয়োজনসমূহ হইতে এবং অন্তে দেহ হইতে আত্মার মুক্তিই তাঁহাদের চরম লক্ষ্য ছিল। তজ্জন্য খাদ্য, বাসস্থান এবং পরিচ্ছদ ভোগানুকূল বিবেচিত হইলে তাঁহারা উহা বর্জন করিয়া বন্য পশুর ন্যায় বাস করিতেন। কেহ কেহ নগ্নাবস্থায় বিচরণ করিতেন, কেহ কেহ শ্মশানে কিম্বা গোময় স্তূপে নিক্ষিপ্ত ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিতেন।

মহাপুরুষ সংসার ত্যাগ করিয়া অবিলম্বে নগ্ন তপস্বীদিগের ভ্রম বুঝিয়াছিলেন। উঁহাদের আচারের অশিষ্টতা চিন্তা করিয়া তিনি পরিত্যক্ত ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন।

বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া এবং অনাবশ্যক কঠোরতা পরিত্যাগ করিয়া মহাপুরুষ ও তাঁহার ভিক্ষুগণ বহুদিন পর্যন্ত শ্মশানে ও গোময় স্তূপে ত্যক্ত ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন।

অবশেষে ভিক্ষুগণ নানাপ্রকার রোগগ্রস্ত হইলে বুদ্ধ তাঁহাদিগকে ঔষধ ব্যবহার করিতে অনুমতি ও আদেশ করিলেন। প্রয়োজন হইলে প্রলেপ দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতেও আদেশ করিলেন।

জনৈক ভিক্ষুর পাদদেশে ক্ষত হওয়ায় বুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে পাদুকা পরিধানের আদেশ করিলেন।

পরে বুদ্ধ স্বয়ং রোগগ্রস্ত হইলে, আনন্দ নৃপতি বিম্বিসারের চিকিৎসক জীবকের নিকট গমন করিলেন। বুদ্ধে বিশ্বাসী জীবক ঔষধাদি দ্বারা মহাপুরুষের দেহ সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত করিলেন।

ঐ সময়ে উজ্জয়িনীর রাজা প্রদ্যোত পাণ্ডু-রোগগ্রস্ত হইয়া জীবকের চিকিৎসাধীন হইলেন। প্রদ্যোত নিরাময় হইয়া জীবককে উৎকৃষ্ট বস্ত্র-নির্মিত পরিচ্ছদ প্রেরণ করিলেন। জীবক মনে মনে কহিলেন। "এই পরিচ্ছদ সর্বোৎকৃষ্ট বস্ত্রে প্রস্তুত, মহাপুরুষ বুদ্ধ কিম্বা মগধের নৃপতি বিম্বিসার ভিন্ন অন্য কেহ ইহা লাভ করিবার উপযুক্ত নয়।"

তৎপরে জীবক ঐ পরিচ্ছদ লইয়া বুদ্ধের সন্নিধানে গমন করিলেন। বুদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ও সসম্মানে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া, জীবক তাঁহার নিকট উপবেশন করিয়া কহিলেন, "দেব, আমি আপনার নিকট একটি বর প্রার্থনা করি।"

বুদ্ধ উত্তর করিলেন, "জীবক, যাঁহারা তথাগত, তাঁহারা প্রার্থিত বর না জানিয়া দান করেন না।" জীবক কহিলেন, "দেব, ইহা ন্যায্য ও বাধাহীন প্রার্থনা।"

বুদ্ধ কহিলেন, "প্রকাশ কর।"

জীবক কহিলেন, "জগৎপতি, আপনি ও আপনার ভিক্ষুগণ গোময় স্তূপে অথবা শ্মশানে নিক্ষিপ্ত ছিন্ন বস্ত্র হইতে প্রস্তুত পরিচ্ছদ পরিধান করেন। কিন্তু এই পরিচ্ছদ নৃপতি প্রদ্যোত আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, ইহা সর্বোৎকৃষ্ট এবং অতিশয় মূল্যবান! আমার প্রার্থনা এই বস্ত্র আপনি গ্রহণ করুন এবং সঙ্ঘভুক্ত ভিক্ষুগণকে অযাজ্ঞকীয় বস্ত্র পরিধান করিতে অনুমতি করুন।"

মহাপুরুষ উপহৃত বস্ত্র গ্রহণ পূর্বক ধর্মোপদেশ প্রদানান্তর ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন :

"যাঁহার ইচ্ছা হইবে তিনি পরিত্যক্ত ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিতে পারেন, কিন্তু অ-যাজকীয় পরিচ্ছদ গ্রহণেও বাধা নাই। ভিক্ষুগণ যাহা ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন, উভয়বিধ পরিচ্ছদই আমার অনুমোদিত।"

রাজগৃহ নগরের জনসাধারণ যখন শ্রবণ করিল যে বুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে গৃহস্থাশ্রমের উপযোগী বস্ত্র পরিধান করিতে অনুমতি দিয়াছেন, তখন দানেচ্ছুগণ হৃষ্টচিত্ত হইল। তৎপরে একদিনের মধ্যে রাজগৃহ নগরে বহু সহস্র বস্ত্র ভিক্ষুগণের মধ্যে বিতরিত হইল।

বুদ্ধের পিতার নির্বাণ প্রাপ্তি

বার্ধক্যে শুদ্ধোদন পীড়িত হইলে, মৃত্যুর পূর্বে আসিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য পুত্রকে আহ্বান করিলেন। বুদ্ধ আগমন পূর্বক পিতার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। শুদ্ধোদন পূর্ণ জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধের ক্রোড়ে দেহত্যাগ করলেন।

ইহা কথিত আছে, বুদ্ধ জননী মায়া দেবীকে ধর্মোপদেশ দান করিবার জন্য স্বর্গে গমন পূর্বক দেবতাদিগের সহিত বাস করিলেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া পৃথিবীতে পুনরাগমন পূর্বক পূর্বের ন্যায় ধর্মগ্রহণেচ্ছুগণকে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন।

নারীদিগের সঙ্ঘে প্রবেশলাভ

যশোধরা সঙ্ঘভূক্ত হইবার জন্য তিনবার বুদ্ধের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হয় নাই। এক্ষণে বুদ্ধের বিমাতা প্রজাপতি যশোধরা ও অন্যান্য স্ত্রীলোকের সহিত বুদ্ধের নিকট গমন পূর্বক সঙ্ঘভূক্ত হইবার জন্য তাঁহার নিকট আন্তরিক প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন।

বুদ্ধ তাঁহাদিগের ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়া বাধাদানে অসমর্থ হইলেন। তিনি তাঁহাদিগের প্রার্থনা পূরণ করিলেন। নারীদিগের মধ্যে প্রজাপতি সর্বপ্রথম বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্বক ভিক্ষুণীরূপে অভিষিক্ত হইলেন।

স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ভিক্ষুগণের আচরণ

ভিক্ষুগণ বুদ্ধের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "জগৎপতি, মানবের শিক্ষক তথাগত, সংসারত্যাগী শ্রমণগণের জন্য স্ত্রীলোকের প্রতি কিরূপ আচরণ আপনি নির্দেশ করেন?"

বুদ্ধ কহিলেন :

"স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিও না।

"যদি কোন স্ত্রীলোক তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হয়, মনে করিবে তুমি তাহাকে দেখ নাই, তাহার সহিত বাক্যালাপ করিও না।

"যদি তাহার সহিত বাক্যালাপ অপরিহার্য হয় তাহা হইলে কথোপকথনের সময় স্বীয় চিত্ত নির্মল রাখিবে এবং চিন্তা করিবে, 'পঙ্কে উৎপন্ন হইয়াও পদ্মপত্র যেরূপ নির্মল সেইরূপ শ্রমণ আমি এই পাপময় জীবনে নিষ্কলঙ্ক জীবন যাপন করিব।'

"বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে মাতার ন্যায়, তরুণীকে ভগ্নীর ন্যায় এবং বালিকাকে নিজের সন্তানের ন্যায় জ্ঞান করিবে।

"যে শ্রমণ স্ত্রীলোককে স্ত্রীলোক জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন কিম্বা তাহাদিগকে স্পর্শ করেন, তাঁহার ব্রত ভঙ্গ হইয়াছে, তিনি আর শাক্যমুনির শিষ্য নহেন।

"মানুষের উপর কামনার প্রভাব অতি প্রবল, উহা ভয়াবহ ; অতএব আন্তরিক অধ্যবসায়ের ধনু ও জ্ঞানের তীক্ষ্ণ শর দ্বারা সংরক্ষিত হও।

"যথার্থ চিন্তার শিরস্ত্রাণে মস্তক আচ্ছাদিত কর, দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত পঞ্চ বাসনার সহিত সংগ্রাম কর।

"মানব হৃদয় নারীর সৌন্দর্যে বিপর্যস্ত হইয়া বাসনার মেঘে অভিভূত হয়, ফলে মন অন্ধীভূত হয়।

"ইন্দ্রিয় সুখান্বেষী চিন্তার প্রশ্রয় দেওয়া কিম্বা নারী দেহের প্রতি লালসার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা অপেক্ষা জ্বলন্ত লৌহ শলাকা দ্বারা চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত করা শতগুণে শ্রেয়ঃ।

"নারীর সহিত বাস করিয়া কামোদ্দীপক চিন্তা উত্তেজিত করা অপেক্ষা ভীষণ ব্যাঘ্রের মুখে কিম্বা জল্লাদের শাণিত ছুরিকার নিম্নে পতিত হওয়া শত গুণে শ্রেয়ঃ।

"সংসারাসক্তা নারী তাহার দৈহিক সৌন্দর্য প্রদর্শনের জন্য ব্যস্ত ; ঐ ব্যগ্রতা পদক্ষেপে, দণ্ডায়মান অবস্থায়, উপবেশনে কিম্বা শয়নে। চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াও নারী তাহার সৌন্দর্যের মোহে মানুষকে মুগ্ধ করিতে চায়, মানুষের সংকল্পবদ্ধ হৃদয়কে আহরণ করিতে চায়।

"কি প্রকারে তোমরা আত্মরক্ষা করিবে ?

"নারীর অশ্রু এবং নারীর হাস্য শত্রুর ন্যায় জ্ঞান করিবে ; নারীর অবনত দেহ, তাহার দোদুল্যমান বাহু এবং তাহার আলুলায়িত কেশ—এই সমুদয় মানুষের হৃদয়কে পাশবদ্ধ করিবার কৌশল মাত্র।

"তজ্জন্য, আমার উপদেশ—চিত্ত সংযত কর, উহাকে যথেচ্ছাচারী হইতে দিও না।"

বিশাখা

বিশাখা নামক শ্রাবস্তি নগরের একজন ধনশালিনী এবং বহু সন্তান-সন্ততি সম্পন্না রমণী পূর্বারাম নামক উদ্যান সঙ্ঘকে দান করিয়াছিলেন। সঙ্ঘবহির্ভূতা স্ত্রীশিষ্যগণের তিনিই সর্বপ্রথম তত্ত্বধায়িকা হইয়াছিলেন।

বুদ্ধ যখন শ্রাবস্তিতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন বিশাখা তাঁহার নিকট গিয়া আহারের জন্য নিজ গৃহে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলে, বুদ্ধ ঐ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

রাত্রিকালে ও পরবর্তী প্রাতে প্রবল বৃষ্টিপাত হইল ; ভিক্ষুগণ পরিহিত বস্ত্র শুষ্ক রাখিবার অভিপ্রায়ে উন্মুক্তবসন হইলেন এবং তাঁহাদের নগ্ন দেহোপরি বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল।

পরদিন বুদ্ধের আহার সমাপ্তির পর বিশাখা তাঁহার পার্শ্বে আসন গ্রহণ পূর্বক কহিলেন : "দেব আমি আপনার নিকট আটটি বর প্রার্থনা করি।"

বুদ্ধ কহিলেন : "বিশাখা, যাঁহারা তথাগত তাঁহারা প্রার্থিত বর না জানিয়া দান করেন না।"

বিশাখা উত্তর করিলেন : "দেব, উহা ন্যায্য ও বাধাহীন প্রার্থনা।"

বর প্রার্থনা করিতে অনুমতি পাইয়া বিশাখা কহিলেন : "দেব, আমার বাসনা এই যে, যতদিন জীবিত থাকিব ততদিন সঙ্ঘের মধ্যে বর্ষাকালে বস্ত্র বিতরণ, যে সকল ভিক্ষু আগমন করিবেন এবং যাঁহারা বহির্গমন করিবেন তাঁহাদিগের মধ্যে এবং পীড়িত ও পীড়িতের শুশ্রূষাকারীকে আহার বিতরণ, পীড়িতকে ঔষধ দান, সঙ্ঘকে অহরহ পায়স দান এবং ভিক্ষুণীগণকে স্নান বস্ত্র দান করি।"

বুদ্ধ কহিলেন : "কিন্তু বিশাখা, তথাগতের নিকট তুমি যে এই বর প্রার্থনা করিতেছ ইহার উদ্দেশ্য কি ?"

বিশাখা উত্তর করিলেন :

"দেব, ভিক্ষুদিগের নিকট গিয়া আহার প্রস্তুত হইয়াছে এই সংবাদ তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিবার জন্য আমি আমার পরিচারিকাকে আদেশ করিয়া ছিলাম। সে বিহারে গিয়া দেখিল যে, ভিক্ষুগণ নগ্নদেহ, তখন বৃষ্টি হইতেছিল। ইহা দেখিয়া সে ভাবিল, 'ইহারা ভিক্ষু নহে, ইহারা নগ্ন সন্ন্যাসী বৃষ্টির জলে দেহ সিক্ত করিতেছে।' সে ফিরিয়া আসিয়া এই বার্তা আমার নিকট জ্ঞাপন করিল। আমি তাহাকে পুনরায় প্রেরণ করিলাম। দেব, নগ্নতা অপবিত্র ও ন্যক্কারজনক। এই নিমিত্তই বর্ষাশেষে ভিক্ষুগণকে বিশেষ বস্ত্রদান করিবার জন্য আমার অভিলাষ হইয়াছিল।

"আমার দ্বিতীয় বাসনার কারণ এই যে, আগন্তুক ভিক্ষুদিগের নিকট পথ ও আহার প্রাপ্তির স্থান অজ্ঞাত, ভিক্ষার্থে ভ্রমণ করিয়া তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়েন। দেব, এই জন্য আগন্তুক ভিক্ষুগণকে আহার দান করিতে আমি বাসনা করিয়া ছিলাম।

"তৃতীয়তঃ দেব, দেশান্তরগামী ভিক্ষু ভিক্ষার্থে ভ্রমণ করিয়া পশ্চাদপদ হইয়া পড়িতে পারেন কিম্বা গন্তব্য স্থানে পেঁৗছিতে তাঁহার বহু বিলম্ব হইতে পারে। তজ্জন্য পুনর্যাত্রা কালে তিনি অবসাদগ্রস্ত হইবেন।

"চতুর্থতঃ দেব, পীড়িত ভিক্ষু উপযুক্ত খাদ্যাভাবে অধিকতর পীড়িত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারেন।

"পঞ্চমতঃ দেব, পীড়িতের শুশ্রূষাকারী ভিক্ষু নিজের আহারের জন্য ভিক্ষায় বহির্গত হইবার সময় পাইবেন না।

"ষষ্ঠতঃ দেব, পীড়িত ভিক্ষু ঔষধাভাবে অধিকতর পীড়াগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারেন।

"সপ্তমতঃ দেব, আমি শুনিয়াছি আপনি পায়সান্নের প্রশংসা করিয়া থাকেন কারণ উহা মনকে সতেজ রাখিয়া ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দূর করে; স্বাস্থ্যবানের পক্ষে উহা পুষ্টিকর খাদ্য এবং পীড়িতের পক্ষে উপকারী ঔষধ। তজ্জন্য আমি চিরজীবন সঙ্ঘকে অহরহঃ পায়সান্ন দান করিতে বাসনা করি।

"সর্বশেষে দেব, ভিক্ষুণীগণ অচিরাবতী নদীতে বারনারীদিগের সহিত একত্রে, একই ঘাটে নগ্নাবস্থায় অবগাহণ করেন। বারনারীগণ ভিক্ষুণীগণকে উপহাসপূর্বক কহিয়া থাকে 'মহিলাগণ, তরুণ বয়সে সতীত্ব ধর্ম পালনের কি প্রয়োজন? যখন বৃদ্ধা হইবে তখন সতী হইও; এইরূপে দুই দিকই রজায় রহিবে।' দেব, স্ত্রীলোকের নগ্নতা অপবিত্র, কদর্য ও ন্যক্কারজনক।

"এই সকল কারণে আমি আপনার নিকট বর প্রার্থনা করিয়াছিলাম।"

বুদ্ধ কহিলেন: "কিন্তু বিশাখা, তথাগতের নিকট এই সকল বর প্রার্থনা করিয়া তোমার নিজের কি লাভ হইবে?"

বিশাখা উত্তর করিলেন:

"দেব ভিক্ষুগণ বর্ষা ঋতুতে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া শ্রাবস্তি নগরে বুদ্ধের নিকট আগমন করিবেন। বুদ্ধের নিকট আসিয়া তাঁহারা জিজ্ঞাসা কবিবেন:—দেব, জনৈক ভিক্ষু প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার নিয়তি কি? তৎপরে বুদ্ধ কহিবেন যে, মৃত ভিক্ষু দীক্ষার ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি নির্বাণ কিম্বা অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

"তৎপরে আমি ভিক্ষুগণের নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিব, 'মহাশয়গণ, ঐ মৃত ভিক্ষু কি পূর্বে শ্রাবস্তিতে বাস করিয়াছিলেন?' যদি তাঁহারা উত্তর করেন, 'তিনি পূর্বে শ্রাবস্তিতে বাস করিয়াছিলেন,' তাহা হইলে আমার সিদ্ধান্ত হইবে নিশ্চয়ই 'ঐ ভিক্ষু বর্ষা ঋতুর অনুকূল বস্ত্রাদি লাভ করিয়াছিলেন কিম্বা আগন্তুক কিম্বা বহির্গমনোন্মুখ ভিক্ষুদিগের জন্য কিম্বা পীড়িতের কিম্বা পীড়িতের শুশ্রূষাকারীর জন্য আহার গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিম্বা পীড়িতের জন্য ঔষধ লাভ করিয়াছিলেন, কিম্বা অহরহ বিতরিত পায়সান্ন উপভোগ করিয়াছিলেন।'

"ফলে আমার হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হইবে, আমি হর্ষানুভব করিব; ঐ আনন্দে আমার দেহে শান্তি বিরাজ করিবে। ঐ শান্তিতে আমি সন্তুষ্টির পরমানন্দ অনুভব করিব এবং ঐ পরমানন্দে আমার হৃদয় শান্ত হইবে। উহা আমার পক্ষে আমার নৈতিক জ্ঞান ও ক্ষমতার অনুশীলন—সপ্তবিধ জ্ঞানের অনুশীলন স্বরূপ হইবে। দেব, ইহাই আমার বর প্রর্থনার উদ্দেশ্য।"

বুদ্ধ কহিলেন: "উত্তম, উত্তম, বিশাখা। এবম্বিধ ফল লাভের আকাঙ্ক্ষায় তথাগতের নিকট এই বর প্রার্থনা করিয়া তুমি ভালই করিয়াছ। উপযুক্ত পাত্রে অর্পিত দান উর্বর ক্ষেত্রে রোপিত বীজের ন্যায় প্রচুর পরিমাণে সুফল প্রসব করে। কিন্তু ভোগাসক্তে অর্পিত দান অনুর্বর ক্ষেত্রে রোপিত বীজের ন্যায়। দানের গ্রহীতার ভোগাসক্তি পুণ্যার্জনের বিঘ্ন কারক।"

তদনন্তর বুদ্ধ নিম্নলিখিত শ্লোকে বিশাখাকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন:

"ধর্মপরায়ণা স্ত্রীলোক বুদ্ধের শিষ্য হইয়া হৃষ্টচিত্তে এবং সর্বান্তকরণে যাহাই দান করুন, ঐ দান স্বর্গীয়, দুঃখোপনোদনকারী এবং মঙ্গল-প্রসূ।

"অপবিত্রতা মুক্ত হইয়া তাঁহার জীবন শান্তিময় হইবে।

"শুভ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া তিনি সুখলাভ করেন ; নিজের উদার অনুষ্ঠানে তিনি আনন্দ অনুভব করেন।"

উপবসথ এবং প্রাতিমোক্ষ

মগধের নৃপতি বিম্বিসার সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ধর্মানুষ্ঠানে রত ছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণদিগের কোন কোন সম্প্রদায় দিন বিশেষকে পবিত্র জ্ঞান করিতেন এবং জনসমূহ তাঁহাদের সভাগৃহে গমন পূর্বক তাঁহাদের ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিত। নৃপতি সংসারের কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ পূর্বক নির্দিষ্ট দিবসে ধর্মোপদেশ শ্রবণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বুদ্ধের নিকট গিয়া কহিলেন : "তীর্থিক সম্প্রদায়ের পরিব্রাজকেরা উন্নতিশীল এবং তাঁহাদের শিষ্যলাভ হয়, যেহেতু তাঁহারা প্রতি মাসার্ধের অষ্টম এবং চতুর্দশ কিম্বা পঞ্চদশ দিবস পালন করেন। সঙ্ঘভুক্ত মাননীয় ভ্রাতৃবৃন্দের পক্ষেও নির্দিষ্ট দিবসে একত্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় কি ?"

তৎপরে বুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে আদেশ করিলেন যে, তাঁহারা প্রতি মাসার্ধে অষ্টম এবং চতুর্দশ কিংবা পঞ্চদশ দিবসে একত্রে সমবেত হইয়া ঐ দিবসদ্বয় ধর্মানুশীলনে যাপন করিবেন।

ইহাই বুদ্ধের শিষ্যবর্গের উপবসথ।

বুদ্ধের আদেশানুসারে নির্দিষ্ট দিবসে ভিক্ষুগণ বিহারে সমবেত হইলে জনসমূহ ধর্মোপদেশ শুনিবার জন্য তথায় গমন করিল, কিন্তু ভিক্ষুগণ নীরব রহিলেন, তাঁহারা কোন উপদেশ প্রদান করিলেন না। ইহাতে জনগণ বিষণ্ণ হইল।

বুদ্ধ ইহা শুনিয়া আদেশ করিলেন যে, ভিক্ষুগণ প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিবেন। উহা পাপের স্বীকারোক্তি। তিনি আদেশ করিলেন যে, ভিক্ষুগণ আপন আপন দোষ স্বীকার পূর্বক সঙ্ঘের নিকট ক্ষমা লাভ করিবেন।

কারণ কোন ভিক্ষু দোষ করিলে, যদি উহা তাঁহার স্মরণ থাকে এবং তিনি নির্মল হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ঐ দোষ তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে। কারণ দোষ স্বীকৃত হইলে লঘু হইবে।

তৎপরে বুদ্ধ কহিলেন : "প্রাতিমোক্ষ এইরূপে আবৃত্তি করিতে হইবে :

"একজন উপযুক্ত ও সম্মানার্হ ভিক্ষু সঙ্ঘের নিকট ঘোষণা করিবেন : 'সঙ্ঘ

আমার বাক্য শ্রবণ করুন! অদ্য উপবসথ, মাসার্ধের অষ্টম কিম্বা চতুর্দশ কিম্বা পঞ্চদশ দিবস। যদি সঙ্ঘ প্রস্তুত থাকেন, তাহা হইলে উপবসথের অনুষ্ঠান পূর্বক প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করুন। আমি প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিব।'

"ভিক্ষুগণ উত্তর করিবেন: 'আমরা সকলেই স্পষ্টরূপে শ্রবণ করিয়া উহাতে মনঃসংযোগ করিতেছি।'

"যাজক ভিক্ষু পুনরায় কহিবেন: যিনি কোন দোষ করিয়াছেন, তিনি স্বীকার করিতে পারেন; যিনি করেন নাই, তিনি নীরব থাকিতে পারেন। আপনাদিগের নীরবতা হইতে আমি বুঝিব যে মাননীয় ভ্রাতৃবৃন্দ দোষমুক্ত।

"একজন মাত্র ব্যক্তি জিজ্ঞাসিত হইয়া যেরূপ উত্তর দেয়, সেইরূপই বর্তমান অধিবেশনের সম্মুখে যদি কোন প্রশ্ন যথাবিধি বারত্রয় ঘোষিত হয়, তাহা হইলে ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে। যদি কোন ভিক্ষু ঘোষণাত্রয়ের পর স্বীয়কৃত এবং স্মৃত দোষ স্বীকার না করেন তাহা হইল তিনি ইচ্ছাকৃত মিথ্যা দোষে দুষ্ট হইবেন।

"এক্ষণে মাননীয় ভ্রাতৃবৃন্দ, ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বুদ্ধ কর্তৃক বিঘ্ন বলিয়া কথিত হইয়াছে। তজ্জন্য, কোন ভিক্ষু দোষ করিলে, যদি ঐ কথা স্মরণ থাকে এবং তিনি নির্মলতার প্রয়াসী হন, তাহা হইলে ঐ দোষ স্বীকার করা উচিত; কারণ স্বীকারেই উহার উপশম হয়।"

সঙ্ঘে মতবিরোধ

বুদ্ধ যখন কৌশাম্বীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন একজন ভিক্ষু কোন অপরাধ করিয়া ঐ অপরাধ স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ হইলে সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কৃত হন।

ঐ ভিক্ষু বিদ্বান। ধর্ম তাঁহার নিকট জ্ঞাত ছিল, তিনি সঙ্ঘের নিয়মাবলী অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; তিনি জ্ঞানী, শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, বিনয়ী, ধর্মভীরু ও সঙ্ঘের বশ্যতা স্বীকারে তৎপর। তিনি ভিক্ষুদিগের মধ্যে স্বীয় সহচর ও বন্ধুবর্গের নিকট গিয়া কহিলেন: "আমার কোনও অপরাধ নাই, আমাকে সঙ্ঘ-বহির্ভূত করিবার কোন কারণ নাই। আমি নির্দোষ, সঙ্ঘের দণ্ডাজ্ঞা অবৈধ ও অপ্রামাণিক। তজ্জন্য আমি এখনও নিজেকে সঙ্ঘভুক্ত বিবেচনা করি। আমার প্রার্থনা, মাননীয় ভ্রাতৃবৃন্দ আমার স্বত্ব রক্ষায় আমাকে সাহায্য করুন।"

যাঁহারা দণ্ডিত ভিক্ষুর পক্ষ সমর্থন করিলেন, তাঁহারা দণ্ডাজ্ঞা প্রদানকারী

ভিক্ষুদিগের নিকট গিয়া কহিলেন ; "ইহা অপরাধ নয়", অপর পক্ষে যাঁহারা দণ্ডাজ্ঞা ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাঁহারা কহিলেন : "ইহা অপরাধ।"

এইরূপে বাদানুবাদ ও কলহ উত্থিত হইল, ফলে সঙ্ঘ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পরস্পরের নিন্দা অপযশ ঘোষণায় রত হইল।

এই সমুদয় বুদ্ধের নিকট বিবৃত হইল।

তৎপরে বুদ্ধ দণ্ডাজ্ঞা ঘোষণাকারী ভিক্ষুগণের নিকট গমন করিয়া কহিলেন : "ভিক্ষুগণ, প্রকৃত ঘটনা যাহাই হউক, 'আমাদের এইরূপ মনে হইতেছে, তজ্জন্য আমরা এই ভিক্ষুর বিরুদ্ধে এইরূপ আদেশ প্রদান করিতেছি,' এইরূপ কহিয়া কোন ভিক্ষুর বিরুদ্ধে বহিষ্করণের আদেশ দেওয়া কর্তব্য, এরূপ মনে করিও না। যে ভিক্ষুর নিকট ধর্ম ও সঙ্ঘের নিয়মাবলী জ্ঞাত, যিনি শিক্ষিত, জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান, বিনয়ী, ধর্মভীরু এবং সঙ্ঘের আদেশ পালনে তৎপর, তাঁহার বিরুদ্ধে চপলতার সহিত দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলে বিচ্ছেদ ঘটিবে, ঐ বিচ্ছেদ ভয়ের। মাত্র নিজের দোষ স্বীকারে পরাঙ্মুখ বলিয়া কোন ভিক্ষুর বিরুদ্ধে বহিষ্করণের আদেশ দেওয়া হইতে পারে না।"

তৎপরে বুদ্ধ, যাঁহারা দণ্ডিত ভিক্ষুর পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিকট গিয়া কহিলেন : "ভিক্ষুগণ, যদি তোমারা অপরাধ করিয়া থাক, তাহা হইলে, 'আমরা দোষী নই' এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নাই এরূপ মনে করিও না। কোন ভিক্ষু অপরাধ করিয়া যদি নিজেকে অপরাধী মনে না করেন এবং সঙ্ঘ যদি তাঁহাকে অপরাধী স্থির করেন, তাহা হইলে তিনি চিন্তা করিবেন : 'এই ভিক্ষুগণের নিকট ধর্ম ও সঙ্ঘের নিয়মাবলী জ্ঞাত ; তাঁহারা শিক্ষিত, জ্ঞানী, বুদ্ধিসমন্বিত, বিনয়ী, ধর্মভীরু এবং আদেশের বশ্যতা পালনে তৎপর ; ইহারা আমার সহিত ব্যবহারে যে স্বার্থপরতা কিম্বা দ্বেষ কিম্বা মোহ কিম্বা ভয়যুক্ত হইবেন, তাহা অসম্ভব।' বিচ্ছেদের আশঙ্কা যেন মনে থাকে, সঙ্ঘের আদেশানুসারে অপরাধ স্বীকার বাঞ্ছনীয়।"

উভয় পক্ষই উপবসথ এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান স্বতন্ত্রভাবে করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আচরণ বুদ্ধের নিকট বিবৃত হইলে তিনি আদেশ করিলেন, উপবসথ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানসমূহ উভয় সম্প্রদায়েরই পক্ষে বিধি-সঙ্গত এবং প্রামাণিক। তিনি কহিলেন, "দণ্ডিত ভিক্ষুর পক্ষ সমর্থনকারিগণ এবং যাঁহারা দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন তাঁহারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত। উভয় সম্প্রদায়েই সম্মানার্হ

ভিক্ষুগণ বর্তমান। তাঁহাদের মধ্যে যখন মতের ঐক্য নাই, তখন তাঁহারা উপবসথ ও অনুষ্ঠান স্বতন্ত্রভাবেই করিতে থাকুন।"

অনন্তর বুদ্ধ কলহপ্রিয় ভিক্ষুগণকে ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন :

"ইতর লোক কলহপ্রিয় হয়; কিন্তু যখন সঙ্ঘে বিচ্ছেদের আবির্ভাব হয়, তখন কাহার দোষ? যাহারা চিন্তা করে, 'সে আমার নিন্দা করিয়াছে, আমার প্রতি অন্যায় করিয়াছে, আমার অনিষ্ট করিয়াছে', তাহাদের হৃদয়ের বিদ্বেষ প্রশমিত হয় না।

"কারণ বিদ্বেষের দ্বারা বিদ্বেষ প্রশমিত হয় না। দ্বেষহীনতার দ্বারাই বিদ্বেষ প্রশমিত হয়। ইহা চিরন্তন বিধি।

"যাহারা আত্মসংযমের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধিকরণে অক্ষম, তাহারা কলহপ্রিয় হইলে তাহাদের আচরণ উপেক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু যাহাদের সে জ্ঞান আছে, তাহাদের একতাবদ্ধ হইয়া বাস করাই উচিত।

"সাধু ও সচ্চরিত্র মিত্র লাভ করিলে মানুষ সর্ববিধ বিপদ অতিক্রমপূর্বক, তাহার সহিত সুখে ও শান্তিতে বাস করিতে পারে।

"কিন্তু বন্ধু সাধু ও সচ্চরিত্র না হইলে, রাজা যেরূপ অরণ্যে হস্তীর ন্যায় নির্জনে জীবন যাপন করিবার জন্য রাজ্য ও রাজ্যচিন্তা পরিহার করেন, সেইরূপ মানুষের পক্ষেও একাকী বাস করাই শ্রেয়ঃ।

"নির্বোধের সহিত সাহচর্য সম্ভব নয়। স্বার্থপর, বৃথা গর্বাভিমানী, কলহপ্রিয় এবং স্বৈরাচারী ব্যক্তির সহিত বাস করা আপক্ষা একাকী বাস করাই শ্রেয়ঃ।"

তদনন্তর বুদ্ধ মনে মনে চিন্তা করিলেন : "এই সকল উগ্রস্বভাব নির্বোধদিগকে উপদেশ দেওয়া সহজসাধ্য নহে।" তৎপরে তিনি উত্থান করিয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন।

একতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা

সাম্প্রদায়িক বিরোধের শান্তি হইল না, বুদ্ধও কৌশাম্বী পরিত্যাগ করিয়া নানাস্থান ভ্রমণপূর্বক পরিশেষে শ্রাবস্তি নগরে আগমন করিলেন।

বুদ্ধের অনুপস্থিতিতে কলহ গভীরতর হইল এবং কৌশাম্বীর গৃহস্থ শিষ্যগণ বিরক্ত হইয়া কহিল, "এই সকল কলহপ্রিয় ভিক্ষু বিষম উৎপাত বিশেষ, ইহারা

দুর্দৈব ঘটাইবে। ইহাদের বাদানুবাদে বিরক্ত হইয়া বুদ্ধ স্থানত্যাগ পূর্বক বাসস্থান পরিবর্তন করিয়াছেন। অতএব আমরা এই ভিক্ষুগণকে অভিবাদন কিম্বা প্রতিপালন করিব না। তাহারা পীতাম্বরের যোগ্য নহে, তাহারা বুদ্ধের চিত্ত প্রসন্ন করুক, অন্যথা সংসারে পুনঃ প্রবেশ করুক।"

এইরূপে কৌশাম্বীর ভিক্ষুগণ গৃহস্থগণের সম্মান ও প্রতিপালনে বঞ্চিত হইয়া অনুতপ্ত হইয়া কহিল, "আমরা বুদ্ধের নিকট গিয়া তাঁহার দ্বারা বিবাদের মীমাংসা করাইয়া লইব।"

উভয় পক্ষই শ্রাবস্তিতে বুদ্ধের নিকট গমন করিলেন। মাননীয় শারিপুত্র তাঁহাদের আগমনের সংবাদ পাইয়া বুদ্ধকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "কলহ ও বাদানুবাদ এবং সঙ্ঘে বিরোধের প্রবর্তক কৌশাম্বীর এই ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তিতে আগমন করিয়াছেন। দেব, আমি তাঁহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিব?"

বুদ্ধ কহিলেন, "উহাদিগকে তিরস্কার করিও না, কারণ কর্কশ বাক্য কাহারও পক্ষে প্রীতিকর নয়। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র বাসস্থান নির্দেশপূর্বক উভয় পক্ষেরই বাক্য ধৈর্যের সহিত শ্রবণ কর। যিনি দুই দিকই বিচার করেন, তিনিই মুনি। উভয় সম্প্রদায়ই নিজ নিজ বক্তব্য প্রকাশ করিলে, সঙ্ঘ কর্তৃক ঐক্যমত নিরূপিত হইয়া একতার প্রতিষ্ঠা ঘোষিত হউক।"

তত্ত্বাবধায়িকা প্রজাপতি বুদ্ধের নির্দেশপ্রার্থী হইলে, তিনি কহিলেন, "উভয় সম্প্রদায়ই প্রয়োজন অনুসারে গৃহস্থ শিষ্যের নিকট দান গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা বস্ত্রই হউক, কিম্বা আহারই হউক; যেন তাঁহাদিগের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য লক্ষিত না হয়।"

তৎপরে মাননীয় উপালি বুদ্ধের নিকট গিয়া সঙ্ঘে শান্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেব, অধিকতর বাদানুবাদ পরিহার করিবার নিমিত্ত সঙ্ঘ যদি বর্তমান কলহের বিষয় অনুসন্ধান না করিয়া একতার পুনঃ প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেন, তাহা কি উচিত হইবে?"

বুদ্ধ উত্তর করিলেন:

"বর্তমান কলহের বিষয় অনুসন্ধান না করিয়া সঙ্ঘ যদি শান্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেন, তাহা হইলে উহা উচিত ও বিধিসঙ্গত হইবে না।

"দুই প্রকারে শান্তির প্রতিষ্ঠা সম্ভব; প্রথম মৌখিক, দ্বিতীয় মৌখিক এবং আন্তরিক।

"বর্তমান কলহের মূল অনুসন্ধান না করিয়া সঙ্ঘ যদি শান্তির প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেন, তাহা হইলে ঐ শান্তি মৌখিক হইবে। কিন্তু যদি সঙ্ঘ ঐ অনুসন্ধান সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত করিয়া একতার ঘোষণা করেন, তাহা হইলে মৌখিক ও আন্তরিক উভয়বিধ একতাই প্রতিষ্ঠিত হইবে।

"যে একতা মৌখিক ও আন্তরিক, ঐ একতাই যথার্থ ও বিধিসঙ্গত।"

তদনন্তর বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া তাঁহাদিগের নিবট রাজপুত্র দীর্ঘায়ুর উপাখ্যান বিবৃত করিলেন। তিনি কহিলেন ঃ

"অতীতে বারাণসী নগরে কাশীর ব্রহ্মদত্ত নামক এক পরাক্রমশালী নৃপতি বাস করিতেন। তিনি কোশলের নৃপতি দীর্ঘেতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন, কারণ তিনি মনে করিয়াছিলেন, 'কোশল রাজ্য ক্ষুদ্র, উহা আমার সৈন্যগণের আক্রমণ রুদ্ধ করিতে পারিবে না।'

"দীর্ঘেতি, কাশীরাজের বিশাল বাহিনীর গতিরোধ অসম্ভব দেখিয়া, স্বীয় ক্ষুদ্র রাজ্য ব্রহ্মদত্তের হস্তে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে তিনি বারাণসীতে আগমন পূর্বক তথায় নগরীর বহির্ভাগে জনৈক কুম্ভকারের বাসগৃহে পত্নীর সহিত বাস করিতে লাগিলেন।

"রাজ্ঞী পুত্র প্রসব করিলেন, পুত্রের নাম দীর্ঘায়ু।

"দীর্ঘায়ু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, রাজা চিন্তা করিলেন, 'ব্রহ্মদত্ত আমাদের অনেক অনিষ্ট করিয়াছেন, তিনি প্রতিশোধের ভয়ে ভীত এবং আমাদের জীবন নাশের চেষ্টা করিবেন। যদি তিনি আমাদের সন্ধান পান, তাহা হইলে আমরা তিন জনই বিনষ্ট হইব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি পুত্রকে দূরে প্রেরণ করিলেন। দীর্ঘায়ু পিতার নিকট সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি অধ্যবসায় সহকারে সর্ববিদ্যায় পারদর্শিতা লাভের জন্য যত্নবান হইলেন ও কালক্রমে অতিশয় নিপুণ ও জ্ঞানী হইলেন।

'ঐ সময়ে রাজা দীর্ঘেতির ক্ষৌরকার বারাণসীতে বাস করিত, সে তাহার পূর্বতন প্রভুকে দেখিয়া লোভবশতঃ ব্রহ্মদত্তের নিকট তাঁহার অস্তিত্ব প্রকাশ করিল।

"কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত যখন শুনিলেন যে, কোশলের পলায়িত নৃপতি সস্ত্রীক অজ্ঞাতভাবে কুম্ভকারের বাসগৃহে নির্জন জীবন যাপন করিতেছেন, তখন তিনি রাজা ও রাজ্ঞী উভয়ের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করিলেন ও রাজাজ্ঞা-প্রাপ্ত কর্মচারী দীর্ঘেতিকে ধৃত করিয়া তাঁহাকে বধ্যভূমিতে লইয়া গেল।

"ঐ সময়ে তাঁহার পুত্র পিতাকে দর্শন করিবার জন্য গৃহে ফিরিতেছিলেন। বন্দী নৃপতি পথিমধ্যে পুত্রকে দেখিলেন। পুত্রের উপস্থিতি অপ্রকাশিত রাখিবার জন্য সতর্ক হইয়াও পুত্রকে নিজের শেষ উপদেশ দিবার ঐকান্তিক ইচ্ছায় তিনি কহিলেন, 'পুত্র দীর্ঘায়ু, নিজের দৃষ্টিকে অধিক দূরে যাইতে দিও না, উহাকে অতি নিকটেও আবদ্ধ করিও না, কারণ বিদ্বেষ দ্বারা বিদ্বেষ প্রশমিত হয় না; বিদ্বেষহীনতা দ্বারাই বিদ্বেষের উপশম হয়।'

"কোশল রাজ সস্ত্রীক বিনষ্ট হইলেন, কিন্তু তাঁহাদের পুত্র দীর্ঘায়ু উত্তেজক মদ্য ক্রয় করিয়া উহা দ্বারা প্রহরীদিগকে মত্ত করিলেন। রাত্রিকালে পিতামাতার দেহ চিতার উপর রক্ষা করিয়া সসম্মানে ও সর্ববিধ অনুষ্ঠানের সহিত দাহ করিলেন।

"ব্রহ্মদত্ত এই সংবাদ শুনিয়া ভীত হইয়া চিন্তা করিলেন, 'দীর্ঘেতির পুত্র দীর্ঘায়ু পিতামাতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবে, উপযুক্ত সুযোগ পাইলে সে আমাকে হত্যা করিবে।'

"তরুণ বয়স্ক দীর্ঘায়ু অরণ্যে গমন করিয়া সাধ মিটাইয়া অশ্রুমোচন করিলেন। তৎপরে চক্ষের জল মুছিয়া বারাণসীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। রাজকীয় হস্তীশালায় ভৃত্যের প্রয়োজন আছে শুনিয়া তিনি ঐ কর্মের প্রার্থী হইলে হস্তীরক্ষক তাঁহাকে নিযুক্ত করিল।

"একদিন রাত্রিতে নৃপতি বীণা-বাদনের সহিত মধুর গীতধ্বনি শুনিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন। পরিচারকবর্গের নিকট অনুসন্ধানে জানিলেন যে হস্তীরক্ষক একজন সর্বগুণসম্পন্ন ও সর্বজনপ্রিয় তরুণ যুবককে নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহারা কহিল, 'ঐ যুবক বীণাবাদক ও গীতানুরক্ত, তিনিই নৃপতির চিত্ত-বিনোদকারী গায়ক হইবেন।'

"নৃপতি যুবককে তাঁহার সম্মুখে আসিতে আদেশ করিলেন। দীর্ঘায়ুর প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়া তিনি তাহাকে রাজপ্রাসাদের কার্যে নিযুক্ত করিলেন। যুবকের নিপুণতা, তাহার বিনয় ও তাহার কার্যকুশলতা দেখিয়া নৃপতি তাহাকে ত্বরায় উচ্চ কার্যে নিযুক্ত করিলেন।

"একদা নৃপতি মৃগয়ায় গমন করিয়া সহচরবর্গের সহিত বিচ্ছিন্ন হইলে একমাত্র দীর্ঘায়ু তাঁহার নিকটে রহিলেন। ক্লান্ত দেহ নৃপতি দীর্ঘায়ুর ক্রোড়ে মস্তক রক্ষা করিয়া নিদ্রিত হইলেন।

"দীর্ঘায়ু চিন্তা করিলেন, 'এই ব্রহ্মদত্ত আমাদিগের অনেক অনিষ্ট সাধন

করিয়াছেন; তিনি আমাদের রাজ্য অপহরণ করিয়া আমার পিতামাতাকে বিনাশ করিয়াছেন, এক্ষণে তিনি আমার হস্তে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি অসি কোষমুক্ত করিলেন।

"তৎপরে দীর্ঘায়ু পিতার শেষ বাক্য চিন্তা করিলেন—'দৃষ্টিকে অধিক দূরে যাইতে দিও না, উহাকে অতি নিকটেও আবদ্ধ করিও না। কারণ বিদ্বেষ দ্বারা বিদ্বেষ প্রশমিত হয় না, বিদ্বেষহীনতার দ্বারাই বিদ্বেষের উপশম হয়।' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি তরবারি কোষমধ্যস্থ করিলেন।

"অস্থির হইয়া নৃপতি জাগরিত হইলেন। যুবক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রাজন্, আপনি ভীত হইতেছেন কেন?' রাজা উত্তর করিলেন, "আমার নিদ্রায় কখনই শান্তি নাই, যেহেতু আমি সর্বদা স্বপ্ন দেখি যে, যুবক দীর্ঘায়ু অসি হস্তে আমাকে আক্রমণ করিতেছেন। এই স্থানে আমি যখন তোমার ক্রোড়ে মস্তক রক্ষা করিয়া নিদ্রিত ছিলাম, তখন পুনরায় ঐ ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়া ভীত ও ত্রস্ত হইয়া জাগরিত হইয়াছি।'

"তখন যুবক বাম হস্ত অসহায় নৃপতির মস্তকোপরি রক্ষা করিয়া দক্ষিণ হস্তে তরবারি উন্মুক্ত করিয়া কহিলেন, 'আমি দীর্ঘায়ু, রাজা দীর্ঘেতির পুত্র, যাঁহার রাজ্য অপহরণ করিয়া আপনি যাঁহাকে এবং যাঁহার স্ত্রী, আমার মাতাকে হত্যা করিয়াছেন। প্রতিশোধের সময় উপস্থিত।'

"স্বীয় অসহায় অবস্থা দেখিয়া নৃপতি হস্তোত্তলন করিয়া কহিলেন, 'প্রিয় দীর্ঘায়ু, আমার জীবন দান কর, আমার জীবন দান কর।'

"দার্ঘায়ু বিদ্বেষের বশবর্তী না হইয়া শান্তভাবে কহিলেন, 'রাজন্, আমি কি প্রকারে আপনার জীবন দান করি? আমার নিজের জীবন আপনার হস্তে বিপদগ্রস্ত। আপনিই আমার জীবন দান করিবেন।'

"রাজা কহিলেন, 'প্রিয় দার্ঘায়ু, তুমি আমাকে আমার জীবন দান কর, আমিও তোমাকে তোমার জীবন দান করিব।'

"এইরূপে কাশীর ব্রহ্মদত্ত এবং যুবক দীর্ঘায়ু পরস্পরের জীবন দান পূর্বক উভয়ে উভয়ের কর গ্রহণ করিয়া শপথ করিলেন যে, কেহ কাহারও অনিষ্ট করিবেন না।

"তৎপরে ব্রহ্মদত্ত দীর্ঘায়ুকে কহিলেন, 'তোমার পিতা মৃত্যুর সময় তোমাকে কহিয়াছিলেন—দৃষ্টিকে অধিক দূরে যাইতে দিও না, উহাকে অতি নিকটেও আবদ্ধ করিও না; কারণ বিদ্বেষ দ্বারা বিদ্বেষ প্রশমিত হয় না,

বিদ্বেষহীনতার দ্বারাই বিদ্বেষের উপশম হয়,—তোমার পিতার ইহা কহিবার কি অভিপ্রায় ছিল ?

"যুবক উত্তর করিলেন, 'আমার পিতা মৃত্যুর সময় কহিয়াছিলেন, "দৃষ্টিকে দূরে যাইতে দিও না," তখন এই অর্থে কহিয়াছিলেন যে, আমার বিদ্বেষ যেন স্থায়ী না হয়। যখন তিনি কহিয়াছিলেন, "উহাকে নিকটেও আবদ্ধ করিও না", তখন তিনি এই অর্থে কহিয়াছিলেন যে, আমি যেন মিত্রবর্গের সহিত অকস্মাৎ মনোমালিন্য না করি। পরিশেষে যখন তিনি কহিয়াছিলেন, "কারণ, বিদ্বেষ দ্বারা বিদ্বেষ প্রশমিত হয় না, বিদ্বেষহীনতার দ্বারাই বিদ্বেষের উপশম হয়," তখন তিনি এই অর্থে কহিয়াছিলেন—রাজন্, আপনি আমার পিতা মাতাকে বিনষ্ট করিয়াছেন, যদি আমি আপনার প্রাণ লই, তাহা হইলে আপনার পক্ষীয়গণ আমার প্রাণ লইবে এবং তাহারা পুনরায় আমার পক্ষীয়গণ কর্তৃক বিনষ্ট হইবে। এইরূপে বিদ্বেষ দ্বারা বিদ্বেষ প্রশমিত হইবে না। কিন্তু রাজন, এক্ষণে আপনি আমার প্রাণ দিয়াছেন এবং আমি আপনার প্রাণ দিয়াছি ; এইরূপে বিদ্বেষ-হীনতার দ্বারা বিদ্বেষের উপশম হইয়াছে।'

"তদনন্তর ব্রহ্মদত্ত চিন্তা করিলেন, 'দীর্ঘায়ু এরূপ জ্ঞানসম্পন্ন যে তাঁহার পিতা এত সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার পূর্ণ অর্থ উপলব্ধি করিয়াছেন। তিনি যুবককে তাহার পিতৃরাজ্য প্রত্যার্পণ পূর্বক স্বীয় কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন।"

আখ্যান সমাপ্ত করিয়া বুদ্ধ কহিলেন, "ভ্রাতৃবৃন্দ, তোমরা আমার প্রচারিত ধর্মের অনুগামী হইয়া বিধিসঙ্গত রূপে আমার পুত্রের ন্যায় হইয়াছ। পিতৃদত্ত উপদেশ পদদলিত করা পুত্রগণের উচিত নয় ; অতঃপর আমার উপদেশের বশবর্তী হইও।"

তৎপরে ভিক্ষুগণ একত্র সমবেত হইয়া সঙ্ঘে একতার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলেন।

ভিক্ষুগণ তিরস্কৃত

একদা বুদ্ধ উন্মুক্ত বায়ুতে পাদুকাবিহীন বিচরণ করিতেছিলেন।

বুদ্ধকে পাদুকাবিহীন হইয়া বিচরণ করিতে দেখিয়া বয়স্কগণও পাদুকা পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু নবদীক্ষিতগণ বয়স্কদিগের অনুসরণ করিলেন না, তাঁহারা পাদুকা পরিধান করিয়া রহিলেন।

ভিক্ষুদিগের মধ্যে কেহ কেহ নবদীক্ষিতদিগের এই অসম্মানসূচক ব্যবহার দেখিয়া বুদ্ধের নিকট অভিযোগ করিলেন। বুদ্ধ নবীন ভিক্ষুদিগকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন :

"আমার জীবিতাবস্থায় যদি ভিক্ষুগণ পরস্পরকে সম্মান না করেন, তাহা হইলে আমার অবর্তমানে তাঁহারা কি করিবেন ?" বুদ্ধ সঙ্ঘের সংরক্ষণের জন্য উৎকণ্ঠা পরবশ হইয়া পুনরায় কহিলেন :

"ভিক্ষুগণ, সংসারাশ্রমস্থ গৃহস্থগণও জীবিকানির্বাহের জন্য শিল্পকর্মাদি অবলম্বন করিয়া স্বীয় শিক্ষকগণের প্রতি সম্মান ও স্নেহপরবশ হয় ও তাঁহাদিগের সৎকার করিয়া থাকে। তোমরা গৃহত্যাগ করিয়াছ, ধর্মের জন্য ও ধর্মের অধিকারী হইবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছ। তোমরা এরূপভাবে চলিবে যাহাতে সৌজন্যের নিয়মাবলী পালন করিতে পার, শিক্ষক ও জ্যেষ্ঠদিগের প্রতি কিংবা যাঁহারা উহাদের স্থানীয় তাঁহাদিগের প্রতি সম্মান ও স্নেহপরবশ হইতে পার তাঁহাদিগের সৎকার করিতে পার। তোমাদের আচরণ অ-দীক্ষিতদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দূরে রাখিবে।"

দেবদত্ত

সুপ্রবুদ্ধের পুত্র ও যশোধরার ভ্রাতা দেবদত্ত বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের ন্যায় খ্যাতনামা ও পূজিত হইবার বাসনা করিলেন। কিন্তু অকৃতকার্য হইয়া হিংসায় তিনি বুদ্ধের প্রতি বিদ্বেষপরবশ হইলেন ও ধর্মানুষ্ঠানে তাঁহাকে পরাজিত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার প্রবর্তিত নিয়মাবলীর ত্রুটি প্রদর্শনপূর্বক কঠোরতার অভাবের জন্য উহাদের অননুমোদন করিলেন।

দেবদত্ত রাজগৃহ নগরে গমন পূর্বক নৃপতি বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রুর বিশ্বাস লাভ করিলেন। অজাতশত্রু দেবদত্তের জন্য নূতন বিহার নির্মাণ পূর্বক এক নব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিলেন। ঐ সম্প্রদায় অতি কঠোর বিধি পালন ও আত্মনিগ্রহের ব্রত অবলম্বন করিলেন।

অনতিকাল পরে বুদ্ধ স্বয়ং রাজগৃহে আসিয়া বেণুবন বিহারে অবস্থান করিলেন।

দেবদত্ত বুদ্ধের নিকট আসিয়া অধিকতর পবিত্রতা লাভের অনুকূল তাঁহার প্রবর্তিত কঠোরতর নিয়মাবলীর অনুমোদন প্রার্থী হইলেন। তিনি কহিলেন :

"দ্বাত্রিংশ স্কন্ধ সম্বলিত দেহে পবিত্রতার অভাব। ইহার সূচনা পাপে ও

জন্ম অশুদ্ধিতে। ক্লেশ ও ক্ষণিকের লয় ইহার ধর্ম। ইহা কর্মের আধার এবং কর্ম আমাদিগের পূর্বজন্মার্জিত অভিসম্পাত। ইহা পাপ ও ব্যাধির আগার ও ইহার ইন্দ্রিয়সমূহ অবিরত ঘৃণাজনক মলাদি নিঃসরণ করে। ইহা মৃত্যুতে পর্যবসিত হয় ও শ্মশানক্ষেত্রই ইহার চরম লক্ষ্য। দেহের যখন এই অবস্থা তখন ইহাকে ঘৃণিত শবদেহের ন্যায় ব্যবহার করিয়া, শ্মশানে কিংবা গোময় স্তূপে নিক্ষিপ্ত ছিন্ন বস্ত্র দ্বারা ইহাকে আচ্ছাদিত করাই আমাদিগের উচিত।"

বুদ্ধ কহিলেন, "সত্য, দেহ অপবিত্রতায় পূর্ণ এবং শ্মশানক্ষেত্রই ইহার চরম লক্ষ্য, কারণ ইহা ক্ষণবিধ্বংসী এবং পঞ্চভূতে লয়ই ইহার নিয়তি। কিন্তু, যেহেতু ইহা কর্মের আধার, সেই হেতু ইহাকে পাপের আধারে পরিণত না করিয়া সত্যের মন্দিরে পরিণত করা তোমার ক্ষমতার অধীন। দেহের ভোগাসক্তির প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে, কিন্তু দৈহিক প্রয়োজনসমূহকে অবহেলা করিয়া অপবিত্রতার উপর মন নিক্ষেপ করাও অনুচিত। প্রদীপ অপরিস্কৃত থাকিলে ও তৈলপূরিত না হইলে নির্বাপিত হইবে, সেইরূপ দেহও অপরিস্কৃত ও অপরিচ্ছন্ন হইলে এবং অত্যাধিক কঠোরতার আচরণে দুর্বল হইলে সত্যের আলোক ধারণে অক্ষম হইবে। তোমার নিয়মাবলী শিষ্যবর্গকে আমার প্রবর্তিত মধ্যমার্গে লইয়া যাইবে না। অবশ্য যাঁহারা কঠোর নিয়ম পালনের পক্ষপাতী, কেহই তাঁহাদিগকে বাধা ধিতে পারে না, কিন্তু ঐ সকল নিয়ম পালনে কাহাকেও বাধ্য করা উচিত নয়, কারণ উহা অনাবশ্যক।"

এইরূপে তথাগত দেবদত্তের প্রস্তাব অনুমোদন করিতে অস্বীকার করিলে, দেবদত্ত বুদ্ধকে পরিত্যাগ করিলেন ও বিহারে প্রবেশপূর্বক বুদ্ধের প্রদর্শিত মুক্তিমার্গের কঠোরতার অভাব ও উহার অসম্যকত্ব ঘোষণা করিয়া উহার নিন্দা করিলেন।

বুদ্ধ দেবদত্তের ষড়যন্ত্রের কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "মানুষের মধ্যে এমন কেহ নাই যে নিন্দিত হয় না। মানুষ নীরব রহিলেও নিন্দিত হয়, মুখ হইতে বাক্য নিঃসরণ করিলেও নিন্দিত হয়, যিনি মধ্যমার্গ প্রচার করেন তিনিও নিন্দিত হন।"

দেবদত্ত অজাতশত্রুকে পিতা বিম্বিসারেয় বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া নিজে রাজা হইবার জন্য উত্তেজিত করিলেন; বিম্বিসারের মৃত্যুর পর অজাতশত্রু মগধের সিংহাসন লাভ করিলেন।

নূতন নৃপতি দেবদত্তের কুমন্ত্রণায় তথাগতের প্রাণনাশের আদেশ করিলেন। কিন্তু বুদ্ধকে হত্যা করিবার জন্য যাহারা প্রেরিত হইল, তাহারা তাহাদের দুষ্ট অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিল না। তাহারা বুদ্ধকে দেখিবামাত্র তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্বক তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিল। উচ্চ পর্বত হইতে বুদ্ধের উপর নিক্ষিপ্ত শিলাখণ্ড দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়া গেল, বুদ্ধের কোন অনিষ্টকরণে সক্ষম হইল না। বুদ্ধকে বিনাশ করিবার জন্য মুক্ত বন্য হস্তী তাঁহার সম্মুখীন হইয়া শান্ত হইল। অজাতশত্রু বিবেকের দংশনে ক্লিষ্ট হইয়া বুদ্ধের নিকট গমনপূর্বক শান্তির প্রার্থী হইলেন।

বুদ্ধ সমাদরে অজাতশত্রুকে মুক্তিমার্গ শিক্ষা দিলেন, কিন্তু দেবদত্ত তথাপি স্বতন্ত্র ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হইবার চেষ্টায় রহিলেন।

দেবদত্ত অকৃতকার্য হইলেন। অধিকাংশ শিষ্য কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তিনি পীড়িত ও অনুতপ্ত হইলেন। তিনি, যাহারা নিকটে ছিল তাহাদিগকে নিজের দেহ বুদ্ধের নিকট বহন করিয়া হইয়া যাইবার জন্য অনুনয় করিয়া কহিলেন, "বৎসগণ, আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাও; যদিও আমি তাঁহার অনিষ্ট করিয়াছি, তথাপি আমি তংহার শ্যালক। আমাদের সম্বন্ধের জন্য বুদ্ধ আমাকে রক্ষা করিবেন।" শিষ্যবর্গ অনিচ্ছায় তাঁহায় আদেশ পালন করিল।

বাহকেরা যখন হস্ত ধৌত করিতেছিল, তখন দেবদত্ত বুদ্ধকে দেখিবার আগ্রহাতিশয্যে শয্যা হইতে উত্থান করিলেন। কিন্তু তাঁহার পদদ্বয় তাঁহার ভার সহনে অক্ষম ছিল; তিনি ভূতলে পতিত হইলেন ও বুদ্ধের যশোগীতি গাহিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

লক্ষ্য

বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে কহিলেন:

"ভিক্ষুগণ, চতুরঙ্গ সত্যের উপলব্ধিকরণে অক্ষম হইয়াই আমরা সকলেই সংসারমার্গে বিচরণ করিয়া শ্রান্ত হইয়াছি।

"সংস্পর্শ হইতে চেতনাজনিত চিন্তার উৎপত্তি হয়, ঐ চিন্তা আকার ধারণ করিয়া পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। নিম্নতম আকার হইতে আরম্ভ করিয়া মন কর্মানুসারে উচ্চ অথবা নীচ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু বোধিসত্ত্বের লক্ষ্য জ্ঞান ও পবিত্রতার মার্গ অনুসরণ করিয়া পূর্ণ বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি।

"সর্ব্ব প্রাণীর জীবন পূর্ব এবং ইহ জন্মকৃত কর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

"মনুষ্যের বিবেকী প্রবৃত্তি সত্যালোকের কণা স্বরূপ; উচ্চ মার্গে গতির ইহাই প্রথম সোপান। কিন্তু সর্ব পবিত্রতার জনক, অপরিমেয় ধীশক্তিপ্রদায়ী মন ও অন্তরের উন্নতিবিধায়ক উচ্চতর জীবন লাভের জন্য পুনর্জন্মের প্রয়োজন।

"এই উচ্চতর জীবনলাভ পূর্বক সত্যের সন্ধান পাইয়া আমি তোমাদিগকে অত্যুৎকৃষ্ট মার্গ শিক্ষা দিয়াছি, ঐ মার্গ তোমাদিগকে শান্তির রাজ্যে লইয়া যাইবে।

"আমি তোমাদিগকে পাপ বাসনা ধৌতকারী অমৃত সাগরের সন্ধান দিয়াছি।

"আমি তোমাদিগকে সত্যানুধাবনের সঞ্জীবনী সুধা দান করিয়াছি। যে ঐ সুধা পান করিবে সে উত্তেজনা, অত্যাসক্তি ও গর্হিত কর্ম হইতে বিরত হইবে।

"যিনি আসক্তিমুক্ত হইয়া নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, দেবতারাও তাঁহার শান্তির প্রতি ঈর্ষা পরবশ হন। তাঁহার অন্তঃকরণ সর্বপ্রকার কলুষতা ও মোহ হইতে মুক্ত। পদ্ম যেরূপ জলে উৎপন্ন হইয়াও জলস্পৃষ্ট নহে, তিনিও তদ্রূপ।

"সর্বোচ্চ মার্গে বিচরণকারী মনুষ্য সংসারী হইলেও তাঁহার অন্তঃকরণ পর্থিব বাসনা মুক্ত।

"মাতা যেমন নিজ জীবন উপেক্ষা করিয়া একমাত্র সন্তানকে রক্ষা করে, তিনিও সেইরূপ সর্বপ্রাণীর মধ্যে অপরিমেয় উপচিকীর্ষার অনুশীলন করেন।

"মানব দণ্ডায়মান অবস্থায় কিম্বা পদক্ষেপে, জাগরণে কিম্বা নিদ্রায়, অসুস্থ কিম্বা সুস্থ দেহে, জীবনে কিম্বা মৃত্যুতে, মনের এইরূপ অবস্থা পোষণ করুক; কারণ অন্তঃকরণের এই অবস্থা জগতে সর্বোৎকৃষ্ট।

"যিনি চতুরঙ্গ সত্য অনুধাবন করিতেছেন না, তাঁহাকে এখনও পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণপূর্বক মোহ মরীচিকাবিশিষ্ট অবিদ্যার মরু ও পাপের জলাভূমি অতিক্রম করিয়া বহুদূর ভ্রমণ করিতে হইবে।

"কিন্তু ঐ সত্যের অনুধাবনে পুনর্জন্ম ও উদ্‌ভ্রান্তি বিদূরিত হইবে। লক্ষ্য হস্তগত হইবে। আত্মপরতা বিনষ্ট হইয়া সত্যলাভ হইবে।

"ইহাই প্রকৃত মুক্তি; ইহাই মোক্ষ; ইহাই স্বর্গ এবং ইহাই অমরত্বের পরমানন্দ।"

অতিমানুষিক ক্রিয়া নিষিদ্ধ

সুভদ্রের পুত্র জ্যোতিষ্ক একজন গৃহস্থ। তিনি রাজগৃহ নগরে বাস করিতেন। তিনি নিজ গৃহের সম্মুখে একটি দীর্ঘ কাষ্ঠখণ্ড সংস্থাপিত করিয়া তদুপরি চন্দনকাষ্ঠ নির্মিত ও বহু রত্নশোভিত একটি পাত্র রক্ষা করিয়া উহাতে লিখিয়া রাখিলেন: "যে শ্রমণ সোপান কিম্বা আকার্ষণী বিশিষ্ট দণ্ডের সাহায্য ব্যতিরেকে, ভৌতিক বিদ্যার সাহায্যে এই পাত্র গ্রহণ করিতে পারিবেন, তিনি যাহা বাসনা করিবেন তাহাই পাইবেন।"

জনগণ বিস্ময়াবিষ্ট ও প্রশংসাপূর্ণ হইয়া বুদ্ধের নিকট আগমন করিয়া কহিল, "তথাগত মহাপুরুষ। তাঁহার শিষ্যবর্গ অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করেন। বুদ্ধের শিষ্য কাশ্যপ জ্যোতিষ্কের দণ্ডোপরি পাত্র দেখিয়া হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক উহা গ্রহণ করিয়া বিজয়োল্লাসে উহা বিহারে লইয়া গিয়াছেন।"

বুদ্ধ এই ঘটনা শ্রবণপূর্ব্বক কাশ্যপের নিকট গমন করিয়া পাত্রটিকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিলেন ও শিষ্যবর্গকে কোন প্রকার অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করিতে নিষেধ করিলেন।

এই ঘটনার অনতিকাল পরে বর্ষা ঋতুতে বহু ভিক্ষু বৃজ্জিরাজ্যে বাস করিতেছিলেন। ঐ সময়ে সেখানে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। জনৈক ভিক্ষু প্রস্তাব করিলেন যে তাঁহারা গ্রামবাসীগণের নিকট পরস্পরের প্রশংসা করিয়া কহিবেন: "এই ভিক্ষু সিদ্ধ পুরুষ; তিনি দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন। ঐ ভিক্ষু অলৌকিক গুণসম্পন্ন; তিনি অতিমানুষিক ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারেন।" গ্রামবাসীরা কহিল: "আমাদের অতিশয় সৌভাগ্য যে, এইরূপ সিদ্ধ পুরুষগণ বর্ষায় আমাদিগের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন।" ইহা কহিয়া তাহারা স্বেচ্ছায় প্রচুর পরিমাণে দান করিল। ভিক্ষুগণ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিলেন, দুর্ভিক্ষের জন্য তাঁহাদের কোন কষ্ট হইল না।

বুদ্ধ ইহা শুনিয়া ভিক্ষুদিগকে একত্রিত হইবার জন্য আনন্দকে আদেশ করিলেন ও তাঁহাদিগকে কহিলেন: "ভিক্ষুগণ, বল, কখন ভিক্ষু ভিক্ষুনামের অযোগ্য হয়?"

শারিপুত্র কহিলেন:

"অভিষিক্ত ভিক্ষু কোন অপবিত্র আচরণ করিবেন না। উহা করিলে তিনি শাক্যমুনির শিষ্য নহেন।

"পুনশ্চ, অভিষিক্ত ভিক্ষু যাহা দত্ত তদ্ভিন্ন অন্য কিছু গ্রহণ করিবেন না। যিনি করেন, গৃহীত দ্রব্যের মূল্য এক কপর্দকমাত্র হইলেও, তিনি আর শাক্যমুনির শিষ্য নহেন।

"সর্বশেষে, অভিষিক্ত ভিক্ষু জ্ঞাতসারে এবং অসূয়াপরবশ হইয়া কোন নির্দোষ প্রাণীর জীবন নাশ করিবেন না, সে প্রাণী কিঞ্চুলুকই হউক কিম্বা পিপীলিকাই হউক। যে ভিক্ষু জ্ঞানতঃ এবং বিদ্বেষপরবশ হইয়া নির্দোষ প্রাণীর জীবন নাশ করেন, তিনি আর শাক্যমুনির শিষ্য নহেন।

"ইহাই ত্রিবিধ নিষেধবিধি।"

তদনন্তর বুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ঃ

"অপর একটি গুরুতর নিষেধবিধি আছে। তাহা এই-—

"অভিষিক্ত ভিক্ষু অলৌকিক ক্ষমতার গর্ব করিবেন না। যে ভিক্ষু মন্দ অভিপ্রায়ে ও লোভপরবশ হইয়া অলৌকিক ক্ষমতার গর্ব করেন, উহা দিব্য দৃষ্টিই হউক কিম্বা ভৌতিক ক্রিয়াই হউক, তিনি আর শাক্যমুনির শিষ্য নহেন।

"ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে নিষেধ করিতেছি, মন্ত্র ও প্রার্থনার ব্যবহার করিও না, কারণ উহা নিস্ফল, যেহেতু সর্ববস্তু কার্মিক নিয়মের অধীন। যিনি অতিমানুষিক ক্রিয়া সম্পাদনের চেষ্টা করেন, তিনি তথাগতের প্রবর্তিত ধর্ম অনুধাবন করেন নাই।"

সাংসারিকতার অসারতা

চে নামক একজন কবি ছিলেন। তিনি নির্মল সত্যের অনুসন্ধান পাইয়াছিলেন ও বুদ্ধে বিশ্বাসী ছিলেন। বুদ্ধের শিক্ষা হইতে তিনি মানসিক শান্তি ও সন্তাপে সান্ত্বনা পাইয়াছিলেন।

তিনি যেখানে বাস করিতেন, সেখানে এক সময় মহামারীর আবির্ভাব হইয়া বহু লোক নষ্ট হইল। অধিবাসীবর্গ ভীত হইল। কেহ কেহ ভয়ে কম্পিত হইয়া বিনাশের অপেক্ষায় মৃত্যুর পূর্বেই উহার বিভীষিকায় উৎপীড়িত হইল। কেহ কেহ সানন্দে উচ্চকণ্ঠে কহিল, "অদ্য আমরা উপভোগ করিয়া লই, কারণ কল্য আমরা বাঁচিয়া থাকিব কি না জানি না।" কিন্তু তাহাদের হাস্য অকৃত্রিম আনন্দের প্রকাশক নয়, উহা ভান মাত্র।

ভয়কম্পিত এই সকল সাংসারিক নরনারীর মধ্যে ঐ মহামারীর সময় বৌদ্ধ কবি পূর্ব স্বভাবানুসারে, স্থির ও নিশ্চল রহিয়া যথাসম্ভব সাহায্যদান ও

পীড়িতের সেবা করিলেন এবং ঔষধাদি ও ধর্মোপদেশ দ্বারা তাহাদের যন্ত্রণার উপশম করিলেন।

এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া কহিল :

"আমি ভীত ও ত্রস্ত, যেহেতু আমার সম্মুখে বহুলোক মরিতেছে। আমি অপরের জন্য চিন্তিত নই, আমি নিজের জন্য কম্পিত। দয়া করিয়া আমার শঙ্কার অপনোদন করুন।"

কবি উত্তর করিলেন : "অপরকে করুণা করিলে নিজেরও করুণাপ্রাপ্তি হয় ; কিন্তু যতক্ষণ তুমি মাত্র নিজের জন্য চিন্তাকুল, ততক্ষণ তুমি দয়ার যোগ্য হইবে না। দুঃসময় মানুষকে পরীক্ষা করিয়া তাহাকে সাধুতা ও বদান্যতা শিক্ষা দেয়। চতুর্দিকস্থ শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়াও তুমি স্বার্থান্ধ হইতে পার? ভ্রাতা, ভগ্নী ও মিত্রের ক্লেশ দেখিয়াও তুমি নিজের হীন আকাঙ্ক্ষা ও লালসা বর্জন করিতে পার না?"

ভোগাসক্ত ব্যক্তিটির মনের শূন্যতা লক্ষ্য করিয়া বৌদ্ধকবি একটি সঙ্গীত রচনা করিয়া উহা বিহারস্থ ভিক্ষুগণকে শিক্ষা দিলেন। সঙ্গীতটি এই :

"যতক্ষণ বুদ্ধে আশ্রয় না লইতেছ, নির্বাণে শান্তিলাভ না করিতেছ, ততক্ষণ সবই বৃথা, শূন্য, অসার। সাংসারিকতা ও জীবনের উপভোগের কোন মূল্য নাই। জগৎ ও মনুষ্য ছায়ামাত্র, স্বর্গের আশা মরীচিকাস্বরূপ।

"সংসারাসক্ত ব্যক্তি সুখান্বেষী হইয়া পিঞ্জরাবদ্ধ কুক্কুটের ন্যায় পুষ্ট হয়। বৌদ্ধ সাধু মুক্ত সারসের ন্যায় দূর আকাশে উড্ডীয়মান হন। পিঞ্জরাবদ্ধ কুক্কুট খাদ্যপুষ্ট, কিন্তু সত্বরেই সে পাকপাত্রে সিদ্ধ হইবে। বন্য সারসকে কেহ খাদ্য প্রদান করে না, তথাপি স্বর্গ ও মর্ত্য তাহার।"

কবি কহিলেন : "দুঃসময় আসিয়া মনুষ্যকে শিক্ষা দিতেছে ; তথাপি কেহ অবধান করিতেছে না।" তিনি সাংসারিকতার অসারতা সম্বন্ধে আর একটি কবিতা রচনা করিলেন :

"সংস্কার হিতকর, মনুষ্যকে সংস্কৃত হইতে উদ্বোধিত করাও হিতকর। পার্থিব সমস্ত বস্তু বিনষ্ট হইবে। অপরে উদ্বেগগ্রস্ত হইয়া মরিলেও আমার চিত্ত শান্ত ও নির্মল রহিবে।

"মানুষ সুখের অন্বেষণ করে, কিন্তু তৃপ্তি পায় না ; ধনপিপাসী হইয়া তাহারা কখনই তৃপ্ত হয় না। তাহারা রজ্জুসংলগ্ন পুত্তলিকার ন্যায়। রজ্জু ছিন্ন হইলে তাহারাও আঘাত পাইয়া ভূতলে পতিত হয়।

"মৃত্যুর রাজ্যে বৃহৎ ক্ষুদ্র নাই। স্বর্ণ, রৌপ্য ও বহুমূল্য রত্নের ব্যবহার নাই। উচ্চ ও নীচের পার্থক্য নাই। দিনের পর দিন মৃতদেহ তৃণ ও মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত হইতেছে।

"পশ্চিমাচলের পশ্চাতে অস্তমান সূর্যের প্রতি চাহিয়া দেখ। তুমি শয্যায় বিশ্রাম লাভ করিতে চাও, কিন্তু কুক্কুটের রব ত্বরায় প্রভাত ঘোষণা করিবে। এখনই নিজের সংস্কার সাধন কর, বিলম্বে সুযোগ হারাইবে। এখনও সময় আছে এরূপ মনে করিও না, কারণ সময় শীঘ্রই চলিয়া যায়।

"সংস্কার হিতকর, মনুষ্যকে সংস্কৃত হইতে উদ্বোধিত করাও হিতকর। পবিত্র জীবন যাপন পূর্বক বুদ্ধে আশ্রয় লওয়া হিতকর। তোমার ধীশক্তি আকাশস্পর্শী হইতে পারে, তোমার ধন অপরিমেয় হইতে পারে—কিন্তু নির্বাণের শান্তিলাভ না করিলে সবই বৃথা।"

গোপন ও প্রকাশ

বুদ্ধ কহিলেন: 'শিষ্যগণ, গোপনের ত্রিবিধ বিশেষ লক্ষণ আছে: প্রেম-মূলক ঘটনাবলী, যাজকোচিত জ্ঞান এবং সত্য পথ হইতে সর্বপ্রকার বিচলন।

"প্রেমাসক্তা নারী প্রকাশ পরিহার পূর্বক গোপনের আশ্রয় লয়; যাজক-দিগের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া প্রচার করেন, তাঁহারা প্রকাশ পরিহার পূর্বক গোপনের আশ্রয় লন; যাহারা সত্যপথভ্রষ্ট তাহারা প্রকাশ পরিহারপূর্বক গোপনের আশ্রয় লয়। শিষ্যগণ, জগতে ত্রিবিধ বস্তু দীপ্তিদায়ী, তাহাদিগকে লুক্কায়িত করা যায় না। উহারা কি কি?

"চন্দ্র জগতকে আলোকিত করে, উহাকে লুক্কায়িত করা যায় না; সূর্য জগতকে আলোকিত করে, উহাকে লুক্কায়িত করা যায় না; তথাগত প্রচারিত সত্য জগতকে আলোকিত করে, উহাকে লুক্কায়িত করা যায় না। এই ত্রিবিধ বস্তু জগতে আলোক-বিতরণকারী, উহাদিগকে লুক্কায়িত করা যার না।"

দুঃখের বিনাশ

বুদ্ধ কহিলেন: বন্ধুগণ, অমঙ্গল কি?

"প্রাণনাশ অমঙ্গল, চৌর্য অমঙ্গল, কামাসক্তি অমঙ্গল, অনৃতভাষণ অমঙ্গল, পরনিন্দা অমঙ্গল, পরগ্লানি অমঙ্গল, জল্পনাপ্রিয়তা অমঙ্গল, হিংসা অমঙ্গল, দ্বেষ অমঙ্গল, মিথ্যা ধর্মানুরক্তি অমঙ্গল। এই সমুদয় অমঙ্গল।"

"পুনশ্চ, অমঙ্গলের মূল কি ?

"তৃষ্ণা অমঙ্গলের মূল, দ্বেষ অমঙ্গলের মূল, মোহ অমঙ্গলের মূল ; ইহারা অমঙ্গলের মূল।"

"কিন্তু মঙ্গল কি ?

"চৌর্যে অনাসক্তি মঙ্গল, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা হইতে মুক্তি মঙ্গল, মিথ্যা ভাষণ-পরিহার মঙ্গল, পরনিন্দা-বর্জন মঙ্গল, নির্দয়তার দমন মঙ্গল, জল্পনা-বর্জন মঙ্গল, হিংসার দূরীকরণ মঙ্গল, দ্বেষের বিমোচন মঙ্গল, সত্যের পালন মঙ্গল ; এই সমুদয় মঙ্গল।"

"পুনশ্চ, মঙ্গলের মূল কি ?

"তৃষ্ণা হইতে মুক্তি মঙ্গলের মূল, বিদ্বেষ ও মোহের বিমোচন মঙ্গলের মূল ; ইহারা মঙ্গলের মূল।"

"কিন্তু, ভ্রাতৃগণ, দুঃখ কি ? দুঃখের মূল কি ? দুঃখের নিবৃত্তি কি ?

"জন্ম দুঃখ, বার্ধক্য দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ, শোক ও যন্ত্রণা দুঃখ, সন্তাপ ও নৈরাশ্য দুঃখ, ঘৃণাজনক বস্তুর সহিত মিলন দুঃখ, প্রিয় বস্তুর নাশ এবং আকাঙ্ক্ষিতের অপ্রাপ্তি দুঃখ ; এই সমুদয় দুঃখ।"

"পুনশ্চ, দুঃখের মূল কি ?

"লালসা, রিপুপরবশতা ও জীবনের তৃষ্ণাই দুঃখের মূল। জীবনের তৃষ্ণা সর্বস্থানে সুখান্বেষী হইয়া পুনঃপুনঃ জন্মে অবসিত হয়। ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, বাসনা, আত্মপরতা—এই সমুদয় দুঃখের মূল।"

"দুঃখের নিবৃত্তি কি ?

"তৃষ্ণার সম্পূর্ণ বিনাশ এবং রিপুপরবশতা হইতে মুক্তি—ইহাই দুঃখের নিবৃত্তি।"

"দুঃখের নিবৃত্তির মার্গ কি ?

"উহা বিশুদ্ধ অষ্টাঙ্গ মার্গ। অষ্টাঙ্গ মার্গ এই—যথার্থ বোধ, যথার্থ বিচার, যথার্থ উক্তি, যথার্থ কার্য, যথার্থ জীবিকা, যথার্থ উদ্যম, যথার্থ চিন্তা এবং যথার্থ ধ্যান।

"ধর্মপ্রাণ যুবক এইরূপে দুঃখ ও দুঃখের কারণ, দুঃখের বিনাশ এবং দুঃখ-নিবৃত্তির পথ প্রদর্শনকারী মার্গ অনুধাবন পূর্বক সর্বথা রিপুপরবশতার পরিহার, ক্রোধের দমন, 'আত্মনের' বৃথা অহমিকার ধ্বংস সাধন করিয়া অবিদ্যার দূরীকরণ করিলে, ইহজীবনেই সর্বপ্রকার দুঃখের নাশ করিবেন।"

দশবিধ অশুভের পরিহার

বুদ্ধ কহিলেন : "প্রাণীগণের কর্মসমূহ দশবিধ বস্তুদ্বারা অশুভে পরিণত হয় এবং ঐ দশবিধ বস্তুর বর্জনে উহারা শুভে পরিণত হয়। দেহের অশুভ ত্রিবিধ, জিহ্বার চতুর্বিধ ও মনের ত্রিবিধ।

"নরহত্যা, চৌর্য ও ব্যভিচার দেহের এই ত্রিবিধ অশুভ ; মিথ্যা-ভাষণ, পরনিন্দা, পরগ্লানি এবং জল্পনা—জিহ্বার চতুর্বিধ অশুভ ; লোভ, দ্বেষ ও ভ্রান্তি—মনের ত্রিবিধ অশুভ।

"আমি তোমাদিগকে এই দশবিধ অশুভ পরিহার করিতে শিক্ষা দিতেছি :

"১—প্রাণনাশ করিও না, উহাকে সম্মান করিও।

"২—অপহরণ করিও না, অথবা বলপূর্বক কাহাকেও বঞ্চিত করিও না, সকলকেই নিজের পরিশ্রমের ফল ভোগ করিতে সাহায্য কর।

"৩—অপবিত্রতা পরিহার পূর্বক বিশুদ্ধ জীবন যাপন করিবে।

"৪—মিথ্যা কহিও না, সদা সত্য কহিবে। বিমৃষ্যকারিতার সহিত, নির্ভীক চিত্তে ও প্রসন্ন হৃদয়ে সত্য কহিবে।

"৫—দুঃসংবাদের সৃষ্টি করিও না, অথবা উহার পুনরাবৃত্তি করিও না। ছিদ্রান্বেষণ করিবে না, অপরের গুণ দর্শন করিও, উহা করিলে তুমি শত্রুর বিরুদ্ধে মানুষকে রক্ষা করিতে পারিবে।

"৬—শপথ করিও না ; শিষ্টতা ও মর্যাদার সহিত কথা কহিবে।

"৭—বৃথা জল্পনায় সময় নষ্ট করিও না, প্রয়োজন মত কথা কহিবে, অন্যথা নির্বাক রহিবে।

"৮—লোভ কিম্বা হিংসা করিও না, অপরের সৌভাগ্যে আনন্দ প্রকাশ করিও।

"৯—বৈরীভাব হইতে হৃদয়কে মুক্ত করিবে, হৃদয়ে বিদ্বেষ পোষণ করিও না, শত্রুর বিরুদ্ধেও নয় ; সর্বপ্রাণীর প্রতি দয়াপরবশ হইবে।

"১০—মনকে অবিদ্যামুক্ত করিয়া সত্যে উপনীত হইবার জন্য আন্তরিক প্রয়াস করিবে ; জীবনে যাহা সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ঐ উদ্যম বিশেষভাবে তাহারই জন্য। উহার অভাবে তুমি সর্ববিষয়ে সন্দিহান হইয়া অবিশ্বাসী হইতে পার কিম্বা ভ্রমে পতিত হইতে পার। অবিশ্বাস ঔদাসীন্য আনয়ন করিবে ও ভ্রম তোমাকে বিপথে চালিত করিবে। এরূপ অবস্থায় তুমি অমরত্বের মহান মার্গ দেখিতে পাইবে না।"

ধর্ম্মোপদেশকের কর্ত্তব্য

বুদ্ধ শিষ্যবর্গকে কহিলেন ঃ

"দেহান্তে যখন আমি আর তোমাদিগের সহিত বাক্যালাপ করিব না ও ধর্মোপদেশ দ্বারা তোমাদের চিত্তকে উন্নত করিব না, তখন তোমাদের মধ্য হইতে ভদ্রকুলোদ্ভব শিক্ষিত পুরুষ নির্বাচন করিয়া লইবে, ঐ সকল পুরুষগণ আমার পরিবর্তে সত্যের প্রচার করিবেন। ঐ নির্বাচিতদিগকে তথাগতের পরিচ্ছদে ভূষিত করিবে এবং তথাগতের আবাসে বাস করিতে দিবে ও তথাগতের বেদী অধিকার করিতে দিবে।

"মহান তিতিক্ষা ও সহিষ্ণুতা তথাগতের পরিচ্ছদ। দান ও বিশ্বজনীন প্রীতি তথাগতের আবাস। ধর্মার্থ ও ক্ষেত্রবিশেষে তাহার প্রয়োগ ধর্মের এই উভয়বিধ অঙ্গের সম্যক উপলব্ধি তথাগতের বেদী।

"উপদেশক নিঃশঙ্কচিত্তে সত্যালোচনা করিবেন। সম্পূর্ণ ও স্বীয় ব্রতের প্রতি অবিচলিত বিশ্বস্ততা তাঁহার প্ররোচনা শক্তির মূল হইবে।

"প্রচারক স্বীয় কর্তব্যোপযুক্ত সীমার মধ্যে অবস্থান পূর্বক স্থিরলক্ষ্য হইবেন। একদিকে যেমন উচ্চপদস্থের সঙ্গলাভ দ্বারা তিনি অসার গর্বের প্রশ্রয় দিবেন না, অপরদিকে তেমনি তিনি তুচ্ছ দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তির সঙ্গ পরিহার করিবেন। প্রলোভনে পতিত হইলে তিনি অহর্নিশি বুদ্ধকে চিন্তা করিবেন, অন্তে তিনি জয়ী হইবেন।

"উপদেশ শ্রবণে আগত সর্বজনকে প্রচারক হিতৈষণার সহিত অভ্যর্থনা করিবেন ও তাঁহার উপদেশ দ্বেষপ্রবর্তকতা-বর্জিত হইবে।

"উপদেশক ছিদ্রান্বেষী হইবেন না, কিম্বা অপর প্রচারকের নিন্দা করিবেন না; তিনি কলঙ্ক রটনা কিম্বা কর্কশ বাক্যের উচ্চারণ করিবেন না। তিনি অপরাপর শিষ্যবর্গের নামোল্লেখ পূর্বক তাহাদিগকে তিরস্কার করিবেন না কিম্বা তাহাদের আচরণের নিন্দাবাদ করিবেন না।

"যথাবিধি অন্তর্বাসের সহিত নির্মল উত্তম বর্ণরঞ্জিত পরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া বিশুদ্ধচিত্তে ও সর্বজগতের প্রতি প্রীতিপূর্ণ হইয়া তিনি বেদীতে আরোহণ করিবেন।

"স্বীয় ক্ষমতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত তিনি কলহোত্তেজক বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইবেন না, তিনি শান্ত ও ধীর হইবেন।

"তাঁহার অন্তঃকরণ দ্বেষহীন হইবে। তিনি কখনই সর্বভূতে দয়ার প্রবৃত্তি বর্জন করিবেন না। যাহাতে সর্বপ্রাণী বুদ্ধত্ব লাভ করে তাহাই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য হইবে।

"উপদেশক সোৎসাহে নিজ কর্তব্যে প্রবৃত্ত হইবেন, ফলে তথাগত তাঁহাকে বিশুদ্ধ ধর্মের অপূর্ব শ্রী প্রদর্শন করাইবেন। তথাগতের আশীর্বাদ-প্রাপ্তরূপে তিনি সম্মানিত হইবেন। তথাগত উপদেশককে যেরূপ আশীর্বাদ করেন, সেইরূপ যাহারা সম্মানের সহিত উপদেশ শ্রবণ করে এবং সানন্দে ধর্মের অনুবর্তী হয় তাহাদিগকেও আশীর্বাদ করেন।

"সত্যের গ্রহীতা মাত্রেই পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্ত হইবেন। তথাগতের প্রচারিত ধর্মের প্রকৃতই এত ক্ষমতা যে, উহার মাত্র একটি শ্লোক পাঠ করিয়া কিম্বা একটি বাক্য আবৃত্তি ও অনুলিপি করিয়া এবং স্মরণ রাখিয়া মানুষ সত্যে দীক্ষিত হইয়া অশুভ হইতে ত্রাণকারী পবিত্রতার মার্গে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়।

"যাহারা অপবিত্র অনুরক্তিতে বিচলিত, তাহারা বাণী শ্রবণ করিয়া বিশুদ্ধ হইবে। সংসারের মূঢ়তাবিমুগ্ধ অজ্ঞ ধর্মের গভীরতা চিন্তা করিয়া জ্ঞান লাভ করিবে। যাহারা বিদ্বেষ পরিচালিত তাহারা বুদ্ধে আশ্রয় লইয়া উপচিকীর্ষা ও প্রীতিপূর্ণ হইবে।

"উপদেশক উদ্যম, উৎসাহ ও আশাপূর্ণ হইবেন, তিনি অক্লান্ত হইবেন এবং অন্ত্য সফলতা সম্বন্ধে কখনই নিরাশ হইবেন না।

"উপদেশক মরুভূমিতে জলান্বেষী কূপ খননকারী মনুষ্যের ন্যায় হইবেন। সে জানে যে, বালু যতক্ষণ শুষ্ক ও শ্বেতবর্ণ ততক্ষণ জল অনেক দূরে। কিন্তু তাহাতে সে বিচলিত হইবে না কিম্বা হতাশ হইয়া যাহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহা পরিত্যাগ করিবে না। শুষ্ক বালু স্থানান্তরিত করিতে হইবে, তবে গভীরতর খনন সম্ভব হইবে। খনন যতই গভীরতর হইবে, প্রায়শঃই জল ততই শীতল, নির্মল ও শ্রান্তি নিবারক হইবে।

"অনেকক্ষণ খননের পর যখন সে আর্দ্র বালু দেখিতে পায়, তখন সে বুঝিতে পারে যে জল নিকটে।

"যতক্ষণ জনসাধারণ মনোযোগপূর্বক সত্যবাণী শ্রবণ না করিবে, উপদেশক জানেন ততক্ষণ তাঁহাকে তাহাদিগের হৃদয়ে গভীরতর খনন করিতে হইবে; কিন্তু যখন তাহারা তাঁহার প্রচারিত বাক্য মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করিতে আরম্ভ করে, তিনি বুঝিতে পারেন তাহাদের জ্ঞানলাভ নিকট।

"তোমরা সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভূত ও শিক্ষিত, তোমরা তথাগতের বাণী প্রচার করিবার ব্রত গ্রহণ করিতেছ, তথাগত তোমাদের হস্তে পবিত্র সত্য ধর্ম ন্যস্ত করিতেছেন।

"এই সত্য ধর্ম গ্রহণ কর, রক্ষা কর, অধ্যয়ন ও পুনরধ্যয়ন কর, উহার অন্তরে প্রবেশ কর, উহার প্রকাশ সাধন কর এবং সর্ববিশ্বে সর্ব প্রাণীর নিকট উহার প্রচার কর।

"তথাগত লোভপরবশ কিম্বা সঙ্কীর্ণচিত্ত নহেন, পূর্ণ বুদ্ধ-জ্ঞান লাভ করিতে যাহারা প্রস্তুত ও ইচ্ছুক, তিনি তাহাদিগকে উহা দান করিতে প্রস্তুত। তোমরাও তাঁহার মত হও। তাঁহার অনুকরণ কর, তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া বদান্যতার সহিত সত্য প্রদর্শন ও দান কর।

"ধর্মের হিতকর সান্ত্বনাদায়ক বাণী শ্রবণ করিয়া যাহারা প্রীত হয়, তাহাদিগকে একত্রিত কর; যাহারা অবিশ্বাসী তাহাদিগকে সত্যানুসরণে প্রবৃত্ত করাইয়া তাহাদের আনন্দ বিধান কর। তাহাদিগকে উত্তেজিত কর, উন্নীত কর, উচ্চ হইতে উচ্চতর মার্গে লইয়া যাও, অবশেষে তাহারা সত্যের সম্মুখীন হইবে, সত্যের অপূর্ব যুক্তি ও অনন্ত মহিমা অবলোকন করিবে।"

তদনন্তর শিষ্যবর্গ কহিলেন:

"তুমি করুণানন্দ, সর্বগুণাধার, উদারচিত্ত, তুমি জীবের অনিষ্টকারী অগ্নির নির্বাপক, তুমি অমৃত নিষেক কর, ধর্মের বারি বর্ষণ কর!

"দেব, তথাগত যেরূপ আদেশ করিতেছেন, আমরা সেইরূপই করিব। আমরা তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিব, তাঁহার আজ্ঞানুবর্তী হইব।"

শিষ্যবর্গের এই অঙ্গীকার বিশ্বে ধ্বনিত হইল। যে সকল বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করিয়া ভাবী লোকসমূহকে সত্য ধর্ম শিক্ষা দিবেন, ঐ অঙ্গীকার প্রতিধ্বনির ন্যায় তাঁহাদিগের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিল।

তদনন্তর মহাপুরুষ কহিলেন: "পরাক্রান্ত নৃপতি ন্যায়পরায়ণতার সহিত রাজ্য শাসন করিলে ঈর্ষা পরবশ শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে যেমন রিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন, তথাগতও সেইরূপ। সৈন্যগণকে যুদ্ধ নিরত দেখিয়া রাজা তাহাদের শৌর্যে প্রীত হইয়া তাহাদিগকে প্রভূত সম্পদ দান করেন। তোমরা তথাগতের সৈন্য; মার মূর্ত অশুভ, শত্রু; ঐ শত্রুকে জয় করিতে হইবে। তথাগত তাঁহার সৈন্যগণকে নির্বাণ পুরী দান করিবেন, উহা

সদ্ধর্মের প্রধান নগর। শত্রু পরাজিত হইলে ধর্মরাজ তাঁহার শিষ্যগণকে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান যে মুকুট-রত্ন পূর্ণ আলোক, দিব্যজ্ঞান এবং অবিচ্ছিন্ন শান্তি আনয়ন করে, ঐ রত্ন দান করিবেন।”

শিক্ষক বুদ্ধ

ধর্মপদ

বুদ্ধের শিষ্যবর্গের অনুসৃত ধর্মপদ এই :

প্রাণীগণ মন হইতে নিজ নিজ প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়; তাহারা মন চালিত এবং মন গঠিত। মনই পবিত্রতা ও অপবিত্রতার উৎপত্তি স্থান।

মানুষ নিজেই অশুভ সম্পাদন করে; মানুষ নিজেই নিজের ক্লেশের জনক; অশুভের পরিহার মানুষ নিজেই করিতে পারে; মানুষ নিজেই নিজের পবিত্রতা সাধন করিতে পারে। পবিত্রতা ও অপবিত্রতা নিজেরই মধ্যে, কেহ কাহাকেও পবিত্র করিতে পারে না।

তোমাকে নিজে প্রয়াস করিতে হইবে। যাঁহারা তথাগত তাঁহারা মাত্র উপদেশক। মার্গে প্রবেশকারী চিন্তাশীলগণ মারের দাসত্ব হইতে মুক্ত।

উত্থান করিবার সময় হইলে যে নিজেকে উত্থিত করে না, সে তরুণ ও শক্ত হইয়াও আলস্যপূর্ণ। যাহার ইচ্ছাশক্তি ও চিন্তা বলহীন, সেই অকর্মণ্য ও অলস মনুষ্য জ্ঞানালোকে প্রবেশ মার্গ কখনই দেখিতে পাইবে না।

মানুষ যদি নিজের কাছে নিজে প্রিয় হয়, তাহা হইলে সে সতর্ক হইয়া নিজেকে পর্যবেক্ষণ করিবে। যে নিজেকে রক্ষা করে, সত্য তাহাকে রক্ষা করেন।

মানুষ অপরকে যেরূপ হইতে শিক্ষা দেয়, নিজেও যদি সেইরূপ হয়, তাহা হইলে যেহেতু সে নিজে সংযত, সেই হেতু সে অপরকে সংযত করিতে পারে; নিজের সংযম সাধন করা প্রকৃতই কঠিন।

যদি একজন যুদ্ধে সহস্রবার সহস্র ব্যক্তিকে পরাজিত করে এবং অপর একজন যদি মাত্র নিজেকে জয় করিতে পারে, তাহা হইলে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ বিজেতা।

যাহারা নির্বোধ—উহারা জন সাধারণই হউক কিম্বা যাজক মণ্ডলীভুক্তই

হউক—তাহারাই চিন্তা করে, "ইহা 'আমার' কৃত। অপরে 'আমার' আজ্ঞানুবর্তী হউক। এই ব্যাপারে 'আমি' যাহা করিব তাহা সুপ্রকাশিত হইবে।"

যাহারা নির্বোধ তাহারা কর্তব্য পরিপালনের জন্য কিম্বা লক্ষ্যের জন্য যত্ন করে না, তাহারা কেবল স্বার্থ চিন্তাই করিয়া থাকে। সর্ববস্তুতে তাহারা আত্মগরিমার প্রতিষ্ঠা করে।

মন্দ এবং আমাদিগের নিজের অশুভ সংঘটনকারী কর্মসমূহ সহজেই কৃত হয়, যাহা উপকারী ও মঙ্গলকর তাহা সাধন করা অতি কঠিন।

যাহা করিতে হইবে তাহা সম্পাদন কর, সতেজে উহাতে প্রবৃত্ত হও।

হায়! অনতিবিলম্বে এই দেহ মৃত্তিকায় শায়িত হইবে, তখন উহা ঘৃণিত ও অব্যবহার্য কাষ্ঠ খণ্ডের ন্যায় বোধ-শক্তি রহিত; তথাপি আমাদিগের চিন্তাসমূহ রহিবে। ঐ সকল চিন্তা পুনর্বার চিন্তিত হইয়া ফল প্রসব করিবে। সুচিন্তা সুফল প্রসব করিবে, কুচিন্তা কুফল-প্রসূ হইবে।

ঐকান্তিকতা অমরত্বের মার্গ, চিন্তাহীনতা মৃত্যুর মার্গ। যাহারা একান্তচিত্ত তাহাদের মৃত্যু হয় না; যাহারা চিন্তাহীন তাহারা এখনই মৃত।

যাহারা অসত্যে সত্যের কল্পনা করে এবং সত্যে অসত্য দর্শন করে, তাহারা কখনই সত্যে উপনীত হয় না, তাহারা বৃথা বাসনার অনুসরণ করে। যাহারা সত্যে সত্য এবং অসত্যে অসত্য উপলব্ধি করে, তাহারাই সত্যে উপনীত হয়, তাহারাই সত্য কামনার অনুগামী হয়।

গৃহ উত্তম রূপে তৃণাচ্ছাদিত না হইলে যেমন বৃষ্টি তদভ্যন্তরে প্রবেশ করে সেইরূপ অভিনিবেশহীন চিত্তে দ্বেষাদি প্রবেশ লাভ করে। উত্তমরূপে তৃণাচ্ছাদিত গৃহাভ্যন্তরে যেরূপ বৃষ্টি প্রবেশ করে না, সেইরূপ অভিনিবেশ সম্পন্ন চিত্তে দ্বেষাদি প্রবেশ করে না।

যাহারা কূপ খনন করে, তাহারা যথা ইচ্ছা জল চালিত করে; তীর নির্মাণকারী ধনুকে বক্র করে; সূত্রধর কাষ্ঠ খণ্ডকে বক্র করে; জ্ঞানীগণ স্বচালিত; নিন্দা ও সুখ্যাতির মধ্যে তাঁহারা বিচলিত হন না। ধর্ম কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা নির্মল, গভীর, স্নিগ্ধ ও স্থির জলাশয়ের ন্যায় হইয়া থাকেন।

কেহ যদি মন্দ অভিপ্রায়ে কথা কহে কিম্বা কার্য করে, তাহা হইলে চক্র যেমন শকট বহনকারী বৃষের অনুসরণ করে, সেইরূপ দুঃখ তাহাকে অনুসরণ করে।

কুকর্ম না করাই শ্রেয়ঃ, কারণ মানুষকে ইহার জন্য পরে অনুতপ্ত হইতে হইবে; সুকর্ম করাই শ্রেয়ঃ, কারণ ইহার জন্য কাহাকেও অনুতপ্ত হইতে হইবে না।

মানুষ যদি একবার পাপ করে, সে যেন পুনর্বার তাহা না করে; পাপ করিয়া যেন সে আনন্দ অনুভব না করে; দুঃখ পাপের ফল। মানুষ একবার সৎকর্ম করিলে পুনর্বার তাহাই করুক; সে তাহাতে আনন্দ লাভ করুক; সুকর্মের ফল সুখ।

"পাপ আমাকে স্পর্শ করিবে না" এইরূপ মনে করিয়া মানুষ যেন উহাকে অবহেলা না করে। বিন্দু বিন্দু বারি পতনে জলপাত্র পূর্ণ হয়। সেইরূপ যে নির্বোধ সে অল্পে অল্পে পাপ সঞ্চয় করিয়া পরিশেষে পাপপূর্ণ হয়।

"পুণ্য আমাকে স্পর্শ করিবে না" ইহা মনে করিয়া যেন কেহ পুণ্যকে অবহেলা না করে। বিন্দু বিন্দু বারি পতনে যেমন জলপাত্র পূর্ণ হয়, সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি অল্পে অল্পে পুণ্য সঞ্চয় করিয়া পরিণামে পুণ্যময় হইয়া থাকেন।

যে মাত্র ভোগ সুখের জন্য জীবনধারণ করে, যাহার ইন্দ্রিয়বৃত্তি অসংযত, যে অমিতাহারী, যে অলস এবং দুর্বলচিত্ত, সে প্রলুব্ধকারী মার কর্তৃক, বাতাহত ভঙ্গপ্রবণ বৃক্ষের ন্যায়, বিনষ্ট হইবে। যে ভোগাসক্ত না হইয়া জীবন ধারণ করে, যাহার ইন্দ্রিয়বৃত্তি সুসংযত, যে মিতাহারী, ধর্মবিশ্বাসী এবং সবলচিত্ত, মার তাহাকে কখনই বিনষ্ট করিতে পারিবে না, কারণ পর্বত কখনও বায়ুর আঘাতে পতিত হয় না।

যে নির্বোধ নিজের নির্বুদ্ধিতা বুঝিতে পারে, অন্ততঃ ঐ বোধশক্তিটুকুও তাহার জ্ঞানের পরিচায়ক। কিন্তু যে নির্বোধ নিজকে জ্ঞানী মনে করে, সে সত্যই নির্বোধ।

পাপাসক্ত মানুষের নিকট পাপ মধুর ন্যায় মিষ্ট; যতদিন উহা ফল প্রসব না করে, ততদিন উহা তাহার নিকট প্রীতিপ্রদ হয়; কিন্তু যখন উহার ফল পক্ক হয়, তখন সে উহাকে পাপ বলিয়া বুঝিতে পারে। সেইরূপ ধর্মের হিতকারীতা যতদিন ফল প্রসব না করে, ততদিন সাধু পুরুষ উহাকে ভারমাত্র এবং দুঃখ মনে করেন; কিন্তু যখন উহার ফল সুপক্ক হয়, তখন তিনি উহার হিতকারীতা দর্শন করেন।

একজন দ্বেষ্টা অপর একজনের অনিষ্টকরণে সক্ষম, সেইরূপ একজন

শত্রু অপর এক শত্রুর অনিষ্টসাধন করিতে পারে ; কিন্তু যাহার চিত্ত বিপথে চালিত, সে নিজের অধিকতর অনিষ্ট করিবে। মাতা, পিতা কিম্বা অন্যান্য স্বজনবর্গ অনেক হিতসাধনে সক্ষম ; কিন্তু যাহার চিত্ত সুপথে চালিত সে নিজের অধিকতর হিতসাধন করিবে।

যে অতিশয় পাপাসক্ত সে যে অবস্থায় উপনীত হয় তাহার শত্রু তাহাকে সেই অবস্থায় দেখিতে চায়। সে নিজেই নিজের ভীষণতম শত্রু। যে লতা বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া থাকে সেই লতাই বৃক্ষকে বিনষ্ট করে।

প্রমোদপ্রদ দ্রব্যের প্রতি চিত্তকে ধাবিত হইতে দিও না ; এই নির্দেশ পালন করিলে পরিণামে যন্ত্রণার জ্বালা অনুভব করিবে না। পাপাসক্ত ব্যক্তি অগ্নিদগ্ধের ন্যায় স্বকৃত কর্মদ্বারা দগ্ধীভূত হয়।

ভোগসুখ নির্বোধকে বিনষ্ট করে ; নির্বোধ ব্যক্তি নিজের প্রতি শত্রুতা সাধন করিয়া সুখতৃষ্ণায় নিজের বিনাশ সাধন করে। প্রবল বাত্যা ক্ষতিকর ও তৃণ ক্ষেত্রের অনিষ্টসাধক। ক্রোধ, দ্বেষ, আত্মগরিমা এবং লালসা মনুষ্যের অনিষ্টসাধক।

বস্তুবিশেষ সুখপ্রদ কিম্বা তদ্বিপরীত তাহা চিন্তা করিও না। ভোগানুরক্তি দুঃখের জনক এবং যাতনার ভীতি ভয়োৎপাদক ; যে ভোগানুরক্তি এবং যাতনার ভীতি হইতে মুক্ত, দুঃখ ও ভয় তাহার নিকট অজ্ঞাত।

জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া ও সুখান্বেষী হইয়া যে বৃথা আত্মাভিমানের* প্রশ্রয় দানপূর্বক চিন্তাবিমুখ হয়, সে পরিণামে চিন্তাশীলের সাফল্যকে আকাঙ্ক্ষেয় মনে করিবে।

অপরের দোষ সহজেই অনুভূত হয়, কিন্তু নিজের দোষ অনুভব করা কঠিন। মানুষ প্রতিবেশীর দোষ প্রদর্শনে তৎপর, কিন্তু শঠ যেরূপ দ্যূত ক্রীড়কের নিকট মিথ্যা অক্ষ লুক্কায়িত করে, সেও সেইরূপ নিজের দোষ গোপন করে।

মানুষ যদি অপরের দোষানুসন্ধান করিয়া সর্বদাই অসন্তুষ্ট হইতে চায়, তাহার নিজের দ্বেষাদির প্রাবল্য বর্ধিত হইবে, সে উহাদিগকে বিনষ্ট করিতে পারিবে না।

জ্ঞানী ব্যক্তি কেবল নিজের দুষ্কৃতি ও ত্রুটির বিষয় চিন্তা করিবেন, অপরের উৎপথগমন কিম্বা অপরের পাপানুষ্ঠান তাঁহার চিন্তার বিষয়ীভূত হইবে না।

* আত্মাভিমান—ভোগের আকাঙ্ক্ষা ও বৃথা আড়ম্বরের বাসনা।

তুষারময় পর্বতের ন্যায় সজ্জন দূর হইতেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন; রাত্রিকালে নিক্ষিপ্ত তীরের ন্যায় দুষ্ট লোক নয়নগোচর হয় না।

যদি কেহ অপরকে দুঃখ দিয়া নিজে সুখী হইবার বাসনা করে, সে স্বার্থপরতার রজ্জুতে বদ্ধ হইয়া কখনই দ্বেষমুক্ত হইবে না।

মৈত্রী দ্বারা ক্রোধকে জয় করিতে হইবে, মঙ্গল দ্বারা অমঙ্গলকে জয় করিতে হইবে। উদারতা দ্বারা লোভীকে জয় করিতে হইবে, সত্য দ্বারা মিথ্যাভাষীকে জয় করিতে হইবে।

কারণ বিদ্বেষ দ্বারা কখনই বিদ্বেষ প্রশমিত হয় না; বিদ্বেষ মৈত্রী দ্বারা প্রশমিত হয়, ইহা পুরাতন নিয়ম।

সত্য কহিবে, ক্রোধের বশীভূত হইও না; যদি তোমার কাছে কেহ প্রার্থনা করে, তাহাকে দান করিবে; এই ত্রিবিধ উপদেশ পালনে তুমি পরম পবিত্রতা লাভ করিবে।

স্বর্ণকার যেরূপ অল্পে অল্পে ও সময়ে সময়ে রৌপ্য হইতে মল দূরীভূত করে, জ্ঞানীও সেইরূপ নিজের অপবিত্রতা দূর করিবেন।

অপরকে চালিত কর, কিন্তু বলপ্রয়োগে নয়, ধর্ম ও ন্যায় দ্বারা।

যিনি সদ্‌গুণসম্পন্ন ও বুদ্ধিমান, যিনি ন্যায়পরায়ণ, সত্যভাষী ও স্বকর্মরত, তিনি সমস্ত জগতের প্রিয় হইবেন।

মক্ষিকা যেরূপ মধু সংগ্রহান্তে পুষ্পের কিম্বা উহার বর্ণ ও সৌরভের অনিষ্ট না করিয়া চলিয়া যায়, সেইরূপ জ্ঞানী পল্লীতে বাস করিবেন।

পথিকের যদি অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠতর কিম্বা সমরূপ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ না হয়, তাহার পক্ষে একাকী ভ্রমণ করাই শ্রেয়ঃ; নির্বোধের সহিত সাহচর্য সম্ভব নয়।

যে জাগ্রত, রাত্রি তাহার পক্ষে দীর্ঘ; যে শ্রান্ত, তাহার পক্ষে অর্দ্ধক্রোশ দীর্ঘ পথ; যে নির্বোধের নিকট সত্য ধর্ম অজ্ঞাত, জীবন তাহার নিকট দীর্ঘ।

শতবর্ষ জীবন ধারণ করিয়া সর্বোচ্চ ধর্মের সন্ধান না পাওয়া অপেক্ষা উহার দর্শন পাইয়া একদিন জীবন ধারণও শ্রেয়ঃ।

কেহ কেহ নিজের অভিরুচি অনুসারে ধর্মমত গঠন করিয়া উহাকে কৃত্রিম আকার দান করেন; জটিল কল্পনার সাহায্যে তাঁহারা অনুমান করেন যে কেবলমাত্র তাঁহাদের মতবাদ গ্রহণ করিলে সুফল প্রাপ্তি সম্ভব; তথাপি সত্য মাত্র এক: জগতে বহু বিভিন্ন প্রকারের সত্য নাই। বহুবিধ মতবাদের

বিচার করিয়া আমরা যিনি সমস্ত পাপ বিমোচন করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গ আশ্রয় করিয়াছি। কিন্তু আমরা কি তাঁহার সহিত একত্রে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইব ?

অষ্টাঙ্গ মার্গই সর্বোৎকৃষ্ট। চিত্তশুদ্ধির ইহাই একমাত্র পথ, অন্য পথ নাই। এই মার্গ অবলম্বন কর। অন্য সর্ববস্তু প্রলোভনকারী মারের প্রবঞ্চনা। এই মার্গ অবলম্বন করিলে তুমি দুঃখের সংহারসাধন করিবে।

তথাগত কহিলেন, ঃ "দেহস্থ কণ্টক বিদূরিত করিবার উপায় জ্ঞাত হইয়া আমি এই মার্গ প্রচার করিয়াছি।

"সংসারাসক্তের অজ্ঞাত যে মুক্তি সুখ আমি লাভ করিয়াছি তাহা যে কেবল সংযম, ব্রত ও গভীর বিদ্যা দ্বারাই লাভ হয় তাহা নয়। ভিক্ষু, যতক্ষণ তৃষ্ণার বিনাশ না হইবে ততক্ষণ আশ্বস্ত হইও না। অপবিত্র তৃষ্ণার সংহার সর্বোচ্চ ধর্ম।

"ধর্মদান সর্বদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; ধর্মের মিষ্টতা অন্যান্য সর্ব মিষ্টতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; ধর্মের আনন্দ অন্য সর্ব আনন্দ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; তৃষ্ণার বিনাশ সর্ব দুঃখ বিজেতা।

"যাহারা নদী উত্তীর্ণ হইয়া লক্ষ্যে উপনীত হয়, মনুষ্যের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প। অধিকাংশ মনুষ্যই তীরে আনাগোনা করিতেছে ; কিন্তু যাহার ভ্রমণ শেষ হইয়াছে, তাহার আর দুঃখ নাই।

"পদ্ম যেরূপ মলিনতায় বর্ধিত হইয়াও সুমিষ্ট সৌরভ পূর্ণ, সেইরূপ যিনি বুদ্ধের অনুগামী তিনি স্বীয় জ্ঞানগৌরবে অপবিত্র ও অন্ধকারে বিচরণকারী মনুষ্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

"অতএব, এস, যাহারা আমাদিগকে ঘৃণা করে আমরা তাহাদিগকে ঘৃণা না করিয়া সুখী হই !

"অতএব, এস, যাহারা ক্লিষ্ট তাহাদিগের মধ্যে অবস্থানপূর্বক স্বয়ং ক্লেশমুক্ত হইয়া আমরা সুখী হই।

"অতএব, এস, যাহারা লোভপরবশ তাহাদের মধ্যে বাস করিয়া স্বয়ং লোভমুক্ত হইয়া আমরা সুখী হই !

"দিনে উজ্জ্বল সূর্য, রাত্রিকালে চন্দ্রের কিরণ, বর্মপরিহিত যোদ্ধা উজ্জ্বল, চিন্তাশীল ধ্যানস্থ হইয়া উজ্জ্বল ; কিন্তু সর্বভূতের মধ্যে অহোরাত্র সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল—বুদ্ধ, জ্ঞানদীপ্ত, পবিত্রতার আধার, পুণ্যময়, বুদ্ধ !"

দুই ব্রাহ্মণ

এক সময়ে পুণ্যাত্মা কোশলরাজ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে মনসাকৃত নামক ব্রাহ্মণ পল্লীতে উপস্থিত হইলেন।

বিভিন্ন মতাবলম্বী দুইজন ব্রাহ্মণযুবক তাঁহার নিকট আগমন করিল। একজনের নাম বশিষ্ঠ, অপরের নাম ভরদ্বাজ। বশিষ্ঠ বুদ্ধকে কহিলেন:

"প্রকৃত মার্গ সম্বন্ধে আমাদের মতভেদ হইয়াছে। আমার মতে ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাদির নির্দেশমত পথই ব্রহ্মে লীন হইবার সরল পথ, কিন্তু আমার বন্ধুর মতে ব্রাহ্মণ তারুক্ষ্য যে পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাই ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইবার সরল পথ।

"এক্ষণে শ্রমণ! তোমার খ্যাতির প্রতি শ্রদ্ধা পরবশ হইয়া এবং তুমি দেব ও মানবের শিক্ষক, জ্ঞানদীপ্ত পুণ্যাত্মা বুদ্ধ নামে অভিহিত অবগত হইয়া আমরা তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি, এই সকল পথ কি মুক্তিমার্গ? আমাদিগের পল্লীর চতুর্দিকে বহু পথ বিদ্যমান, সকলগুলিই মনসাকৃতে গিয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের প্রদর্শিত পথও কি ঐরূপ? ঐ সকল পথই কি মুক্তিমার্গ?"

তদনন্তর বুদ্ধ ব্রাহ্মণদ্বয়কে এই প্রশ্নগুলি করিলেন—"তোমার কি মনে কর যে, সকল পথই সত্য?"

উত্তরে উভয়েই কহিল—"হাঁ গৌতম, উহাই আমাদের ধারণা।"

"কিন্তু বল দেখি," বুদ্ধ পুনরপি কহিলেন, "বেদজ্ঞ শিক্ষকদিগের মধ্যে কেহ কি ব্রহ্মকে চক্ষের সম্মুখে দেখিয়াছেন?"

উত্তর হইল, "না"!

"উত্তম", বুদ্ধ কহিলেন, "তবে কি ব্রাহ্মণদিগের বেদজ্ঞ শিক্ষকদিগের মধ্যে কেহ ব্রহ্মকে চক্ষের সম্মুখে দেখিয়াছেন?"

ব্রাহ্মণদ্বয় কহিল, "না"।

"উত্তম," বুদ্ধ কহিলেন, "তবে কি বেদসমূহ যাঁহাদের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে কেহ ব্রহ্মকে চক্ষের সম্মুখে দেখিয়াছেন?"

ব্রাহ্মণদ্বয় পুনরায় পূর্বের ন্যায় উত্তর প্রদান করিলে বুদ্ধ একটি দৃষ্টান্ত দিলেন। তিনি কহিলেন:

"মনে কর জনৈক ব্যক্তি চারিটি বর্ত্ম যেস্থানে মিলিত হইয়াছে সেই স্থানে সোপান শ্রেণী নির্মাণ করিল। তাহার উদ্দেশ্য ঐ সোপান অবলম্বন পূর্বক কোন সৌধে আরোহণ করিবে। লোকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মিত্র,

যে সৌধে আরোহণ করিবার জন্য তুমি এই সোপানশ্রেণী নির্মাণ করিতেছ, সে সৌধ কোথায় ? উহা পূর্বে, দক্ষিণে, পশ্চিমে, কিম্বা উত্তরে ? উহা কি উচ্চ, অথবা নিম্ন অথবা মধ্যম আকার সম্পন্ন ?' এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সে উত্তর করিল, 'আমি জানি না'। তৎপরে লোকে তাহাকে কহিল, 'কিন্তু, বন্ধু, তোমার এই সোপাণশ্রেণী নির্মাণের উদ্দেশ্য বস্তু বিশেষে আরোহণ করা ; উহাকে তুমি সৌধ বলিয়া মনে করিয়া লইতেছ, যদিও ঐ সৌধের অস্তিত্ব তোমার অজ্ঞাত এবং উহাকে তুমি কখনও দেখ নাই।' এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সে উত্তর করিল, 'তোমরা যাহা বলিতেছ তাহা যথার্থ।' ঐ ব্যক্তিকে তোমরা কি মনে করিবে ? তোমরা কি বলিবে না উহার বাক্য নির্বোধের প্রলাপ ?"

ব্রাহ্মণদ্বয় কহিল, "ইহা সত্যই নির্বোধের প্রলাপ।"

বুদ্ধ কহিলেন, "তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণকে বলিতে হইবে, 'আমরা যাহা জানি না ও কখনও দেখি নাই তাহার সহিত সংযোগের মার্গ তোমাদিগকে দেখাইতেছি।' ইহাই যখন ব্রাহ্মণদিগের জ্ঞানের সার পদার্থ, তখন কি ইহা প্রমাণিত হইতেছে না যে তাঁহাদিগের প্রচেষ্টা বৃথা ?"

ভরদ্বাজ উত্তর করিলেন, "তাহাই প্রমাণিত হইতেছে।"

বুদ্ধ কহিলেন, "সুতরাং যাহা অজ্ঞাত ও অদৃষ্টপূর্ব তাহার সহিত মিলনের মার্গ প্রদর্শন করা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের পক্ষে অসম্ভব। শ্রেণীবদ্ধ অন্ধগণ একে যেরূপ অপরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে ইহাও ঠিক সেইরূপ। যে সর্বাগ্রে অবস্থিত সেও যেমন দেখিতে পায় না, যাহারা মধ্যস্থলে ও সর্বপশ্চাতে স্থিত তাহারাও সেইরূপ দেখিতে পায় না। আমার মতে, সেইরূপ ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের বাক্যও অর্থহীন ; উহা হাস্যজনক, মাত্র বাক্যের সমষ্টি এবং অসার ও শূন্যগর্ভ।"

বুদ্ধ পুনরায় কহিলেন, "এক্ষণে মনে কর জনৈক ব্যক্তি এইস্থানে নদীতীরে আসিয়া কার্যবশতঃ নদীর অপর পারে যাইতে চায়। ঐ ব্যক্তি যদি আপর পারকে তাহার নিকট আসিবার জন্য প্রার্থনা করে, তাহা হইলে নদীতীর কি তাহার প্রার্থনা অনুসারে তাহার নিকট আসিবে ?"

"অবশ্যই না, গৌতম।"

"তথাপি ইহাই ব্রাহ্মণদিগের বিধি। যে সমুদয় সদ্গুণের অনুশীলনে প্রকৃতই মনুষ্য ব্রাহ্মণে পরিণত হয়, ঐ অনুশীলন অবহেলা করিয়া তাহারা

কহিয়া থাকেন, 'ইন্দ্র, আমরা তোমার করিতেছি ; সোম, আমরা তোমার বন্দনা করিতেছি ; বরুণ, আমরা তোমার বন্দনা করিতেছি ; ব্রহ্মা, আমরা তোমার বন্দনা করিতেছি।' সত্যই, এই সমুদয় স্তুতিগান, প্রার্থনা ও প্রশংসাগীতি দ্বারা ব্রাহ্মণগণের পক্ষে দেহান্তে ব্রহ্মের সহিত মিলিত হওয়া সম্ভব নয়।"

বুদ্ধ পুনরপি কহিলেন, "ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মের সম্বন্ধে কি কহিয়া থাকেন আমাকে বল। ব্রহ্মের মন কি কামনাপূর্ণ ?"

ব্রাহ্মণগণ ইহা অস্বীকার করিলে, বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রহ্মের মন কি দ্বেষ, জড়তা ও অহঙ্কার পূর্ণ ?"

উত্তর হইল, "না।"

বুদ্ধ পুনরায় কহিলেন, "ব্রাহ্মণগণ কি সকল দোষ হইতে মুক্ত ?"

বশিষ্ঠ কহিলেন, "না !"

বুদ্ধ কহিলেন : "যে পঞ্চবস্তু সাংসারিকতার মূল, ব্রাহ্মণগণ ঐ পঞ্চবস্তুতে আসক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়সমূহের প্রলোভনের বশ্যতা স্বীকার করেন ; কামনা, দ্বেষ, আলস্য, অহঙ্কার ও সংশয়—এই পঞ্চবিধ বাধায় তাঁহারা জড়িত হন। যাহা তাঁহাদিগের প্রকৃতির সহিত সম্পূর্ণরূপে অসম, তাঁহারা কিরূপে তাহার সহিত মিলিত হইতে পারেন ? অতএব ব্রাহ্মণদিগের ত্রিগুণাত্মক জ্ঞান বারিহীন মরু, পথহীন অরণ্য ও নৈরাশ্যপূর্ণ বিজনতা।"

বুদ্ধ এইরূপ কহিলে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে একজন কহিল : "গৌতম, আমরা শুনিয়াছি শাক্যমুনি ব্রহ্মে মিলিত হইবার মার্গ জ্ঞাত আছেন।"

বুদ্ধ কহিলেন : "ব্রাহ্মণগণ, যে ব্যক্তি মনসাকৃতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে ও প্রতিপালিত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে তোমরা কিরূপ মনে কর ? এই স্থান হইতে মনসাকৃতে যাইবার সর্বাপেক্ষা সরল পথ সম্বন্ধে কি ঐ ব্যক্তির সন্দেহ থাকিতে পারে ?"

"অবশ্যই নয়, গৌতম।"

"সেইরূপ", বুদ্ধ কহিলেন, "তথাগত ব্রহ্মে লীন হইবার সরল পথ অবগত আছেন। ব্রহ্মলোকে প্রবেশ ও জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ঐ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। ঐ বিষয়ে তাঁহার কোন সংশয় থাকিতে পারে না।"

ব্রাহ্মণদ্বয় কহিল, "যদি তাহাই হয়, ঐ মার্গ আমাদিগকে প্রদর্শন করুন।"

বুদ্ধ কহিলেন :

"তথাগত সমস্ত বিশ্বকে চক্ষের সম্মুখে দেখিয়া উহার প্রকৃতি অবগত আছেন।

তিনি সত্যের বাহ্য ও অভ্যন্তর উভয়ই প্রদর্শন পূর্বক উহার প্রচার করেন এবং তাঁহার প্রচারিত ধর্ম আদিতে সুন্দর, মধ্যে সুন্দর, অন্তে সুন্দর। পবিত্রতা ও সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত উচ্চতর জীবন তথাগত প্রকাশ করেন।

"তথাগতের করুণা সর্বলোকে ব্যাপ্ত! এইরূপে সমস্ত পৃথিবী—উপরে, নিম্নে, চতুর্দিকে—এবং অপরাপর সমস্ত স্থান দূরব্যাপী ও গভীর অপরিমেয় করুণায় প্লাবিত হইবে।

"বলশালী বাদকের তুরী নিনাদ যেরূপ পৃথিবীর চতুর্দিকে সহজেই শ্রুত হয়, তথাগতের আগমনও তদ্রূপ; একটি মাত্র প্রাণীও তথাগত কর্তৃক উপেক্ষিত হয় না, প্রত্যেক প্রাণীর প্রতি তিনি উন্মুক্ত চিত্তে গভীর করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন।

"মানুষ যে যথার্থ পথ অবলম্বন করিয়াছে তাহার চিহ্ন এই: সে সরলতাপ্রিয়, যে সমস্ত বস্তু পরিহার্য তাহার বিন্দুমাত্রেও সে বিপদ দর্শন করে। সে নৈতিক কর্তব্য পালনে নিজেকে অভ্যস্ত করে, সে বাক্যে ও কর্মে পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চলে; সে সম্পূর্ণ পবিত্র উপায়ে জীবন ধারণ করে; সে সদাচরণ-বিশিষ্ট, তাহার ইন্দ্রিয়সমূহ সুসংযত; সে চিন্তাশীল ও সংযমী এবং সম্পূর্ণ সুখী।

"যিনি অবিচলিত সংকল্পের সহিত মহান অষ্টাঙ্গ মার্গে বিচরণ করেন তিনি নিশ্চিত নির্বাণ লাভ করিবেন। তথাগত উৎকণ্ঠার সহিত স্বীয় সন্তানবর্গের পরিরক্ষণ করিয়া থাকেন এবং জ্ঞানালোক পাইবার জন্য সস্নেহে ও সযত্নে তাহাদিগকে সাহায্য করেন।

"কুক্কুটী স্বীয় অণ্ডের উপর যথারীতি উপবেশনান্তে চিন্তা করে, 'আমার শাবকগুলি যদি নখর কিংবা চঞ্চুর আঘাতে অণ্ডাবরণ ছিন্ন করিয়া নিরাপদে বহির্গত হইত!' তথাপি শাবকগুলি অণ্ড বিদীর্ণ করিয়া সুনিশ্চিত নিরাপদে বহির্গত হইবে। সেইরূপ যিনি দৃঢ়সংকল্পের সহিত উক্ত মহান মার্গে বিচরণ করিবেন তিনি নিশ্চিত আলোকে প্রবেশ করিবেন, তিনি নিশ্চিত উচ্চতর জ্ঞানের অধিকারী হইয়া বুদ্ধত্বের পরমানন্দ অনুভব করিবেন।"

ছয় দিকের প্রতি দৃষ্টি রাখ

বুদ্ধ যখন রাজগৃহের নিকটস্থ বেণুবনে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন একদিন পথিমধ্যে শৃগাল নামক এক ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। শৃগাল যুক্ত করে যথাক্রমে দিক চতুষ্টয়, অন্তরীক্ষ ও ভূতলের পানে মুখ

ফিরাইতেছিলেন। বুদ্ধ বুঝিলেন যে, শৃগাল অশুভ পরিহারের জন্য প্রাচীন কুসংস্কার পালন করিতেছেন। তিনি শৃগালকে জিজ্ঞাসা করিলেন : "এই সমস্ত অদ্ভুত সংস্কার কি জন্য পালন করিতেছ ?"

উত্তরে শৃগাল কহিলেন : "প্রেতসমূহের প্রভাব হইতে আমি নিজের গৃহকে মুক্ত করিতেছি, ইহা কি অদ্ভুত ? গৌতম শাক্যমুনি, আপনি তথাগত মহাপুরুষ বুদ্ধ নামে খ্যাত, আমি জানি আপনি কহিবেন মন্ত্রাদির কোন উপকারিতা নাই, উহা কাহাকেও রক্ষা করিতে পারে না। কিন্তু শ্রবণ করুন, আমি আপনাকে কহিতেছি যে, এই আচার পালন করিয়া আমি পিতার আজ্ঞার সম্মান, পূজা ও পবিত্রতা রক্ষা করিতেছি।"

তথাগত কহিলেন :

"পিতার আজ্ঞার সম্মান, পূজা ও পবিত্রতা রক্ষা করিয়া তুমি ভালই করিতেছ ; নিজের গৃহ, নিজের স্ত্রী, নিজের সন্তান-সন্ততি ও তাহাদের সন্তানবর্গকে প্রেতসমূহের অনিষ্টকর প্রভাব হইতে রক্ষা করা তোমার কর্তব্য। তোমার পিতার অনুসৃত আচার পালনের জন্য আমি তোমাকে দোষ দিতেছি না। কিন্তু আমার মতে তুমি ঐ অনুষ্ঠানের মর্ম অবগত নহ। তথাগত ধর্মপিতার ন্যায় তোমার সহিত কথা কহিতেছেন, তোমার পিতা মাতা তোযাকে যেরূপ স্নেহ করিতেন, তিনিও সেইরূপই করেন, তিনি ছয় দিকের অর্থ তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিবেন।

"দুর্বোধ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা গৃহ রক্ষা করা যথেষ্ট নয় ; সুকর্মের দ্বারা উহাকে রক্ষা করিতে হইবে। পূর্বদিকে পিতা মাতার উদ্দেশে চাহিদা দেখ, দক্ষিণে শিক্ষকবর্গের উদ্দেশে, পশ্চিমে স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিবর্গের উদ্দেশে, উত্তরে মিত্রবর্গের উদ্দেশে, অন্তরীক্ষে ধর্মনিষ্ঠ আত্মীয়বর্গের উদ্দেশে এবং ভূতলে ভৃত্যবর্গের উদ্দেশে ফিরিয়া দেখ।

"এই ধর্মই তোমার পিতা তোমাকে পালন করাইতে চান, এই অনুষ্ঠান বিশেষের পালন তোমাকে তোমার কর্তব্য স্মরণ করাইয়া দিবে।"

শৃগাল বুদ্ধকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিয়া কহিলেন : "সত্যই গৌতম আপনি বুদ্ধ, পরম পুরুষ, পুণ্যাচার্য। আমি কি করিতেছিলাম তাহা জানিতাম না, কিন্তু এক্ষণে জানিলাম, অন্ধকারে প্রদীপ আনয়নকারীর ন্যায় আপনি লুক্কায়িত সত্য আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। আমি বুদ্ধাচার্যের

শরণ লইতেছি, আমি জ্ঞানোন্মেষণকারী সত্যের শরণ লইতেছি, আমি সত্যপ্রাপ্ত ভ্রাতৃসঙ্ঘের শরণ লইতেছি।"

সিংহ কর্তৃক বিনাশ সম্বন্ধীয় প্রশ্ন

উক্ত সময়ে বহু খ্যাতনামা নাগরিক নগরস্থ সভাগৃহে সমবেত হইয়া বুদ্ধ ধর্ম ও সঙ্ঘের প্রশংসা করিতেছিলেন। প্রধান সেনাপতি সিংহ তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন। তিনি নির্গ্রন্থ সম্প্রদায়ভুক্ত। সিংহ চিন্তা করিলেন: "সত্যই পুণ্যাত্মা পবিত্রতার আধার বুদ্ধ হইবেন। আমি গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

তৎপরে সেনাপতি সিংহ যেখানে নির্গ্রন্থদিগের নেতা নাতপুত্র অবস্থিতি করিতেছিলেন সেখানে গমন করিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইয়া কহিলেন: "দেব, আমি শ্রমণ গৌতমের নিকট যাইতে বাসনা করি।"

নাতপুত্র কহিলেন: "সিংহ, কর্মের শুভাশুভ অনুসারে ফলপ্রাপ্তিতে তুমি বিশ্বাসী, শ্রমণ গৌতম কর্মফল অস্বীকার করেন, তুমি তাঁহার নিকট কি জন্য যাইবে? শ্রমণ গৌতম কর্মফলে অবিশ্বাসী; তিনি কর্মবিরতি শিক্ষা দিয়া থাকেন; এবং তাঁহার শিষ্যগণের শিক্ষা এই মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।"

ইহা শুনিয়া সেনাপতি সিংহ বুদ্ধের সহিত সাক্ষাতের বাসনা পরিত্যাগ করিলেন।

পুনরায় বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের খ্যাতি শ্রবণ করিয়া সিংহ দ্বিতীয়বার নেতা নাতপুত্রের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন; নাতপুত্র পুনর্বার তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন।

তৃতীয়বার যখন সেনাপতি শুনিলেন যে, প্রতিষ্ঠালব্ধ ব্যক্তিগণ বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের গুণকীর্তন করিতেছেন তখন তিনি চিন্তা করিলেন: "শ্রমণ গৌতম সত্যই পরম পবিত্র বুদ্ধ হইবেন। নির্গ্রন্থেরা আমাকে অনুমতি দিক বা না দিক, আমার কিছুই যায় আসে না। আমি তাহাদের অনুমতি ব্যতিরেকে পুণ্যপুরুষ বুদ্ধের নিকট গমন করিব।"

সেনাপতি সিংহ বুদ্ধকে কহিলেন: "দেব, আমি শুনিয়াছি যে শ্রমণ গৌতম কর্মফল অস্বীকার করেন; তিনি কর্মবিরতি শিক্ষা দিয়া থাকেন, তিনি কহিয়া থাকেন প্রাণীগণ কর্মানুসারে ফলপ্রাপ্ত হয় না, যেহেতু তিনি সম্পূর্ণ বিনাশ ও সর্ববস্তুর হেয়তা প্রচার করেন; এই মতবাদে তাঁহার শিষ্যবর্গ দীক্ষিত। আত্মার অস্তিত্বে অস্বীকার ও তাহার বিনাশ কি আপনার শিক্ষা? দেব,

অনুগ্রহ করিয়া বলুন, যাহারা এইরূপ কহিয়া থাকে তাহারা কি সত্য বলে, কিম্বা কৃত্রিম ধর্ম আপনার শিক্ষা রূপে প্রচারপূর্বক আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যা ভাষণের প্রশ্রয় দেয় ?”

বুদ্ধ কহিলেন :

“সিংহ, যাহারা ঐরূপ কহিয়া থাকে, তাহারা এক প্রকারে আমার সম্বন্ধে সত্যই কহে ; পক্ষান্তরে যে উহার বিপরীত কহিয়া থাকে, সেও আমার সম্বন্ধে সত্যই কহিয়া থাকে। শ্রবণ কর, আমি কহিতেছি :

“যাহা অবৈধ, কার্যে, বাক্যে কিম্বা চিন্তায় তাহার সম্পাদন হইতে বিরতি আমি শিক্ষা দিয়া থাকি ; চিত্তের যে সকল অবস্থা অশুভ এবং যাহা মঙ্গলপ্রদ নহে ঐ সকল অবস্থা যে কর্ম হইতে প্রসূত হয় সেই কর্মের বিরতি আমি শিক্ষা দিয়া থাকি। তথাপি সিংহ, যাহা বৈধ, কার্যে, বাক্যে ও চিন্তায় তাহার সম্পাদন আমি শিক্ষা দিয়া থাকি ; চিত্তের যে সমুদয় অবস্থা মঙ্গলপ্রদ এবং যাহা অশুভ নহে, ঐ সকল অবস্থা যে কর্ম হইতে প্রসূত হয়, আমি ঐ কর্মের সম্পাদন শিক্ষা দিয়া থাকি।

“সিংহ, আমার শিক্ষা এই যে, চিত্তের যে অবস্থা অশুভ এবং যাহা মঙ্গলপ্রদ নহে, তাহার এবং যাহা অবৈধ, কার্যে, বাক্যে ও চিন্তায় তাহার সম্পাদন বিনষ্ট করিতে হইবে। সিংহ, চিত্তের যে অবস্থা অশুভ এবং যাহা মঙ্গলপ্রসূ নহে, ঐ অবস্থা হইতে যিনি মুক্ত, উন্মুলিত এবং পুনরায় বৃদ্ধি পাইতে অক্ষম, তাল বৃক্ষের ন্যায় যিনি তাহার বিনাশ সাধন করিয়াছেন, তিনি আত্মপরতার মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন।

“সিংহ, আমি অহমকার, কামনা, দ্বেষ ও মোহের বিনাশ শিক্ষা দিয়া থাকি। তথাপি তিতিক্ষা, করুণা, দান এবং সত্যের বিনাশ আমি শিক্ষা দিই না।

“সিংহ, যাহা অবৈধ, কার্যে বাক্যে কিম্বা চিন্তায় তাহার সম্পাদন আমি হেয় জ্ঞান করি ; কিন্তু সদ্‌গুণ ও পবিত্রাচরণকে আমি প্রশংসার্হ জ্ঞান করি।”

তদনন্তর সিংহ কহিলেন : “বুদ্ধের ধর্ম সম্বন্ধে একটি সংশয় এখনও আমার মনে উদয় হইতেছে। পুণ্যাত্মা যদি এই সংশয় দূর করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রচারিত ধর্ম আমি অনুধাবন করিতে সক্ষম হইব।”

তথাগত সম্মতি দান করিলে সিংহ কহিলেন :

“দেব, আমি সৈনিক পুরুষ, রাজবিধানের প্রতিষ্ঠা এবং রাজার পক্ষে যুদ্ধ

করিবার জন্য নিযুক্ত। তথাগত অপার করুণা ও পরদুঃখকাতরতা শিক্ষা দিয়া থাকেন, অপরাধীর শাস্তি কি তাঁহার অনুমোদিত? পুনশ্চ, গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও বিত্ত রক্ষার জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া কি তথাগত অন্যায় বলিয়া ঘোষণা করেন? আমি কি দুষ্কৃতের হস্তে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ পূর্বক তাহার যথেচ্ছাচারণ অপ্রতিহত হইতে দিব এবং যে আমার দ্রব্য বলপূর্বক অপহরণের ভীতি প্রদর্শন করে, বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার বশ্যতা স্বীকার করিব, ইহাই কি তথাগতের অনুমোদিত? তথাগতের মতে সর্বপ্রকার সংগ্রামই, এমন কি যে সংগ্রাম ধর্মের জন্য ঘোষিত হয় তাহাও কি নিষিদ্ধ?"

বুদ্ধ উত্তর করিলেন: "তথাগতের মত এই—যে শাস্তির যোগ্য তাহাকে শাস্তি দিতে হইবে, যে পুরস্কারের যোগ্য তাহাকে পুরস্কৃত করিতে হইবে। তথাপি সর্ব প্রাণীর প্রতি অনিষ্টাচরণে বিরত হইয়া মৈত্রী ও করুণাপূর্ণ হইতে তিনি শিক্ষা দেন। এই নির্দেশসমূহ পরস্পর বিরুদ্ধ নয়, কারণ অপরাধের জন্য যে শাস্তি পায় তাহার কষ্ট বিচারকের দ্বেষজনিত নহে, উহা তাহার নিজের কু-কর্ম জনিত। রাজদণ্ড সম্ভূত অনিষ্ট তাহার নিজের কৃত কর্মের ফল। বিচারক যখন শাস্তির বিধান করিবেন, তখন তাঁহার চিত্ত দ্বেষহীন হইবে, তথাপি হত্যাকারক প্রাণবধের সময় চিন্তা করিবে যে, উহা তাহার নিজেরই কৃত কর্মের ফল। যখন সে তাহা অনুধাবন করিবে, তখন দণ্ড তাহার প্রাণকে নির্মল করিবে, সে আর নিজের অদৃষ্টের জন্য বিলাপ না করিয়া আনন্দ অনুভব করিবে।"

বুদ্ধ পুনরপি কহিলেন: "তথাগত এই শিক্ষা দেন যে, সর্বপ্রকার সংগ্রাম, যাহাতে মানুষ ভ্রাতৃরক্ত পাত করিবার প্রয়াসী হয়—শোচনীয়, কিন্তু তিনি এরূপ শিক্ষা দেন না যে যাহারা শান্তি রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবার পর সাধু উদ্দেশ্যে সংগ্রামরত হয় তাহারা নিন্দার্হ। যে সংগ্রামের কারণ সে-ই নিন্দিত হইবে।

"তথাগত স্বার্থের সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে শিক্ষা দিয়া থাকেন, কিন্তু যে সকল শক্তি অশুভ, তাহা মানুষিক হউক, দৈবিক হউক, কিম্বা ভৌতিক হউক, তাহাতে কিছুই সমর্পণ করিবার প্রয়োজন নাই, তিনি এই শিক্ষাও দিয়া থাকেন। বিরোধ থাকিবেই, কারণ সমস্ত প্রাণী জগৎ একটা সংগ্রাম বিশেষ। কিন্তু সংগ্রামকারীকে দেখিতে হইবে যে, তিনি যেন স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া ও প্রচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হন।

"নিজে প্রধান কিম্বা শক্তিশালী কিম্বা ধনবান কিম্বা প্রসিদ্ধ হইবার জন্য স্বার্থোদ্দেশ্যে যে সংগ্রামে নিরত সে পুরস্কৃত হইবে না, কিন্তু যিনি সদাচার ও সত্যের জন্য যুদ্ধ করেন তিনি প্রচুর পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন কারণ তাঁহার পরাজয়ও জয়ের তুল্য হইবে।

"যেখানে স্বার্থপরতা সেখানে মহৎ সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয়; স্বার্থ ক্ষুদ্র ও ভঙ্গ প্রবণ এবং ইহার আধার ত্বরায় নষ্ট হইয়া অপরের মঙ্গল কিম্বা অনিষ্টকর হইবে।

"কিন্তু সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে সর্ব আকাঙ্ক্ষা ও আশা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে, এবং উহাদের আধারসমূহ জল বুদ্বুদের ন্যায় ভাঙ্গিয়া যাইলেও উহারা সুরক্ষিত হইয়া সত্যে অমরত্ব লাভ করিবে।

"সিংহ, ধর্ম যুদ্ধ হইলেও যে যুদ্ধে যোগদান করে, তাহাকে শত্রু কর্তৃক বিনষ্ট হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, কারণ তাহাই যোদ্ধার নিয়তি; এবং অদৃষ্টক্রমে যদি সে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহার অভিযোগ করিবার কিছুই নাই।

"কিন্তু যিনি বিজয়ী, পার্থিব বস্তুর অস্থায়ীত্ব তাঁহাকে স্মরণ রাখিতে হইবে। তাঁহার সফলতা মহৎ হইতে পারে, কিন্তু উহা যতই মহৎ হউক, জীবন চক্র পুনরায় ঘুরিয়া তাঁহাকে ধূলিসাৎ করিতে পারে।"

"কিন্তু তিনি যদি ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ পূর্বক হৃদয় হইতে সর্বপ্রকার দ্বেষ দূরীভূত করিয়া ভূতলে শায়িত শত্রুকে উত্তোলনপূর্বক তাঁহাকে কহেন, 'এস, শান্তি স্থাপন পূর্বক আমরা ভ্রাতৃভাবে অনুপ্রাণিত হই,' তাহা হইলে তিনি যে জয়লাভ করিবেন, তাহা মাত্র ক্ষণস্থায়ী সাফল্য নহে, কারণ ইহার ফল চিরস্থায়ী হইবে।

"সিংহ, বিজয়ী সেনাপতি প্রশংসনীয়, কিন্তু যিনি আত্মবিজয়ী, তাঁহার জয় মহত্তর।

"মানুষের আত্মার ধ্বংস সাধনের জন্য আত্মবিজয় শিক্ষা দেওয়া হয় না, উহার সংরক্ষণের জন্য ঐ শিক্ষা দেওয়া হয়। যিনি আত্মবিজয়ী, তিনি স্বার্থের দাস অপেক্ষা জীবন ধারণ করিতে ও জীবনে সাফল্য ও জয়লাভ করিতে অধিকতর উপযুক্ত।

"যাঁহার চিত্ত স্বার্থের মোহ হইতে মুক্ত, তিনি সংগ্রামজয়ী হইবেন, বিনষ্ট হইবেন না।

"যিনি সাধু ও ন্যায় উদ্দেশ্যে প্রণোদিত, তাঁহার অসিদ্ধি নাই তাঁহার উদ্যম সফলতাপূর্ণ হইবে এবং ঐ সাফল্য স্থায়ীত্ব লাভ করিবে।

"যিনি অন্তঃকরণে সত্যানুরক্তি পোষণ করেন, তাঁহার বিনাশ নাই, কারণ তিনি অমরত্বের বারি পান করিয়াছেন।

"অতএব, সেনাপতি, সাহস সহকারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও; সতেজে যুদ্ধ কর, কিন্তু সত্যের পক্ষে যুদ্ধ কর, তথাগত তোমায় আশীর্বাদ করিবেন।"

তথাগত এইরূপ কহিলে, সেনাপতি সিংহ কহিলেন: "মহিমান্বিত দেব! আপনি সত্যের প্রকাশ করিয়াছেন। আপনার ধর্ম মহান্‌। আপনি প্রকৃতই বুদ্ধ, তথাগত, পুণ্যপুরুষ। আপনি মানবের শিক্ষক। আপনি মুক্তির মার্গ প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা যথার্থই প্রকৃত মুক্তি। যে আপনাকে অনুসরণ করিবে সে স্বীয় মার্গ আলোকিত করিবার দীপ লাভ করিবে। সে আনন্দ ও শান্তি অনুভব করিবে। দেব, আমি পুণ্য পুরুষ ও তাঁহার ধর্ম এবং সঙ্ঘের শরণ লইতেছি। আজ হইতে আমার জীবনের অন্ত পর্যন্ত পুণ্যাত্মা আমাকে তাঁহাতে আশ্রয় লব্ধ শিষ্যরূপে গ্রহণ করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।"

পুণ্যপুরুষ কহিলেন: "সিংহ, তুমি যাহা করিতেছ, অগ্রে তাহা চিন্তা করিয়া দেখ। তোমার ন্যায় উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কোন কাজই যথোপযুক্ত বিবেচনা না করিয়া করা উচিত নয়।"

বুদ্ধের প্রতি সিংহের বিশ্বাস বৃদ্ধি পাইল। তিনি কহিলেন: "অপর কোন শিক্ষক আমাকে শিষ্য শ্রেণীভুক্ত করিতে পারিলে, সমস্ত বৈশালী নগরে তাঁহাদের পতাকা উড্ডীন হইত, তাঁহারা ঘোষণা করিতেন, 'সেনাপতি সিংহ আমাদিগের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।' দেব, আমি পুনর্বার বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণ লইতেছি। আজ হইতে আমার জীবনের অন্ত পর্যন্ত পুণ্যাত্মা আমাকে তাঁহাতে আশ্রয়লব্ধ শিষ্যরূপে গ্রহণ করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।"

বুদ্ধ কহিলেন: "সিংহ, নির্গ্রন্থগণ বহু দিন হইতে তোমার গৃহে দান প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব ভবিষ্যতে যখন তাহারা তোমার নিকট ভিক্ষা প্রার্থী হইয়া আসিবে, তখন তাহাদিগকে আহার্য দান করা তোমার উচিত।"

সিংহের হৃদয় আনন্দ পূর্ণ হইল। তিনি কহিলেন: "দেব, আমি শুনিয়াছি, 'শ্রমণ গৌতম কহেন কেবলমাত্র তাঁহাকেই দান করিতে হইবে, অপর কাহাকেও নয়; কেবলমাত্র তাঁহার শিষ্যেরাই দানের যোগ্য অপর কাহারও শিষ্য নয়।' কিন্তু বুদ্ধ আমাকে নির্গ্রন্থদিগকেও দান করিতে উপদেশ দিতেছেন। দেব, যথাসময়ে কর্তব্য নিরূপিত হইবে। আমি তৃতীয়বার বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণ লইতেছি।"

সর্বজগৎ মানসিক

সিংহের অনুচরবর্গের মধ্যে একজন কর্মচারী ছিলেন ; সেনাপতি ও বুদ্ধের বাক্যালাপ শ্রবণান্তে তাঁহার মনে সন্দেহ বিদ্যমান রহিল।

তিনি বুদ্ধের নিকট আসিয়া কহিলেন ঃ "দেব, প্রচার এই যে, শ্রমণ গৌতম আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। যাহারা ঐরূপ প্রচার করে তাহারা কি সত্য কহে, কিম্বা বুদ্ধের বিরুদ্ধে মিথ্যা ঘোষণা করিয়া থাকে ?"

বুদ্ধ কহিলেন ঃ "যাহারা ঐরূপ প্রচার করে, তাহারা এক পক্ষে আমার সম্বন্ধে সত্যই কহিয়া থাকে, পক্ষান্তরে ঐরূপ প্রচারকারী আমার সম্বন্ধে মিথ্যা ঘোষণা করে।

"তথাগতের শিক্ষা এই যে আত্মন্ বলিয়া কিছু নাই। যিনি বলেন আত্মাই আত্মন্ এবং এই আত্মন্ কর্তৃক মানুষের চিন্তাসমূহ চিন্তিত হয় এবং কর্মসমূহ কৃত হয়, তিনি অসত্য প্রচার করেন, এইরূপ মতবাদে বুদ্ধি বিপর্যয় ঘটে এবং অজ্ঞানতা জন্মে।

"অপর পক্ষে, তথাগতের শিক্ষা এই যে মনের অস্তিত্ব বিদ্যমান। আত্মা হইতে যিনি মন বুঝেন এবং মনের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তিনি সত্য প্রচার করেন, ঐরূপ মতবাদে দিব্যদৃষ্টি ও জ্ঞান জন্মে।"

কর্মচারী কহিলেন, "তবে কি তথাগতের এই মত যে, দ্বিবিধ বস্তু বিদ্যমান ? যাহা আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করি এবং যাহা মানসিক ?"

বুদ্ধ কহিলেন ঃ "সত্য কথা শ্রবণ কর, মন অশরীরী, কিন্তু তাই বলিয়া যাহা ইন্দ্রিয়ানুভূত তাহা যে আধ্যাত্মিকতাহীন এমন নহে। যে অনন্ত সত্যে বিশ্ব চালিত তাহা মানসিক, পুনশ্চ বোধ হইতে মন বিকশিত হয়। জ্ঞান জড় প্রকৃতিকে মনে পরিণত করে, সর্ব জীবই সত্যের আধারে পরিণত হইতে পারে।"

অনন্যতা ও অন্যতা

দানমতী গ্রামের ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কূটদন্ত মহাপুরুষের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক কহিলেন, "শ্রমণ আমি শুনিয়াছি তুমি পুণ্যপুরুষ, সর্বজ্ঞ, বিশ্বের অধীশ্বর, বুদ্ধ। কিন্তু তুমি যদি বুদ্ধ হইতে, তাহা হইলে কি রাজ্যেশ্বরের ন্যায় গৌরব ও শক্তিমণ্ডিত হইয়া আসিতে না ?"

মহাপুরুষ কহিলেন : "তুমি দেখিতে পাইতেছ না। যদি তোমার মনশ্চক্ষু তমসাবৃত না হইত, তাহা হইলে তুমি সত্যের গৌরব ও শক্তি দেখিতে পাইতে।"

কূটদন্ত কহিলেন : "আমাকে সত্য প্রদর্শন কর, আমি উহা দেখিতে চাই। কিন্তু তোমার মতবাদ সামঞ্জস্যহীন। উহা যদি সঙ্গত হইত, তাহা হইলে উহার অস্তিত্ব থাকিত ; কিন্তু যেহেতু উহা অসঙ্গত, সেই হেতু ইহার অস্তিত্ব থাকিবে না।"

বুদ্ধ কহিলেন : "সত্য কখনও বিলুপ্ত হইবে না।"

কুটদন্ত কহিলেন : "কথিত হয় তুমি ধর্মপ্রচার করিতেছ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তুমি ধর্মের বিনাশ সাধন করিতেছে। তোমার শিষ্যবর্গ অনুষ্ঠানসমূহকে ঘৃণা করে, তাহাদের নিকট যজ্ঞে পশু হনন পরিত্যাজ্য ; কিন্তু একমাত্র পশুহনন দ্বারাই দেবতাদিগের পূজা হয়। পূজা ও বলিদান স্বভাবতই ধর্মের অঙ্গ।"

বুদ্ধ কহিলেন : "গোবধ অপেক্ষা আত্মোৎসর্গ শ্রেষ্ঠতর। যিনি স্বীয় পাপময় বাসনাসমূহ দেবতার নিকট উৎসর্গ করেন, তাঁহার নিকট যজ্ঞবেদীতে পশুহনন অনর্থক। রক্তের শোধন ক্ষমতা নাই, কিন্তু বাসনার উন্মূলন অন্তঃকরণ পবিত্র করে। দেবতাদিগের পূজা অপেক্ষা পবিত্রতার আচরণ শ্রেষ্ঠতর।"

কুটদন্ত ধর্মপ্রবণতাবশতঃ এবং স্বীয় আত্মার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ব্যাকুল হইয়া অসংখ্য পশু উৎসর্গ করিয়াছিলেন। রক্তের দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিরর্থকতা তিনি এক্ষণে উপলব্ধি করিলেন। তথাপি তথাগতের উপদেশে সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি পুনরপি কহিলেন : "তুমি বিশ্বাস কর যে জীবের পুনর্জন্ম হয়, জীবনের ক্রমবিকাশে তাহারা দেহান্তর আশ্রয় করে এবং কর্মের অধীন হইয়া তাহারা কৃতকর্মের ফলভোগ করে। তথাপি তুমি উপদেশ দিয়া থাক যে, আত্মার অস্তিত্ব নাই। তোমার শিষ্যবর্গ সম্পূর্ণ আত্ম বিনাশকে নির্বাণের চরম সুখ বলিয়া ঘোষণা করেন। আমি যদি সংস্কারসমূহের সমষ্টি মাত্র হই, তাহা হইলে আমার মৃত্যুতে আমার অস্তিত্ব লোপ পাইবে। আমি যদি কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়বৃত্তি, সংস্কার ও বাসনাসমূহের মিশ্রণ মাত্র হই, তাহা হইলে দেহের বিনাশান্তে আমি কোথায় যাইব ?"

মহাপুরুষ কহিলেন : "ব্রাহ্মণ, তুমি ধার্মিক ও সত্যানুসন্ধিৎসু। তুমি তোমার আত্মার জন্য অতিশয় চিন্তাকুল। কিন্তু তোমার সমস্ত কর্মই বৃথা, যেহেতু যাহা একমাত্র প্রয়োজনীয় তোমার তাহা নাই।

"প্রকৃতির পুনর্জন্ম আছে, কিন্তু আত্মন্ বলিয়া কোন কিছুর দেহান্তর আশ্রয় নাই। তোমার চিন্তাসমূহের পুনরাবির্ভাব হয়, কিন্তু আত্মা বলিয়া কোন কিছুর দেহান্তর আশ্রয় নাই। শিক্ষক কর্তৃক কোন শ্লোক উচ্চারিত হইলে উহা পুনরাবৃত্তিকারী ছাত্রে পুনর্জন্ম লাভ করে।

"কেবলমাত্র অবিদ্যা ও মোহের নিমিত্তই মনুষ্য কল্পনা করে যে তাহাদের আত্মা পৃথক বস্তু এবং স্বয়ম্ভূ।

"ব্রাহ্মণ, তোমার চিত্ত এখনও স্বার্থমুক্ত নয়; তুমি স্বর্গের জন্য ব্যাকুল, কিন্তু তুমি স্বর্গে স্বার্থসুখের প্রয়াসী, সেইজন্য তুমি সত্যের পরমানন্দ ও অমরত্ব দেখিতে পাইতেছ না।

"সত্যকথা শ্রবণ কর: মৃত্যুর প্রচারের জন্য তথাগতের আগমন হয় নাই, তিনি জীবন প্রচার করিতে আসিয়াছেন; তুমি জীবন ও মৃত্যুর স্বরূপ অবগত নও।

"এই দেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, অসংখ্য যজ্ঞ ইহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না, অতএব মানসিক জীবনের অনুসরণ কর। যেখানে স্বার্থ, সেখানে সত্য নাই; কিন্তু সত্যের আবির্ভাবে স্বার্থ বিনষ্ট হইবে। অতএব সত্যে মনঃসংযোগ কর, সত্য প্রচার কর, নিজের সমুদয় ইচ্ছাশক্তি ইহাতে নিয়োগ করিয়া উহার বিস্তৃতি সাধন কর। তুমি সত্যে অনন্ত জীবন পাইবে।

"স্বার্থ মৃত্যু, সত্য জীবন। স্বার্থাসক্তি নিত্য মৃত্যু, সত্যের অনুগমন নির্বাণ, ঐ নির্বাণ অনন্ত জীবন।"

কূটদন্ত কহিলেন: "পূজনীয় আচার্য, নির্বাণ কোথায়?"

বুদ্ধ উত্তর করিলেন: "যেখানে শীলসমূহ পালিত হয় সেইখানেই নির্বাণ।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন: "তবে নির্বাণ কোন স্থানবিশেষ নয় এবং তজ্জন্য বাস্তবিকতাহীন?"

বুদ্ধ কহিলেন: "তুমি বুঝিতে পারিতেছ না, শ্রবণ কর এবং এই প্রশ্নগুলির উত্তর দাও—বায়ু কোথায় বাস করে?"

"কোথাও নয়" কূটদন্ত উত্তর করিলেন।

প্রত্যুত্তরে বুদ্ধ কহিলেন: "তাহা হইলে বায়ু বলিয়া কোন জিনিষ নাই?"

কূটদন্ত নীরব রহিলেন। বুদ্ধ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন: "ব্রাহ্মণ, জ্ঞান কোথায় বাস করে? উত্তর দাও। জ্ঞান কি স্থানবিশেষ?"

কূটদন্ত কহিলেন, "জ্ঞানের কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান নাই।"

বুদ্ধ কহিলেন: "তুমি কি বলিতে চাও যে বিদ্যা নাই, জ্ঞানালোক নাই, পবিত্রতা নাই, মুক্তি নাই, যেহেতু নির্বাণ স্থানবিশেষ নয়? দিনের উত্তাপে প্রবল বায়ু যেরূপ পৃথিবীর উপর দিয়া বহিয়া যায়, সেইরূপ তথাগতের স্নিগ্ধ, মিষ্ট, শান্ত এবং মধুর প্রীতির নিশ্বাস মানবজাতির উপর প্রবাহিত হয়, উহাতে পীড়িতের যন্ত্রণা প্রশমিত হয়, ঐ শ্রান্তিনিবারক বায়ু তাহাদিগকে উল্লসিত করে।"

কূটদন্ত কহিলেন: "আমার বোধ হইতেছে তুমি মহৎ বাণী প্রচার করিতেছ, আমি উহা হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম হইতেছি। আমি পুনরায় প্রশ্ন করিব, ধৈর্যের সহিত শ্রবণ কর: দেব, যদি আত্মনের অস্তিত্ব না থাকে, তাহা হইলে অমরত্ব কি করিয়া সম্ভব? মনের ক্রিয়া বিলুপ্ত হয় এবং চিন্তীকৃত হইবার পর চিন্তার অস্তিত্ব থাকে না।"

বুদ্ধ উত্তর করিলেন: "আমাদের চিন্তাশক্তি চলিয়া যায় কিন্তু যাহা চিন্তীকৃত হইয়াছে তাহা বর্তমান থাকে। তর্কশক্তি চলিয়া যায়, কিন্তু জ্ঞানের অস্তিত্ব থাকে।"

কূটদন্ত কহিলেন: "সে কি প্রকার? বিচারশক্তি এবং জ্ঞান কি একই পদার্থ নহে?"

মহাপুরুষ দৃষ্টান্তের দ্বারা উভয়ের প্রভেদ বুঝাইলেন: "মনে কর রাত্রিকালে কেহ কোন পত্র প্রেরণ করিতে চায়, সে অধীনস্থ লেখককে ডাকাইল, প্রদীপ জ্বালাইল এবং পত্র লিখাইল। এই সমস্ত হইবার পর সে প্রদীপ নিবাইল। কিন্তু যদিও প্রদীপ নির্বাপিত হইল, তথাপি লিখিত পত্র রহিল। সেইরূপ বিচারশক্তি চলিয়া যায়, কিন্তু জ্ঞান বর্তমান থাকে; সেইরূপ মনের ক্রিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু অভিজ্ঞতা, বিদ্যা এবং কর্মফল বিদ্যমান থাকে।"

কূটদন্ত পুনরপি কহিলেন: "দেব, সংস্কারসমূহের বিনাশ সাধন হইলে আমার অনন্যতা কোথায় রহিল, অনুগ্রহ করিয়া বলুন। আমার চিন্তাসমূহ যদি বিক্ষিপ্ত হয় এবং আমার আত্মা যদি আশ্রয়ান্তর গ্রহণ করে, তাহা হইলে আমার চিন্তাসমূহ আর 'আমার' নয় এবং আমার আত্মা আর 'আমার' নয়। একটা দৃষ্টান্ত দিন, কিন্তু দেব, আমার অনন্যতা কোথায় রহিল বুঝাইয়া বলুন।"

মহাপুরুষ কহিলেন: "মনে কর কেহ প্রদীপ জ্বালিল, উহা কি সমস্ত রাত্রি জ্বলিবে?"

"তাহা সম্ভব," কূটদন্ত উত্তর করিলেন।

"উত্তম, রাত্রির প্রথম যামার্ধে প্রদীপের যে অগ্নি, দ্বিতীয় যামার্ধেও কি তাহাই ?"

কূটদন্ত সংশয়ান্বিত হইলেন। তিনি চিন্তা করিলেন উহা একই অগ্নি, কিন্তু কোন গূঢ়ার্থের জটিলতা সন্দেহ করিয়া এবং যথার্থ উত্তর দেওয়ার চেষ্টায় কহিলেন, "না, উহা একই অগ্নি নয়।"

মহাপুরুষ কহিলেন, "তাহা হইলে দুইটি অগ্নি হইল, একটি রজনীর প্রথম যামার্ধে, অপরটি দ্বিতীয় যামার্ধে।"

কূটদন্ত কহিলেন, "না। এক অর্থে ইহা একই অগ্নি, কিন্তু অন্যার্থে উহা নয়। ইহা একই উপাদান হইতে জ্বলিতেছে, একই আলোক ইহা হইতে নির্গত হইতেছে এবং ইহা একই উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে।"

বুদ্ধ কহিলেন, "উত্তম, একই প্রকার তৈলপূর্ণ, একই কক্ষ আলোকিতকারী একই প্রদীপ হইতে নির্গত কল্যকার অগ্নি এবং এই ক্ষণের অগ্নি কি একই ?"

কূটদন্ত কহিলেন, "দিবসে তাহারা নির্বাপিত হইয়া থাকিতে পারে।"

বুদ্ধ কহিলেন: "মনে কর প্রথম প্রহরের অগ্নি দ্বিতীয় প্রহরে নির্বাপিত হইয়াছে, তৃতীয় প্রহরে যদি উহা পুনর্জ্বালিত হয়, উহাকে কি তুমি একই অগ্নি কহিবে ?"

কূটদন্ত উত্তর করিলেন, "এক অর্থে উহা বিভিন্ন অগ্নি, অপরার্থে নহে।"

তথাগত পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন: "অগ্নির নির্বাণ কালে যে সময় অতিবাহিত হইয়াছে, তাহার সহিত উহার অনন্যতা ও অন্যতার কোন সম্বন্ধ আছে কি ?"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "না, কোন সম্বন্ধ নাই। অনৈক্য এবং ঐক্য বিদ্যমান, তাহা বহু বৎসরই অতীত হউক কিম্বা মাত্র এক মুহূর্ত্ত হউক এবং ইত্যবসরে প্রদীপ নির্বাপিত হউক বা না হউক।"

"তাহা হইলে, আমরা স্বীকার করিতেছি যে, এক অর্থে অদ্যকার অগ্নি ও কল্যকার অগ্নি একই এবং অপর অর্থে প্রতি মুহূর্ত্তে উহারা বিভিন্ন। অধিকন্তু, একই শক্তিসম্পন্ন একই কক্ষ আলোকিতকারী একই প্রকারের বিভিন্ন অগ্নি এক অর্থে একই।"

কূটদন্ত উত্তর করিলেন, "হাঁ।"

বুদ্ধ পুনরপি কহিলেন : "মনে কর এক ব্যক্তি আছে যে তোমার মত অনুভব করে, তোমার ন্যায় চিন্তা করে এবং তোমার ন্যায় কর্ম করে, সে আর তুমি একই ব্যক্তি নও ?"

কূটদন্ত বাধা দিয়া কহিলেন, "না।"

বুদ্ধ কহিলেন : "যে যুক্তিবাদ জগতের বস্তুসমূহে প্রযোজ্য তাহা যে তোমার প্রতিও প্রযোজ্য তাহা কি তুমি অস্বীকার কর ?"

কূটদন্ত চিন্তার পর ধীরে ধীরে কহিলেন, "না, আমি অস্বীকার করি না। একই প্রকার যুক্তি সর্ব বস্তুতে প্রযোজ্য ; কিন্তু আমার আত্মার বিশেষত্ব আছে, সেই জন্য উহা অন্য সর্ব বস্তু হইতে এবং অন্য আত্মাসমূহ হইতে পৃথক। অপর এক ব্যক্তি থাকিতে পারে যে সম্পূর্ণরূপে আমারই ন্যায় অনুভব করে, আমারই ন্যায় চিন্তা করে এবং আমারই ন্যায় কর্ম করে ; এমন কি সে আমারই নামধারী হইতে পারে এবং আমার অধিকারে যে যে বস্তু আছে তাহারও ঠিক তাহাই থাকিতে পারে, কিন্তু সে এবং আমি একই ব্যক্তি নই।"

"সত্য কূটদন্ত," বুদ্ধ উত্তর করিলেন, "সে এবং তুমি একই নহ। কিন্তু বল দেখি, যে ব্যক্তি বিদ্যালয়ে যায় সে কি বিদ্যাধ্যয়ন সমাপ্ত হইবার পর বিভিন্ন ব্যক্তিতে পরিণত হয় ? যে ব্যক্তি অপরাধী, দণ্ডবিধানে তাহার হস্ত ও পদচ্ছেদ হইলে কি সে বিভিন্ন ব্যক্তি হইবে ?"

কূটদন্ত উত্তর করিলেন, "সে বিভিন্ন ব্যক্তি হইবে না।"

"তাহা হইলে নিরবচ্ছিন্নতা হইতে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় ?" তথাগত জিজ্ঞাসা করিলেন।

"কেবলমাত্র নিরবচ্ছিন্নতা হইতে নয়," কূটদন্ত কহিলেন, "প্রধানতঃ প্রকৃতির সাম্য হইতে।"

বুদ্ধ কহিলেন : "উত্তম, তাহা হইলে তুমি স্বীকার করিতেছ যে, একই প্রকারের দুইটি বিভিন্ন অগ্নিকে যেরূপ একই অগ্নি বলা যাইতে পারে, সেই অর্থে দুইটি বিভিন্ন ব্যক্তিকেও একই ব্যক্তি বলা যাইতে পারে ; তাহা হইলে তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, তোমারই ন্যায় প্রকৃতি সম্পন্ন এবং তোমারই ন্যায় একই কর্মপ্রসূত ব্যক্তি এবং তুমি একই।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "আমি স্বীকার করিতেছি।"

বুদ্ধ কহিলেন : "এবং এই একই অর্থে অদ্যকার তুমি ও কল্যকার তুমি

একই। যে পদার্থে তোমার দেহ গঠিত, তোমার প্রকৃতির উৎপত্তি উহাতে নহে ; দেহের, বৃত্তিসমূহের এবং চিন্তাসমূহের রূপ হইতে প্রকৃতির উদ্ভাস। তোমার দেহ সংস্কারসমূহের সমষ্টি। যেখানে তাহারা তুমিও সেইখানে। যেখানে তাহারা যায় তুমিও সেইখানে যাও। এইরূপে এক অর্থে তোমার ব্যক্তিত্বের অনন্যতা দেখিবে, অর্থান্তরে দেখিবে না। কিন্তু যিনি অনন্যতা অস্বীকার করিবেন, তাঁহাকে সর্বপ্রকার অনন্যতা অস্বীকার করিতে হইবে, তাঁহাকে বলিতে হইবে যে, এই মুহূর্তের প্রশ্নকারক এবং পরবর্তী মুহূর্তের উত্তরের গ্রাহক একই ব্যক্তি নয়। এক্ষণে তোমার ব্যক্তিত্বের নিরবচ্ছিন্নতা চিন্তা কর, উহা তোমার কর্মে রক্ষিত। তুমি কি ইহাকে মৃত্যু ও ধ্বংস কহিবে কিম্বা জীবন ও নিরবচ্ছিন্ন জীবন কহিবে ?"

কূটদন্ত উত্তর করিলেন, "আমি উহাকে জীবন ও নিরবচ্ছিন্ন জীবন কহিব, যেহেতু উহা আমার সত্তার প্রসারণ, কিন্তু আমি ঐ প্রকার প্রাসরণের জন্য ব্যস্ত নই। আমি অপরার্থে ব্যক্তিত্বের প্রসারণের জন্য উৎসুক, যে অর্থে প্রত্যেক মনুষ্যই আমা হইতে বিভিন্ন।"

বুদ্ধ কহিলেন : "উত্তম। তুমি তাহাই চাও এবং উহাই আত্মশক্তি। ইহাই তোমার ভ্রান্তি। সর্বপ্রকার মিশ্রপদার্থ ক্ষণস্থায়ী ; তাহারা উৎপন্ন ও ধ্বংস হয়। যাহা প্রিয় তাহা হইতে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইবে এবং যাহা তাহারা ঘৃণার সহিত পরিহার করে তাহার সহিত মিলিত হইবে। কোন মিশ্র পদার্থের মধ্যে আত্মন্ নামক কোন সৎ পদার্থ নাই।"

"সে কি প্রকার ?" কূটদন্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। "তোমার আত্মা কোথায় ?" বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন। যখন কূটদন্ত কোন উত্তর করিলেন না তখন বুদ্ধ পুনরায় কহিলেন, "যে আত্মায় তুমি আসক্ত তাহা নিয়ত পরিবর্তনশীল। বহু পূর্বে তুমি ক্ষুদ্র শিশু ছিলে ; তৎপরে তুমি বালক ছিলে ; তৎপরে যুবা এবং এক্ষণে তুমি পূর্ণবয়স্ক। শিশু এবং পূর্ণবয়স্ক মনুষ্যের মধ্যে অনন্যতা আছে কি ? মাত্র অর্থবিশেষে আছে। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় প্রহরে অগ্নি নির্বাপিত হইয়া থাকিলেও প্রথম ও তৃতীয় প্রহরের অগ্নির সাম্য অধিক। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, কোন্‌টি প্রকৃত আত্মা, গত দিবসের কিম্বা অদ্যকার কিম্বা পরবর্তী দিনের, যাহার রক্ষার জন্য তুমি এত ব্যস্ত ?"

কূটদন্ত হতবুদ্ধি হইয়া কহিলেন, "জগৎপতি, আমার ভ্রান্তি দেখিতেছি, কিন্তু এখনও আপনার উপদেশ সম্যক অনুধাবন করিতে পারি নাই।"

তথাগত পুনরায় কহিলেনঃ "ক্রমবিকাশের দ্বারা সংস্কারের উৎপত্তি হয়। উহা ব্যতিরেকে উৎপন্ন হইয়াছে এমন সংস্কার নাই। তোমার সংস্কারসমূহ তোমার পূর্বজন্মের কর্মফলপ্রসূত। তোমার সংস্কারসমূহের সমষ্টিই তোমার আত্মা। যেখানে ঐ সংস্কারসমূহ সেইখানেই তোমার আত্মা আশ্রয় গ্রহণ করিবে। তোমার সংস্কারসমূহে তোমার জীবন নিরবচ্ছিন্ন রহিবে এবং উত্তর জীবনে তুমি অতীত ও বর্তমানের কর্মফল ভোগ করিবে।"

কূটদন্ত কহিলেন, "কিন্তু দেব, এই ফলপ্রাপ্তি নিশ্চয়ই ন্যায়সঙ্গত নয়। যাহা আমি বপন করিয়াছি অন্যে তাহা সংগ্রহ করিবে, তাহা কিরূপে ন্যায়সঙ্গত হইতে পরে আমি দেখিতেছি না।"

মহাপুরুষ কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিয়া পরে উত্তর করিলেনঃ "সমস্ত উপদেশ কি বৃথা হইল? তুমি কি বুঝিতেছ না যাহাদিগকে 'অন্য' বলিয়া উল্লেখ করিতেছ তাহারা তুমি ভিন্ন আর কেহই নয়? তুমি যাহা বপন করিবে তাহা তুমিই সংগ্রহ করিবে, অন্য কেহ নয়।

"মনে কর একব্যক্তি শিক্ষা-দীক্ষাহীন এবং নিঃস্ব, সে স্বীয় অবস্থার দৈন্যে ক্লিষ্ট। বাল্যে সে কর্মকুণ্ঠ ও অলস ছিল। যখন সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, তখন জীবিকা উপার্জনোপযোগী কোন শিল্প শিক্ষা করে নাই। তুমি কি বলিবে যে, তাহার ক্লেশ তাহার নিজের কর্মপ্রসূত নয়, যেহেতু প্রাপ্তবয়স্ক এবং বালক একই ব্যক্তি নয়?

"আমি সত্যই কহিতেছিঃ স্বর্গ, সমুদ্রগর্ভ, পর্বতকন্দর, যেখানেই যাও কুকর্মের ফলভোগ হইতে কোথাও নিস্তার নাই।

"কিন্তু ঐ একই নিয়মে সুকর্মের মঙ্গলও তোমাকে নিশ্চয়ই স্পর্শ করিবে।

"যিনি বহুদিন পথভ্রমণ করিয়া নিরাপদে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন, তিনি স্বজন মিত্রবর্গদ্বারা অভ্যর্থিত হন। সেইরূপ পবিত্রতার মার্গে বিচরণ করিয়া যিনি বর্তমান জীবনের অন্তে জীবনান্তর আশ্রয় করিবেন, তাঁহার সুকৃতির সুফল তথায় তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবে।"

কূটদন্ত কহিলেন, "আপনার প্রচারিত ধর্মের গৌরব ও শ্রেষ্ঠতায় আমি বিশ্বাস স্থাপন করিতেছি। আমার চক্ষু এখনও উহার আলোক সহনে অক্ষম; কিন্তু আমি বুঝিতেছি যে, আত্মন্ নাই, সত্য আমার নিকট প্রতীয়মান হইতেছে। যজ্ঞ মুক্তি দানে অক্ষম, প্রার্থনা বৃথা আবৃত্তি। কিন্তু অনন্ত

জীবনের পথ আমি কি প্রকারে পাইব ? সমস্ত বেদ আমার কণ্ঠাগ্রে, কিন্তু আমি সত্য পাই নাই।"

বুদ্ধ কহিলেন: "পাণ্ডিত্য উত্তম বস্তু; কিন্তু ইহাই সব নয়। মাত্র অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রকৃত প্রজ্ঞা লাভ হয়। প্রত্যেক মনুষ্য এবং তুমি একই এই সত্যের সাধনা কর। পবিত্রতার মহান মার্গে বিচরণ কর, তুমি বুঝিবে যে স্বার্থ মরণান্ত হইলেও সত্যে অমরত্ব আছে।"

কূটদন্ত কহিলেন: "আমি বুদ্ধে, ধর্মে ও সঙ্ঘে আশ্রয় লইতেছি। আমাকে আপনার শিষ্যরূপে গ্রহণ করুন, আমি অমরত্বের পরমানন্দ অনুভব করি।"

বুদ্ধ সর্বব্যাপী

তদনন্তর বুদ্ধ কহিলেন:

"যাহারা অবিশ্বাসী তাহারাই আমাকে গৌতম কহিয়া থাকে, কিন্তু তুমি আমাকে পুণ্যপুরুষ, মানবের শিক্ষক বুদ্ধ নামে অভিহিত করিতেছ। ইহাই উচিত, কারণ আমি ইহজীবনেই নির্বাণে প্রবিষ্ট হইয়াছি এবং গৌতমের জীবন বিনষ্ট হইয়াছে।

"স্বার্থের বিনাশের সহিত আমার দেহ সত্যের আবাসে পরিণত হইয়াছে। আমার এই দেহ গৌতমের দেহ, কালক্রমে ইহা ধ্বংস হইবে এবং ঐ ধ্বংসের পর ঈশ্বর কিম্বা মানব কেহই আর গৌতমকে দেখিতে পাইবে না। কিন্তু সত্য রহিবে। বুদ্ধের বিনাশ হইবে না; বুদ্ধ পবিত্র ধর্মরূপ দেহে জীবিত থাকিবেন।

"বুদ্ধের দেহান্তে এমন কিছুই অবশিষ্ট রহিবে না যাহা হইতে নূতন ব্যক্তিত্ব গঠিত হইতে পারে। ইহাও বলা সম্ভব হইবে না যে তিনি এইস্থানে আছেন কিম্বা স্থানান্তরে আছেন। প্রজ্জ্বলিত বিরাট অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে অগ্নিশিখা যেরূপ ইহাও সেইরূপ হইবে। অগ্নিশিখা আর নাই; উহা অদৃশ্য হইয়াছে এবং ইহা বলা যাইতে পারে না যে, উহা এখানে আছে কিম্বা সেখানে আছে। ধর্মের মধ্যে বুদ্ধ অবস্থিত থাকিবেন; কারণ ধর্ম তাঁহা কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে।

তোমরা আমার সন্তান, আমি তোমাদের পিতা; আমার জন্য তোমরা ক্লেশমুক্ত হইয়াছ।

"আমি নিজে পরপারে উত্তীর্ণ হইয়াছি, সুতরাং অপরকেও উত্তরণে সাহায্য করিতে পারিব; আমি নিজে মুক্ত, সুতরাং অপরের মুক্তিদাতা; আমি নিজে প্রবুদ্ধ, সুতরাং অপরের সান্ত্বনা ও আশ্রয়দায়ক।

"ক্ষীণতনু সর্বপ্রাণীকে আমি আনন্দে পূর্ণ করিব ; আমি ক্লিষ্ট মরণোন্মুখের সুখ বিধান করিব ; তাহারা নিকট সহায় ও মুক্তিপ্রাপ্ত হইবে।

"জগতের মুক্তির জন্য আমি সত্যরাজরূপে জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলাম।

"সত্যই আমার ধ্যানের বিষয়। সত্যই আমার সাধনা। সত্যই আমার কথোপকথনের বিষয়। সত্যই আমার চিন্তার বিষয়। কারণ আমি সত্যে পরিণত হইয়াছি। আমিই সত্য।

"সত্য অনুধাবনকারী মাত্রই বুদ্ধের দর্শন লাভ করিবেন, কারণ সত্য বুদ্ধ কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে।"

এক মূল, এক বিধি, এক লক্ষ্য

সম্মানার্হ কাশ্যপের মনের অনিশ্চয়তা ও সংশয় দূর করিবার জন্য তথাগত তাঁহাকে কহিলেন :

"সর্ব বস্তু একই মূল পদার্থ হইতে গঠিত, তথাপি বিভিন্ন সংস্কার প্রসূত আকারানুসারে তাহারা বিভিন্ন। তাহারা আকারানুযায়ী কর্মে রত হয়, এবং যেরূপ কর্মে প্রবৃত্ত হয় সেইরূপ প্রকৃতি লাভ করে।

"কাশ্যপ, কুম্ভকার একই মৃত্তিকা হইতে যেরূপ বিভিন্ন পাত্র প্রস্তুত করে, ইহাও সেইরূপ। কোনও পাত্র শর্করা রক্ষার জন্য, কোনটি তণ্ডুল, কোনটি দধি, কোনটি দুগ্ধ রক্ষার জন্য, কোন কোন পাত্র অপবিত্র দ্রব্যাদি রক্ষার জন্য। ব্যবহৃত মৃত্তিকার বিভিন্নতা নাই ; পাত্রের বিভিন্নতার কারণ কুম্ভকারের নির্মাণকৌশল, সে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্নরূপে ব্যবহারের জন্য পাত্রগুলিকে বিভিন্ন আকার দান করে।

"সর্ববস্তু যেরূপ একই মূলপদার্থ হইতে উৎপন্ন, সেইরূপ তাহারা একই বিধির বশবর্তী হইয়া বিকাশ লাভ করে এবং একই লক্ষ্য প্রণোদিত, ঐ লক্ষ্য নির্বাণ।

"কাশ্যপ, যদি তুমি ইহা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পার যে, সর্ববস্তুর মূল এক, বিধি এক এবং এই জ্ঞান দ্বারা নিজ জীবন চালিত করিতে পার, তাহা হইলে তুমি নির্বাণ লাভ করিবে। সত্য যেরূপ মাত্র এক, নির্বাণও সেইরূপ এক মাত্র, দুই কিংবা তিন নয়।

"সকল প্রাণীর উপরেই তথাগতের একই ভাব, ভাবের বিভিন্নতা প্রাণীগণের বিভিন্নতা অনুসারে।

"মেঘ যেরূপ নির্বিশেষে বারিবর্ষণ করে, তথাগতও সেইরূপ সমস্ত জগতের শ্রান্তিনিবারক। উচ্চ ও নীচ, জ্ঞানী ও অজ্ঞান, পবিত্র ও অপবিত্র সকলের প্রতিই তাঁহার সমভাব।

"বারিপূর্ণ মেঘমণ্ডল সর্বদেশ ও সমুদ্র আচ্ছন্ন করিয়া বিশাল বিশ্বে ব্যাপ্ত হয় এবং সর্বত্র ক্ষুদ্র শৈলে, পর্বতে, উপত্যকায়, সর্বপ্রকার তৃণ, গুল্ম, লতা ও বৃক্ষাদির উপর বারিবর্ষণ করে।

"তৎপরে, কাশ্যপ, ঐ সকল তৃণ, গুল্ম, লতা ও বৃক্ষাদি ঐ বিশাল মেঘ হইতে নির্গত একই মূলোদ্ভূত বারি শোষণপূর্বক নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে বৃদ্ধি লাভ করিয়া কালক্রমে মুকুলিত ও ফলবান হইবে।

"একই প্রকার মৃত্তিকায় বদ্ধমূল হইয়া ঐ সকল তৃণ ও গুল্মাদি একই মূলোদ্ভূত জল দ্বারা সঞ্জীবিত হয়।

"কিন্তু কাশ্যপ, যে ধর্মের সার মুক্তি এবং যাহার লক্ষ্য নির্বাণ তথাগত সেই ধর্ম অবগত আছেন। তিনি সর্বভূতে সমভাবযুক্ত, তথাপি প্রত্যেক বিভিন্ন প্রাণীর প্রয়োজন জানিয়া তিনি সকলের নিকট একই ভাবে প্রকাশিত হন না। তিনি প্রারম্ভেই পূর্ণ সর্বজ্ঞতা দান করেন না, বিভিন্ন প্রাণীর প্রবৃত্তি অনুসারে তিনি তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন।"

রাহুলকে উপদেশ দান

গৌতম সিদ্ধার্থ ও যশোধরার পুত্র রাহুল প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিবার পূর্বে তাঁহার আচরণে সত্যানুরক্তি লক্ষিত হইত না, সেজন্য বুদ্ধ পুত্রকে মন ও জিহ্বা সংযত করিবার জন্য দূরবর্তী কোন বিহারে প্রেরণ করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে বুদ্ধ ঐ বিহারে গমন করিলে রাহুল অতিশয় আনন্দিত হইলেন।

বুদ্ধ বালককে পাত্রে করিয়া জল আনিতে ও স্বীয় পাদদেশ ধৌত করিতে আদেশ করিলেন, রাহুল আদেশ প্রতিপালন করিলেন।

রাহুল তথাগতের পাদ প্রক্ষালন সম্পন্ন করিবার পর মহাপুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন: "এই জল কি এক্ষণে পেয়?"

"না প্রভু" বালক উত্তর করিল, "জল দূষিত হইয়াছে।"

তৎপরে বুদ্ধ কহিলেন: "এক্ষণে তোমার নিজের কথা ভাবিয়া দেখ।

যদিও তুমি আমার পুত্র ও রাজার পৌত্র, যদিও তুমি স্বেচ্ছায় সর্বত্যাগী শ্রমণ তথাপি তুমি অসত্য হইতে নিজের জিহ্বাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া নিজের মনকে অপবিত্র করিতেছ।"

পাত্র হইতে জল ঢালিয়া ফেলা হইলে বুদ্ধ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন : "এই পাত্র কি এক্ষণে পানীয় জল রক্ষা করিবার উপযুক্ত ?"

"না প্রভূ," রাহুল উত্তর করিলেন, "পাত্রও অপবিত্র হইয়াছে।"

তৎপরে বুদ্ধ কহিলেন : "এক্ষণে তোমার নিজের বিষয় চিন্তা কর। যদিও তুমি পীতবাসধারী, তথাপি তুমি এই পাত্রের ন্যায় অপবিত্র হইলে তোমা হইতে কোন উচ্চ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি ?"

তৎপরে পুণ্য পুরুষ শূন্য পাত্র উত্থিত ও ঘূর্ণিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : "পাত্রটি পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যাইবার আশঙ্কা কর কি না ?"

রাহুল উত্তর করিলেন, "না প্রভু, পাত্রটি সুলভ, উহা ভাঙ্গিয়া যাইলে বিশেষ ক্ষতি হইবে না।"

বুদ্ধ কহিলেন : "এক্ষণে তোমার নিজের বিষয় চিন্তা কর। তুমি পুনর্জন্মের অনন্ত আবর্তে ঘূর্ণিত অপরাপর প্রাকৃতিক বস্তুসমূহ যে পদার্থে গঠিত তোমার দেহও ঐ পদার্থে গঠিত, ঐ পদার্থ চূর্ণ হইয়া ধূলিতে পরিণত হইবে, তোমার দেহ ভগ্ন হইলে কাহারও কোন ক্ষতি হইবে না। অসত্যবাদী জ্ঞানীগণের ঘৃণিত পাত্র।"

রাহুল লজ্জায় অভিভূত হইলেন। বুদ্ধ পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন : "শ্রবণ কর, একটি গল্প বলিব :

"এক রাজা ছিলেন, তাঁহার প্রবল শক্তিশালী এক হস্তী ছিল। ঐ হস্তী পাঁচশত সাধারণ হস্তীর সমকক্ষ ছিল। যুদ্ধ যাত্রার সময় হস্তীর দন্তদ্বয়ে তীক্ষ্ণ অসি সংলগ্ন করা হইল, উহার স্কন্ধদেশ খড়্গ, পাদতুষ্টয় ভল্ল এবং লাঙ্গুল লৌহ গোলক দ্বারা সজ্জিত হইল। ঐ দৃশ্য হস্তী চালকের আনন্দ উৎপাদন করিল, সে জানিত যে হস্তীর শুণ্ডে তীরের সামান্য আঘাত লাগিলেও উহা সাংঘাতিক হইবে, সেইজন্য সে হস্তীকে শুণ্ড কুণ্ডলীকৃত করিয়া রাখিতে শিক্ষা দিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের সময় হস্তী তরবারি ধরিবার জন্য শুণ্ড প্রসারিত করিল। চালক ভীত হইয়া রাজার সহিত পরামর্শ করিয়া উভয়ে স্থির করিল যে, হস্তী আর যুদ্ধে ব্যবহৃত হইবার উপযুক্ত নয়।

"রাহুল, মানুষ যদি জিহ্বাকে সংযত করিতে পারে, তাহা হইলে সব দিকেই

মঙ্গল হইবে। যুদ্ধের হস্তী যেরূপ আঘাতকারীর শর হইতে নিজ শুণ্ড রক্ষা করে তুমিও সেইরূপ হও।

"সত্যানুরক্তি সরল চিত্তকে অবিচার হইতে রক্ষা করে। শান্ত ও সুসংযত হস্তী যেরূপ রাজাকে শুণ্ডে আরোহণ করিতে দেয়, সেইরূপ ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি আজীবন দৃঢ় থাকিবেন।"

উপদেশ শ্রবণ করিয়া রাহুল গভীর দুঃখে অভিভূত হইলেন। অতঃপর স্বীয় আচরণকে তিনি আর নিন্দনীয় হইতে দিলেন না এবং আন্তরিক উদ্যমে নিজ জীবন পবিত্র করিলেন।

নিন্দা-সম্বন্ধে উপদেশ

পুণ্যাত্মা সমাজের ধারা পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, বিদ্বেষ-বুদ্ধি এবং বৃথা গর্ব ও স্বার্থান্বেষী অহঙ্কারের তুষ্টির নিমিত্ত কৃত ঘৃণার্হ দোষসমূহ হইতে অনেক অনর্থের সৃষ্টি হয়।

তিনি কহিলেন : "যদি কেহ মূঢ়তাবশতঃ আমার প্রতি অন্যায় করে, আমি প্রতিদানে অকাতরে তাহার উপর প্রীতিবর্ষণ করিব ; অমঙ্গলের প্রতিদানে আমি মঙ্গল বিতরণ করিব ; সাধুতার সৌরভ সর্বক্ষণ আমি অনুভব করিব, অমঙ্গলের অনিষ্টকর বায়ু তাহাকে স্পর্শ করিবে।"

বুদ্ধ অমঙ্গলের প্রতিদানে মঙ্গল বিতরণ করেন শুনিয়া এক নির্বোধ তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার নিন্দা করিল। বুদ্ধ তাহার নির্বুদ্ধিতায় করুণাপরবশ হইয়া নীরব রহিলেন।

নির্বোধ তাহার নিন্দাবাদ সমাপ্ত করিলে বুদ্ধ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন : "বৎস, যদি কোন ব্যক্তি উপহৃত দ্রব্য লইতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে ঐ দ্রব্য কাহার হইবে?" সে উত্তর করিল : "তাহা হইলে উহা প্রদানকারীর হইবে।"

বুদ্ধ কহিলেন, "বৎস, তুমি আমাকে দুর্বাক্য বলিয়াছ, কিন্তু তোমার দুর্বাক্য আমি লইব না, তুমি উহা নিজের জন্য রাখিয়া দাও। উহা কি তোমার যাতনার কারণ হইবে না? প্রতিধ্বনি যেরূপ শব্দের অনুগামী, ছায়া যেরূপ দ্রব্যের অনুগামী, সেইরূপ যাতনাও দুষ্কৃতের অনুগমন করিবেই।"

নিন্দুক কোন উত্তর করিল না, বুদ্ধ পুনরপি কহিলেন :

"দুষ্টের পক্ষে সাধুকে ভৎর্সনা করা এবং উর্দ্ধে আকাশে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করা

একই প্রকার ; নিষ্ঠীবন আকাশকে মলিন করে না, উহা ফিরিয়া আসিয়া নিক্ষেপকারীকে অপবিত্র করে।

"নিন্দুক এবং প্রতিকূল বায়ুতে অপরের প্রতি ধূলিনিক্ষেপকারী একই ; ধূলি ফিরিয়া আসিয়া নিক্ষেপকারীর উপর পতিত হয়। ধার্মিকের কোন অনিষ্ট হয় না, কিন্তু নিন্দুক, যে অনিষ্ট করিবার কল্পনা করে, উহা তাহার নিজের উপরই পতিত হয়।"

নিন্দুক লজ্জিত হইয়া চলিয়া গেল, কিন্তু সে পুনরায় আসিয়া বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণ লইল।

বুদ্ধ কর্তৃক দেব জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দান

মহাপুরুষ যখন জেতবন নামক অনাথপিণ্ডিকের উদ্যানে অবস্থান করিতেছিলেন, ঐ সময় এক দিন স্বর্গবাসী এক দেবপুরুষ ব্রাহ্মণের বেশে তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। স্বর্গবাসীর বদনমণ্ডল উজ্জ্বল, পরিধানে তুষারশুভ্র বসন। তিনি বুদ্ধকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, বুদ্ধ তাহার উত্তর দিলেন।

দেব কহিলেন : "সর্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ তরবারি কি ? সর্বাপেক্ষা সাংঘাতিক বিষ কি ? সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড অগ্নি কি ? সর্বাপেক্ষা অন্ধকার রজনী কি ?"

বুদ্ধ উত্তর করিলেন, "ক্রোধের সহিত উচ্চারিত বাক্য তীক্ষ্ণতম তরবারি ; লোভ সর্বাপেক্ষা সাংঘাতিক বিষ ; অত্যাসক্তি সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড অগ্নি ; অবিদ্যা সর্বাপেক্ষা অন্ধকার রজনী।"

দেব কহিলেন : "কে সর্বাপেক্ষা লাভবান ? কাহার ক্ষতি সর্বাপেক্ষা বেশী ? কোন্ বর্ম দুর্ভেদ্য ? সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অস্ত্র কি ?"

বুদ্ধ উত্তর করিলেন : "যিনি অপরকে দান করেন, তিনিই সর্বাপেক্ষা লাভবান, যিনি অপরের নিকট গ্রহণ করিয়া প্রতিদানে পরাঙ্মুখ তিনিই সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত। সহিষ্ণুতা দুর্ভেদ্য বর্ম ; প্রজ্ঞা সর্বোৎকৃষ্ট অস্ত্র।"

দেব কহিলেন : "সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক তস্কর কে ? সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ধন কি ? পৃথিবীতে ও স্বর্গে সর্বাপেক্ষা লুণ্ঠনকারী কে ? সর্বাপেক্ষা নিরাপদ নিধি কি ?"

মহাপুরুষ উত্তর করিলেন : "মন্দ চিন্তা সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক তস্কর ; পুণ্য সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ধন। আত্মা পৃথিবীতে ও স্বর্গে বলপ্রয়োগে, লুণ্ঠনে সক্ষম ; অমরত্বই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ নিধি।"

দেব কহিলেন: "কোন্ দ্রব্য চিত্তাকর্ষক? কোন্ দ্রব্য কদর্য? কোন্ যন্ত্রণা সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর? সর্বাপেক্ষা সুখভোগ কি?"

মহাপুরুষ উত্তর করিলেন: "মঙ্গল চিত্তাকর্ষক; অমঙ্গল কদর্য। বিবেকের দংশন সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর যাতনা, মুক্তিই চরম সুখ।"

দেব জিজ্ঞাসা করিলেন: "জগতে ধ্বংসের কারণ কি? বন্ধুত্ব বিচ্ছেদের কারণ কি? সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড জ্বর কি? সর্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসক কে?"

মহাপুরুষ উত্তর করিলেন: "অবিদ্যা জগতের ধ্বংসের কারণ। হিংসা ও স্বার্থপরতা বন্ধুত্ব বিচ্ছেদের কারণ। বিদ্বেষ সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড জ্বর, এবং বুদ্ধ সর্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসক।"

তৎপরে দেব কহিলেন: "এক্ষণে আমার মাত্র একটি সংশয় আছে; অনুগ্রহপূর্বক উহা দূর করুন। এমন বস্তু কি যাহা অগ্নিতে দগ্ধ হয় না? আর্দ্রতায় যাহার ক্ষয় হয় না, বায়ু যাহাকে পাতিত করিতে পারে না' যাহা সমস্ত জগতের সংস্কার সাধনে সক্ষম?"

মহাপুরুষ উত্তর করিলেন: "ঐ বস্তু পুণ্য। অগ্নি কিম্বা আর্দ্রতা কিম্বা বায়ু সুকর্ম জনিত পুণ্য নষ্ট করিতে পারে না, উহা সমস্ত জগতের সংস্কার সাধনে সক্ষম।"

দেব বুদ্ধের বাণী শ্রবণ করিয়া আনন্দে অভিভূত হইলেন। তিনি সসম্মানে যুক্তকরে বুদ্ধের সম্মুখে নতমস্তক হইয়া অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইলেন।

উপদেশ দান

ভিক্ষুগণ বুদ্ধের সমীপে আগত হইয়া যুক্তকরে তাঁহাকে অভিবাদন পূর্বক কহিলেন:

"দেব, তুমি সর্বদর্শী, আমরা জ্ঞান লাভেচ্ছু; আমাদের কর্ণ শ্রবণ করিবার জন্য প্রস্তুত, তুমি আমাদের শিক্ষাদাতা, তুমি অতুলনীয়। আমাদের সংশয় মোচন কর, পবিত্র ধর্মের জ্ঞান দাও, তুমি মহাজ্ঞানী; আমাদের মধ্যে তোমার বাণী নিঃসৃত হউক; সহস্রলোচন দেবরাজের ন্যায় তুমি সর্বদর্শী।

"তুমি মহাজ্ঞানী মুনি, তুমি নদী উত্তীর্ণ হইয়া পরপারে গমন করিয়াছ, তুমি পবিত্র ও সরল চিত্ত, আমরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—ভিক্ষু গৃহত্যাগ পূর্বক বাসনামুক্ত হইবার পর পৃথিবীতে চলিবার জন্য কোন্ পথ তাঁহার পক্ষে প্রকৃত?"

বুদ্ধ কহিলেন:

"ভিক্ষু পার্থিব কিম্বা স্বর্গীয় সুখের তীব্র তৃষ্ণাকে দমন করিবেন, এইরূপে জন্মকে জয় করিলে ধর্ম তাঁহার করতলগত হইবে। জগতে তিনি যথার্থ মার্গে বিচরণ করিবেন।

"যিনি লালসার বিনাশ সাধন করিয়াছেন, যিনি অহঙ্কার হইতে মুক্ত, যিনি সর্বোতোভাবে তৃষ্ণাকে জয় করিয়াছেন, তিনি সংযত, পূর্ণ সুখী ও সরল চিত্ত। এই জন জগতে প্রকৃত মার্গে বিচরণ করিবেন।

"যিনি নির্বাণের পথ-প্রদর্শী জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, যিনি পক্ষাশ্রয়ী নহেন, যিনি পবিত্র ও বিজয়ী, যাঁহার চক্ষু হইতে আবরণ অপসারিত হইয়াছে, তিনিই বিশ্বাসী। এই জন জগতে প্রকৃত মার্গে বিচরণ করিবেন।"

ভিক্ষুগণ কহিলেন ঃ "ভগবন্, আপনি যথার্থ কহিয়াছেন; যে ভিক্ষু এইরূপে সংযত হইয়া এবং সর্বপ্রকার বন্ধনমুক্ত হইয়া চলিবেন, তিনি জগতে প্রকৃত মার্গে বিচরণ করিবেন।"

বুদ্ধ কহিলেন ঃ

"যিনি নির্বাণের শান্তি প্রয়াসী তাঁহাকে সামর্থ্য ও সাধুতার পরিচয় দিতে হইবে, তিনি বিবেকী ও নম্র হইবেন, তিনি অহংকার শূন্য হইবেন।

"কেহ যেন কাহাকেও প্রবঞ্চনা না করে, ঘৃণা না করে, ক্রোধ কিম্বা প্রতিহিংসা পরবশ হইয়া কেহ যেন কাহারও অনিষ্ট না করে।

"যাঁহারা সত্যের সন্ধান ও দর্শন পাইয়া প্রশান্ত হইয়াছেন, তাঁহারা অরণ্যেও সুখী। যিনি আত্মদমন করিয়া দৃঢ় হইয়াছেন, তিনি সুখী। যাঁহার সর্বদুঃখ ও সর্বতৃষ্ণার অন্ত হইয়াছে, তিনি সুখী। স্বার্থোদ্ভূত দুর্দান্ত বৃথা গর্বের জয় সাধনে পরম সুখ।

"মানুষ ধর্মে সুখ ও আনন্দ অনুভব করুক, ধর্ম হইতে যেন তাহার চ্যুতি না হয়, সে ধর্মের বিচার করিতে শিক্ষা করুক, যে কলহে ধর্ম মলিন করে, সে যেন সেরূপ কলহে প্রবৃত্ত না হয়, ধর্মনিহিত সত্যের চিন্তায় যেন তাহার সময় অতিবাহিত হয়।

"গভীর গহ্বরে স্থাপিত ভাণ্ডার কাহারও উপকার করে না, উহা সহজেই হৃত হয়। যে ভাণ্ডার দান, ধর্মানুরাগ, মিতাচার, আত্ম-সংযম কিম্বা পুণ্য কর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত উহাই প্রকৃত ভাণ্ডার, উহা সুরক্ষিত, উহার বিনাশ নাই। অপরকে বঞ্চিত করিয়া কিম্বা অপরের অনিষ্ট সাধন করিয়া উহা লাভ করা যায় না, তস্কর উহা অপহরণে সক্ষম। মানুষ মৃত্যুতে পার্থিব অস্থায়ী ধনৈশ্বর্য হইতে

চ্যুত হইবে, কিন্তু এই পুণ্যের ভাণ্ডার তাহার অনুগামী হইবে। জ্ঞানী সৎকর্ম করিবেন ; ঐ ধন কখনও হৃত হয় না।”

ভিক্ষুগণ তথাগতের প্রজ্ঞার স্তুতিবাদ করিলেন :

“আপনি যাতনার অতীত হইয়াছেন ; আপনি পবিত্র প্রবুদ্ধ পুরুষ, আপনি রিপুজয়ী। আপনি মহিমান্বিত, চিন্তাশীল ও পরম জ্ঞানী। আপনি যাতনার উপশমকারী, আপনি আমাদের সংশয় মোচন করিয়াছেন।

“আমাদের আকাঙ্ক্ষা অবগত হইয়া আপনি আমাদের সংশয় মোচন করিয়াছেন। অতএব, হে মুনি ! আপনাকে আমরা পূজা করি, আপনি জ্ঞান মার্গে সর্বোচ্চ।

“আপনি তীক্ষ্ণদৃষ্টি সম্পন্ন, আপনি আমাদের পূর্বের সংশয় দূরীভূত করিয়াছেন আপনি নিশ্চিতই মুনি, পূর্ণজ্ঞানী, আপনি মুক্ত।

“আপনার সর্ব কষ্টের অবসান হইয়াছে ; আপনি শান্ত, সংযত, দৃঢ়, সত্যবান।

“মহামুনি, আপনাকে নমস্কার, আপনি সর্বোত্তম ; মনুষ্য ও দেবলোকে আপনার তুল্য কেহ নাই।

“আপনি বুদ্ধ, আপনি শিক্ষক, আপনি মার-জয়ী মুনি ; তৃষ্ণার উন্মূলন পূর্বক পরপারে গমন করিয়া আপনি বর্তমান যুগকে তথায় লইয়া গিয়াছেন।”

অমিতাভ

একজন কম্পিত হৃদয়ে ও সংশয় পূর্ণ চিত্তে বুদ্ধের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : “দেব, আপনি যদি আমাদিগকে অলৌকিক ক্রিয়া করিতে এবং অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হইতে নিষেধ করেন, তাহা হইলে কি জন্য আমরা পার্থিব সুখ সম্পদ পরিত্যাগ করিব ? অমিতাভ স্বয়ং রহস্যোদ্ভেদের অনন্ত আলোক এবং অসংখ্য অলৌকিক ক্রিয়ার মূল।”

সত্যানুসন্ধিৎসু চিত্তের ঔৎসুক্য অবগত হইয়া বুদ্ধ কহিলেন : “হে শ্রাবক, তুমি নবদীক্ষিতদিগের মধ্যেও নূতন ব্রতী, সংসার সমুদ্রের উপরিভাগে সন্তরণে রত। তুমি কোন্ কালে সত্যের অবধারণে সমর্থ হইবে ? তুমি তথাগতের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম কর নাই। কর্মফল অখণ্ডনীয়, প্রার্থনা নিষ্ফল, উহা শূন্য বাক্য মাত্র।”

শিষ্য কহিলেন : “তাহা হইলে অলৌকিক এবং অদ্ভুত কাণ্ড নাই ?”

বুদ্ধ উত্তর করিলেন :

"পাপী যে সাধু হইতে পারে, প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিলে মানুষ যে স্বার্থপরতার অমঙ্গল পরিহার করিয়া সত্যের দর্শন পায়, ইহা কি বিষয়াসক্তের নিকট অত্যাশ্চর্য, রহস্যপূর্ণ ও অদ্ভুতকাণ্ড নয় ?

"যে ভিক্ষু পবিত্রতার অনন্ত সুখের জন্য পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী প্রমোদসমূহ পরিহার করেন, তাঁহার কার্যকেই প্রকৃত অদ্ভুত ক্রিয়া বলা যাইতে পারে।

"সাধু কর্মজনিত অশুভকে মঙ্গলে পরিণত করেন। লোভ কিম্বা বৃথা গর্ব হইতে অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদনের ইচ্ছার উৎপত্তি হয়।

"যে ভিক্ষু 'জনগণ আমাকে অভিবাদন করিবে' এইরূপ চিন্তা করেন না এবং জগৎ কর্তৃক ঘৃণিত হইয়াও উহার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন না, তিনিই যথার্থ পথাবলম্বী।

"যে ভিক্ষু নিমিত্ত, কক্ষচ্যুত নক্ষত্র, স্বপ্ন ও লক্ষণসমূহে বিশ্বাসহীন, তিনি যথার্থ পথাবলম্বী ; তিনি ঐ সকল জনিত অশুভ হইতে মুক্ত।

"অপরিসীম জ্যোতির আধার অমিতাভ প্রজ্ঞা, পুণ্য ও বুদ্ধত্বের মূল। ঐন্দ্রজালিক এবং অলৌকিক ক্রিয়া কারকের কর্মসমূহ প্রতারণা মাত্র, কিন্তু অমিতাভ অপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়কর, অদ্ভুত, অলৌকিক আর কি আছে ?"

শ্রাবক কহিলেন, "কিন্তু দেব, স্বর্গের আশা কি অর্থহীন বৃথা বাক্যমাত্র ?"

বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরূপ আশা" ?

শিষ্য উত্তর করিলেন :

"পশ্চিমদিকে স্বর্গতুল্য এক দেশ আছে, উহার নাম পুণ্যভূমি। উহা স্বর্ণ, রৌপ্য ও মূল্যবান রত্নসমূহে মনোহর রূপে ভূষিত। তথাকার পবিত্র জলাশয়ে স্বর্ণময় বালু, উহার চতুর্দিকে মনোরম বর্ত্ম এবং উহা বৃহৎ পদ্মপুষ্পে আচ্ছাদিত। তথায় আনন্দদায়ক সঙ্গীত শ্রুত হয় এবং প্রতিদিন তিনবার পুষ্পবৃষ্টি হয়। তথায় সঙ্গীতকারী পক্ষী বিদ্যমান। উহাদের একতান বিশিষ্ট সুর ধর্মের প্রশংসাগীতি গাহিয়া থাকে, ঐ সুমিষ্ট সঙ্গীত যাহারা শ্রবণ করে তাহাদের মনোমধ্যে বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের স্মৃতি উদিত হয়। নীচ জন্ম সেখানে সম্ভব নয়, নরকের নামও তথায় অজ্ঞাত। যিনি ঐকান্তিকতার সহিত পবিত্র চিত্তে 'অমিতাভ বুদ্ধ' এই কথাগুলি আবৃত্তি করেন, তিনি ঐ পুণ্যভূমিতে নীত হইবেন, এবং মৃত্যু নিকটবর্তী হইলে বুদ্ধ অনুচরবর্গের সহিত তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবেন এবং তিনি পূর্ণ শান্তি অনুভব করিবেন।"

বুদ্ধ কহিলেন : "এইরূপ পুণ্যভূমি সত্যই আছে। কিন্তু উহা অরূপ, যাঁহারা পরমার্থে নিষ্ঠাবান মাত্র তাঁহারাই ঐ স্থানে গমন করিতে পারেন। তুমি কহিতেছ উহা পশ্চিমদিকে অবস্থিত। ইহার অর্থ যিনি জগতকে আলোকিত করেন তাঁহার বাসস্থান যেখানে, ঐ পুণ্যভূমিও সেইখানে। সূর্যাস্তে পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, রজনীর তিমির আমাদিগকে অভিভূত করে ও মার, মূর্ত অমঙ্গল, আমাদিগের দেহ সমাধিস্থ করে। তথাপি সূর্যাস্তকে বিনাশ বলা যায় না, যেখানে আমরা বিনাশ কল্পনা করি সেখানে অপরিসীম আলোক ও অনন্ত জীবন।"

বুদ্ধ পুনরপি কহিলেন : "তোমার বর্ণনা সুন্দর ; তথাপি পুণ্যভূমির মহিমা কীর্তন করিতে উহা যথেষ্ট নয়। সংসারী ব্যক্তি সাংসারিকের ন্যায় উহার উল্লেখ করিয়া থাকে, তাহারা পার্থিব উপমা ও পার্থিব বাক্য ব্যবহার করে। কিন্তু যে পুণ্যভূমিতে পুণ্য পুরুষগণ অবস্থান করেন, তাহা তোমার বাক্য ও কল্পনার অতীত।

"যাহাই হউক, অমিতাভ বুদ্ধ নামের আবৃত্তি করিয়া যদি পুণ্য অর্জন করিতে হয়, তাহা হইলে এরূপ ভক্তিপূর্ণ চিত্তে উহা করিতে হইবে যাহাতে তোমার হৃদয় বিশুদ্ধ হইয়া পুণ্যকর্মে তোমাকে প্রণোদিত করে। যাঁহার চিত্ত সত্যের অপরিমেয় আলোকে পূর্ণ, মাত্র তিনিই ঐ পুণ্যভূমিতে উপনীত হইতে পারেন। যিনি জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত, মাত্র তিনিই পশ্চিমস্থ পুণ্যভূমির অপার্থিব বায়ুতে জীবনধারণ করিতে পারেন।

"আমি সত্য কহিতেছি, তথাগত এই ক্ষণেই এবং এই দেহেই চিরানন্দময় ঐ পুণ্যভূমিতে বাস করিতেছেন, তথাগত তোমার এবং সর্বজগতের নিকট ধর্ম প্রচার করিতেছেন, যাহাতে তুমি ও সর্ব জগত তাঁহারই মত শান্তি ও সুখ অনুভব করিতে পারে।"

শিষ্য কহিলেন : "দেব, যে ধ্যান করিলে আমার চিত্ত স্বর্গসম পুণ্যভূমিতে প্রবেশ করিতে পারিবে, আমাকে সেই ধ্যান শিক্ষা দিন।"

বুদ্ধ কহিলেন : "ধ্যান পঞ্চবিধ।

"প্রথম—মৈত্রীর ধ্যান, ঐ ধ্যানে হৃদয়কে এরূপ ব্যবস্থিত করিবে, যাহাতে তুমি সর্বজীবের উন্নতি ও মঙ্গল কামনা করিতে পার, এমন কি শত্রুরও সুখ তোমার কাম্য হইতে পারে।

"দ্বিতীয়—করুণার ধ্যান, ঐ ধ্যানে ক্লিষ্ট সর্বজীব তোমার চিন্তার বিষয়ীভূত

হইবে, তুমি কল্পনায় তাহাদের দুঃখ ও উদ্বেগ দেখিবে, ঐ চিন্তায় তাহাদের জন্য তোমার হৃদয় গভীর অনুকম্পায় অভিভূত হইবে।

"তৃতীয়—আনন্দের ধ্যান, ঐ ধ্যানে তুমি অপরের সমৃদ্ধি চিন্তা করিবে এবং তাহাদের হর্ষে হর্ষ প্রকাশ করিবে।

"চতুর্থ—অপবিত্রতার ধ্যান, ঐ ধ্যানে তুমি অসাধুতার অশুভ ফল এবং পাপ ও ব্যাধির পরিণাম চিন্তা করিবে। মুহূর্তের সুখ কত তুচ্ছ,উহার পরিণাম কত ভয়াবহ!

"পঞ্চম—শান্তির ধ্যান, ঐ ধ্যানে তুমি একাধারে প্রীতি ও দ্বেষের অতীত, অত্যাচার ও নিগ্রহের অতীত, বিত্ত ও অভাবের অতীত। ঐ ধ্যানে অদৃষ্টের ফল সত্ত্বেও তুমি অবিচলিত ও পূর্ণ ধৈর্য সম্পন্ন রহিবে।

"তথাগত প্রকৃত বিশ্বাসী। তিনি কঠোর আচার পালন ও অনুষ্ঠান পদ্ধতির উপর আস্থা স্থাপন করেন না, তিনি স্বার্থত্যাগ করিয়া সর্বান্তঃকরণে সত্যের অসীম আলোক অমিতাভে বিশ্বাস স্থাপন করেন।"

পুণ্যপুরুষ অমিতাভ নামক যে অপরিসীম আলোকপ্রাপ্ত হইয়া গ্রাহক বুদ্ধত্ব লাভ করে তাহার সম্যক ব্যাখ্যা করিয়া শিষ্যের অন্তরের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন যে, তথায় সংশয় উদ্বেগ তখনও বর্তমান। তদনন্তর তিনি কহিলেন: "বৎস, যে প্রশ্ন তোমার চিত্তকে আকুলিত করিতেছে তাহা আমার নিকট প্রকাশ কর।"

শিষ্য কহিলেন: "সামান্য ভিক্ষু পবিত্রতার আচরণ দ্বারা কি অভিজ্ঞা ও ঋদ্ধি নামক অলৌকিক জ্ঞান ও ক্ষমতা লাভ করিতে পারেন? যে পথ অবলম্বন করিলে সর্বোচ্চ জ্ঞান লাভ করা যায় সেই ঋদ্ধিপাদ আমাকে প্রদর্শন করুন। যে ধ্যানের সাহায্যে সমাধি লাভ হয়—যে সমাধি চিত্তের একাগ্রতা আনয়নপূর্বক জীবকে পরমানন্দ দান করে—ঐ ধ্যানসমূহ আমাকে শিক্ষা দিন।"

পুণ্যপুরুষ কহিলেন: "অভিজ্ঞ কি কি?"

শিষ্য উত্তর করিলেন: "অভিজ্ঞা ছয় প্রকার; (১) দিব্য চক্ষু; (২) দিব্য কর্ণ; (৩) ইচ্ছানুরূপ আকার ধারণের ক্ষমতা; (৪) পূর্বজন্মের জ্ঞান; (৫) অপরের মনোভাব অবগত হইবার ক্ষমতা; এবং (৬) জীবন প্রবাহের চরমতত্ত্ব উপলব্ধি করিবার জ্ঞান।"

মহাপুরুষ উত্তর করিলেন: "ঐ জ্ঞানসমূহ বিস্ময়কর হইলেও যথার্থই

প্রত্যেক মনুষ্য উহা লাভ করিতে সক্ষম। তোমার নিজের মনের সামর্থ্য চিন্তা কর, তুমি এখান হইতে প্রায় তিনশত ক্রোশ ব্যবধানে জন্মিয়াছ, তথাপি তুমি কি চিন্তায় মুহূর্ত মধ্যে তোমার জন্মস্থানে উপস্থিত হইয়া পৈতৃক বাসভূমির আনুপূর্বিক বিবরণ স্মরণ করিতে পার না? বায়ুকম্পিত বৃক্ষ উৎপাটিত না হইলেও উহার মূল কি তুমি মনশ্চক্ষে দেখিতে পাও না? ওষধি সংগ্রাহক কি ইচ্ছামত যে কোন বৃক্ষ ও তাহার মূল, বৃন্ত, ফল, পত্র, এমন কি তাহাদের ব্যবহার মনশ্চক্ষে দেখিতে পায় না? ভাষাবিদ কি ইচ্ছামত যে কোন শব্দ স্মরণ করিয়া উহার যথার্থ অর্থ ও মর্ম গ্রহণ করিতে পারেন না? তথাগত বস্তুর স্বরূপ আরও অধিকতর রূপে জ্ঞাত আছেন; তিনি মনুষ্যের অন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের মনোভাব অবগত হন। প্রাণীসমূহের ক্রমবিকাশ ও তাহাদের পরিণাম তিনি জ্ঞাত আছেন।"

শিষ্য কহিলেন: "তাহা হইলে তথাগতের শিক্ষা এই যে মনুষ্য ধ্যানসমূহের সাহায্যে অভিজ্ঞার পরমানন্দ লাভ করিতে পারে।"

উত্তরে পুণ্যপুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন: "কোন্ কোন্ ধ্যানের সাহায্যে মনুষ্য অভিজ্ঞা লাভে সক্ষম হয়?"

শিষ্য উত্তর করিলেন: "ধ্যান চারি প্রকার। প্রথম ধ্যান নির্জনতা, এ ধ্যানে চিত্তকে সর্বপ্রকার ভোগাসক্তি হইতে মুক্ত করিতে হইবে; দ্বিতীয় ধ্যান হর্ষ ও আনন্দপূর্ণ মনের প্রশান্ত অবস্থা; তৃতীয় ধ্যান পারমার্থিক বিষয়সমূহে অনুরাগ; চতুর্থ ধ্যান পূর্ণ পবিত্রতা ও শান্তির অবস্থা, ঐ অবস্থায় মন সর্বপ্রকার হর্ষ ও বিষাদের অতীত।"

পুণ্যপুরুষ কহিলেন, "উত্তম, সংযত হও এবং যে সকল ভ্রমাত্মক অনুষ্ঠান মানুষকে হতবুদ্ধি করে উহা হইতে বিরত হও।"

শিষ্য কহিলেন: "দেব, ক্ষমা করুন, আমি অনুধাবন না করিলেও বিশ্বাসবান, আমি সত্যের অনুসন্ধান করিতেছি। হে মঙ্গলময়, হে তথাগত, আমায় ঋদ্ধিপাদ শিক্ষা দিন।"

মহাপুরুষ কহিলেন: "ঋদ্ধি লাভ করিবার চারিপ্রকার উপায় আছে; (১) মন্দ গুণসমূহের উৎপত্তিতে বাধা দিবে; (২) বর্তমান মন্দ গুণ পরিহার করিবে; (৩) যাহাতে মঙ্গলের উৎপত্তি হয় তাহা করিবে; (৪) উৎপন্ন মঙ্গলকে দৃঢ়রূপে রক্ষা করিবে। ঐকান্তিকতা ও দৃঢ় সংকল্পের সহিত অনুসন্ধানে রত হও। পরিণামে সত্যের দর্শন পাইবে।"

অজ্ঞাত শিক্ষক

মহাপুরুষ আনন্দকে কহিলেন :

"আনন্দ, সভা বহুবিধ। অভিজাতবর্গের সভা, ব্রাহ্মণদিগের সভা, গৃহস্থবর্গ, ভিক্ষু ও অপরাপরের সভা। কোন সভায় প্রবেশকালে আসন গ্রহণের পূর্বে আমি বর্ণে ও স্বরে শ্রোতৃবর্গের ন্যায় হইতাম। তৎপরে ধর্মব্যাখ্যা দ্বারা আমি তাহাদিগকে উপদিষ্ট, উৎসাহিত ও আনন্দিত করিতাম।

"সমুদ্রের যেরূপ আটটি অত্যাশ্চর্য গুণ আছে, আমার প্রচারিত ধর্মও সেইরূপ অষ্টগুণ বিশিষ্ট।

"সমুদ্র ও আমার ধর্ম উভয়ই ক্রমশঃ গভীরতর। উভয়েই সর্ববিধ পরিবর্তনের মধ্যেও নিজ নিজ স্বরূপত্ব রক্ষা করে। উভয়েই শুষ্ক ভূমির উপর মৃতদেহ নিক্ষেপ করে। বৃহৎ নদীসমূহ যেরূপ সমুদ্রে পতিত হইয়া নিজ নিজ নাম হারাইয়া সমুদ্ররূপে পরিচিত হয়, সেইরূপ বর্ণসমূহ স্বীয় স্বীয় কুল পরিত্যাগ পূর্বক সঙ্ঘ আশ্রয় করিয়া ভ্রাতৃসম্বন্ধে আবদ্ধ হয় ও শাক্যমুনির সন্তান রূপে পরিচিত হয়। সর্বপ্রকার জলপ্রবাহ ও মেঘ হইতে পতিত বৃষ্টির চরম লক্ষ্য সমুদ্র, তথাপি উহা কখনও কুলপ্লাবন করে না, কিম্বা কখনও শূন্য হয় না; সেইরূপ লক্ষ লক্ষ লোক ধর্মকে আলিঙ্গন করিলেও উহার বৃদ্ধি ও হ্রাস নাই। সমুদ্র যেরূপ একমাত্র লবণের স্বাদবিশিষ্ট, সেইরূপ মৎপ্রচারিত ধর্মেরও মাত্র একবিধ স্বাদ, উহা মুক্তি। সমুদ্র ও ধর্ম উভয়ই বহুমূল্য রত্নসমূহে পূর্ণ; উভয়ের মধ্যেই প্রবল পরাক্রান্ত প্রাণীসমূহ আশ্রয় লাভ করে।

"আমার প্রচারিত ধর্ম এই অষ্টবিধ গুণে সমুদ্রের ন্যায়।

"আমার ধর্ম নির্মল, উহা উচ্চ নীচ, ধনী ও দরিদ্রে প্রভেদ করে না।

"আমার ধর্ম জলের ন্যায় সর্বপ্রাণীকে নির্বিশেষে পরিস্তুত করে।

"স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যস্থ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সর্ববস্তুকে অগ্নি যেরূপ ভস্মীভূত করে, আমার ধর্মও সেইরূপ।

"আমার ধর্ম আকাশের ন্যায়, যেহেতু ইহাতে নরনারী, বালক বালিকা পরাক্রমশালী ও দুর্বল সকলের জন্যই যথেষ্ট স্থান আছে।

"কিন্তু আমি কথা কহিলে কেহ আমাকে চিনিত না, তাহারা বলিত, 'ইনি কে—মনুষ্য কি দেব?' তৎপরে ধর্মব্যাখ্যা দ্বারা তাহাদিগকে উপদিষ্ট, সঞ্জীবিত ও আনন্দিত করিয়া আমি অদৃশ্য হইতাম। কিন্তু তৎপরেও তাহারা আমাকে চিনিতে পারিত না।"

নীতিকথা ও আখ্যায়িকা

পুণ্য পুরুষ চিন্তা করিলেন: "যে সত্য আদিতে উত্তম, মধ্যে উত্তম এবং অন্তে উত্তম, ঐ সত্য আমি প্রচার করিয়াছি; ইহার বাহ্য ও অভ্যন্তর মহিমা-মণ্ডিত। কিন্তু সরল হইলেও জনসাধারণ ইহা বুঝিতে পারে না। আমি তাহাদের নিজের ভাষায় তাহাদের নিকট ব্যক্ত হইব, আমি আমার চিন্তাকে তাহাদের চিন্তার অনুরূপ করিব। তাহারা শিশুর ন্যায় গল্প শুনিতে ভালবাসে। অতএব ধর্মের গৌরব ব্যাখ্যা করিবার জন্য আমি তাহাদিগকে গল্প বলিব। যে দুরূহ যুক্তি-তর্ক দ্বারা আমি সত্যে উপনীত হইয়াছি, তাহারা উহা অনুধাবন করিতে অসমর্থ হইলেও আখ্যায়িকার সাহায্যে তাহারা উহা বুঝিতে সক্ষম হইতে পারে।"

দাহ্যমান সৌধ

একজন ধনী গৃহস্থ ছিলেন, তাঁহার এক বৃহৎ কিন্তু পুরাতন সৌধ ছিল; উহার বর্গাগুলি কীটদষ্ট, স্তম্ভসমূহ জীর্ণ, ছাদ শুষ্ক ও দহনীয়। একদিন আগুনের গন্ধ অনুভূত হইল। গৃহস্থ দৌড়িয়া বাড়ীর বাহিরে গিয়া দেখিলেন, ছাউনি ধূ ধূ জ্বলিতেছে। তিনি ভয়ে অভিভূত হইলেন, কারণ সন্তান-সন্ততিসমূহ তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল এবং তিনি জানিতেন যে বিপদের অজ্ঞানতা বশতঃ তাহারা দাহ্যমান সৌধে খেলিতেছে।

হতবুদ্ধি পিতা চিন্তা করিলেন, "আমি কি করি? বালক বালিকাগণ অজ্ঞ, বিপদের সম্বন্ধে তাহাদিগকে সতর্কীকরণ বৃথা। তাঁহাদিগকে বহন করিয়া আনিবার জন্য আমি যদি অভ্যন্তরে প্রবেশ করি তাহারা দৌড়িয়া পলাইবে। পুনশ্চ আমি যদি তাহাদের একজনকেও রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলেও অপরগুলি অগ্নিতে ভস্মীভূত হইবে।" অকস্মাৎ এক কল্পনা তাঁহার মনে উদিত হইল। তিনি চিন্তা করিলেন, "আমার সন্তানগণ খেলনা ভালবাসে, আমি যদি তাহাদিগকে অদ্ভুত সৌন্দর্যবিশিষ্ট খেলনার লোভ দেখাই তাহা হইলে তাহারা আমার কথা শুনিবে।"

তৎপরে তিনি উচ্চৈস্বরে কহিলেন: "বৎসগণ, বাহিরে আসিয়া দেখ পিতা তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট ভোজ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছেন। তোমাদের জন্য এমন

সুন্দর সুন্দর খেলনা আনিয়াছেন যাহা তোমরা কখনও দেখ নাই। শীঘ্র এস, দেরী করিও না!"

তৎক্ষণাৎ প্রজ্বলিত ধ্বংসাবশেষ হইতে বালক বালিকাগণ ত্বরিতে বাহিরে আসিল। 'খেলনা' কথাটা তাহাদের মনকে আকর্ষণ করিয়াছিল। তৎপরে স্নেহময় পিতা সন্তানগণকে বহু মূল্যবান খেলনা কিনিয়া দিলেন, এবং যখন তাহারা গৃহের ধ্বংস দেখিল তখন তাহারা পিতার সাধু উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল ও যে বিজ্ঞতা তাহাদের জীবন রক্ষা করিল তাহার প্রশংসা করিল।

তথাগত জানেন যে, সংসারীগণ জগতের অকিঞ্চিৎকর ভোগ সুখে অনুরক্ত; তিনি ধর্মপথের পরমানন্দ বিবৃত করিয়া তাহাদের আত্মাকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিবার প্রচেষ্টা করেন, তিনি তাহাদিগকে সত্যের পারমার্থিক ঐশ্বর্য দান করেন।

জন্মান্ধ

একজন জন্মান্ধ ছিল, সে কহিল: "জগতে যে আলোক ও আকার আছে তাহা আমি বিশ্বাস করি না। কোন প্রকার বর্ণই নাই, উজ্জ্বল কিম্বা অনুজ্জ্বল। সূর্য নাই, চন্দ্র নাই, নক্ষত্র নাই। এই সকল কেহ দেখে নাই।"

তাহার বন্ধুবর্গ প্রতিবাদ করিল কিন্তু সে নিজের মত ছাড়িল না। সে কহিল: "তোমরা যাহা দেখ বলিতেছ, তাহা ভ্রম মাত্র। যদি বর্ণ থাকিত তাহা হইলে আমি তাহা স্পর্শ করিতে পারিতাম, উহা অসার ও অপ্রকৃত।"

ঐ সময়ে একজন চিকিৎসক ছিল, অন্ধকে দেখিবার জন্য তাঁহাকে ডাকা হইল। তিনি চারটি ওষধির সংমিশ্রণে উহাকে নীরোগ করিলেন।

তথাগতই চিকিৎসক এবং চারিটি ওষধি চারি মহান সত্য।

দুঃপুত্র

এক গৃহস্থ পুত্র দূরদেশে গিয়াছিলেন। পিতা অতুল সম্পত্তিশালী হইলেন, কিন্তু পুত্রের ভাগ্যে দারুণ দারিদ্র্য মিলিল। পুত্র অন্নবস্ত্রের অন্বেষণ করিতে করিতে যে দেশে পিতা বাস করিতেন, সেই দেশে উপস্থিত হইলেন। ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত এবং দারিদ্র্যের শোচনীয় অবস্থায় উপনীত পুত্রকে পিতা দেখিলেন। তিনি ভৃত্যবর্গের দ্বারা পুত্রকে আহ্বান করিলেন।

পুত্র পিতার প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া চিন্তা করিলেন, "নিশ্চয়ই কোন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি আমার উপর সন্দিগ্ধ চিত্ত হইয়াছেন, তিনি আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিবেন।" ভয়ে অভিভূত হইয়া পিতার সহিত সাক্ষাতের পূর্বেই তিনি পলায়ন করিলেন।

পরে পিতা পুত্রের সন্ধানে বার্তাবহ প্রেরণ করিলেন এবং পুত্র বহু আর্তনাদ ও বিলাপ সত্ত্বেও ধৃত হইয়া পিতার নিকট পুনঃ প্রেরিত হইলেন। পিতা ভৃত্যবর্গকে পুত্রের সহিত সদয় ব্যবহার করিতে আদেশ করিলেন ও পুত্রের ন্যায় হীন অবস্থাবিশিষ্ট একজন শ্রমিককে তাহার সাহায্যকারীরূপে নিয়োগ করিলেন। পুত্র এই নূতন অবস্থায় আনন্দিত হইলেন।

পিতা প্রাসাদ গবাক্ষ হইতে পুত্রের কার্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তিনি যখন দেখিলেন যে, পুত্র সৎ ও শ্রমশীল, তখন তিনি তাঁহাকে উচ্চ হইতে উচ্চতর পদ প্রদান করিলেন।

বহু বৎসর পরে পিতা ভৃত্যবর্গের উপস্থিতিতে পুত্রকে নিজের নিকট আহ্বান করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। পুত্র পিতার সহিত মিলিত হইয়া আনন্দে অভিভূত হইলেন।

মানুষের মনকে উচ্চতর সত্যের জন্য অল্পে অল্পে প্রস্তুত করিতে হইবে।

চঞ্চল মৎস্য

একজন ভিক্ষু ছিলেন। তিনি স্বীয় ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তিসমূহকে সংযত করিতে অসমর্থ হইয়া স্থির করিলেন যে, সঙ্ঘ পরিত্যাগ করিবেন ও বুদ্ধের নিকট আসিয়া স্বীয় অঙ্গীকার হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। বুদ্ধ ভিক্ষুকে কহিলেন :

"বৎস, সাবধান হও, নচেৎ তোমার ভ্রান্ত চিত্তের দুষ্টবৃত্তিসমূহের কবলে পতিত হইবে। কারণ আমি দেখিতেছি যে, পূর্বজন্মে তুমি লালসার কুফল প্রসূত অনেক দুঃখ অনুভব করিয়াছ এবং যদি তুমি ইন্দ্রিয় সুখাভিলাষী বাসনা-সমূহকে জয় করিতে শিক্ষা না কর, তাহা হইলে এ জন্মে তুমি নিজের নির্বুদ্ধিতা বশতঃ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

"পূর্বের একজন্মে তুমি মৎস্য ছিলে, ঐ জন্মের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর।

"মৎস্য সহচরীর সহিত সানন্দে নদীতে খেলিত। একদিন সঙ্গিনী সম্মুখে

যাইতে যাইতে জালের ফাঁদ অনুভব করিয়া সরিয়া গিয়া আত্মরক্ষা করিল; কিন্তু মৎস্য কামান্ধ হইয়া সঙ্গিনীর পশ্চাদ্ধাবন করিতে গিয়া জালের মুখে পতিত হইল। ধীবর জাল টানিয়া তুলিল। মৎস্য স্বীয় দুর্ভাগ্যের জন্য আর্তনাদ করিয়া কহিল, 'ইহা আমার নির্বুদ্ধিতার বিষময় ফল'। যদি ঘটনাক্রমে বোধিসত্ত্ব ঐ সময় সেখানে না আসিতেন, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই মরিত। তিনি মৎস্যের ভাষা বুঝিতে পারিয়া তাহার প্রতি দয়াপরবশ হইলেন। তিনি মৎস্যটি ক্রয় করিয়া তাহাকে কহিলেন: 'মৎস্য, আজ যদি তুমি আমার দৃষ্টিপথে পতিত না হইতে, তাহা হইলে জীবন হারাইতে। আমি তোমার প্রাণ রক্ষা করিব, কিন্তু অতঃপর আর পাপ করিও না'। এই কথা বলিয়া তিনি মৎস্যকে জলে নিক্ষেপ করিলেন।

"যতদূর সম্ভব বর্তমান জীবনের সদ্ব্যবহার কর, লালসার শরকে ভয় করিও, যদি চিত্তবৃত্তিসমূহকে সংযত না কর, তাহা হইলে ঐ শর তোমাকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবে।"

নিষ্ঠুর সারস প্রতারিত

একজন সৌচিক সঙ্ঘভুক্ত ভ্রাতৃবৃন্দের জন্য পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিত। সে তাহার ক্রেতাদিগকে প্রতারণা করিয়া নিজের ধূর্ততার নিমিত্ত গর্বানুভব করিত। কিন্তু একদিন জনৈক আগন্তুকের সহিত ব্যবসায় সংক্রান্ত একটি গুরুতর কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া শঠতা অবলম্বন করায় অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

বুদ্ধ কহিলেন: "লোভী সৌচিকের অদৃষ্টে যে কেবল মাত্র এই একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা নয়; পূর্ব পূর্ব জন্মেও সে এইরূপই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল এবং অপরকে বঞ্চিত করিতে গিয়া নিজের সর্বনাশ করিয়াছিল।"

এই লোভী জীব সারস পক্ষীরূপে বহুপূর্বে এক জলাশয়ে বাস করিত। গ্রীষ্মের আগমনে সে মধুর বচনে মৎস্যগণকে কহিল: "তোমরা ভবিষ্যত মঙ্গলের জন্য চিন্তিত নও? বর্তমানে এই জলাশয়ে জল অতি অল্প এবং খাদ্য আরও অল্প। অনাবৃষ্টিতে সমস্ত জলাশয় যদি শুষ্ক হইয়া যায়, তাহা হইলে কি করিবে?"

"তাই ত", মৎস্যগণ কহিল, "কি করা যায়?"

সারস উত্তর করিল: "আমি একটা অতি সুন্দর বৃহৎ জলাশয় জানি, উহা কখনও শুষ্ক হয় না। আমি যদি তোমাদিগকে আমার চঞ্চুপুটে করিয়া তথায়

লইয়া যাই, তাহা হইলে কেমন হয়?" মৎস্যগণ সারস পক্ষীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইলে, সে প্রস্তাব করিল যে তাহাদের মধ্যে একটি মৎস্য উক্ত জলাশয়ে প্রেরিত হইয়া উহা দেখিবে। মৎস্যগণের মধ্যে একটি উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইলে সারস তাহাকে একটি সুন্দর জলাশয়ে লইয়া গেল এবং তথা হইতে পুনরায় নিরাপদে তাহাকে ফিরাইয়া আনিল। অতঃপর সর্ব সন্দেহ দূরীভূত হইল, মৎস্যগণ সারসের প্রতি বিশ্বাসবান হইল, ফলে সারস মৎস্যগুলিকে একে একে জলাশয় হইতে বাহির করিয়া একটি বৃহৎ বরণ বৃক্ষে বসিয়া তাহাদিগকে ভক্ষণ করিল।

জলাশয়ে একটি বড় কর্কটও ছিল। সারস তাহাকেও ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করিয়া কহিল: "আমি সমস্ত মৎস্যদিগকে লইয়া গিয়া একটি সুন্দর বৃহৎ দীর্ঘিকায় রাখিয়া আসিয়াছি। এস, তোমাকেও লইয়া যাই।"

কর্কট জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কিরূপে আমাকে লইয়া যাইবে?"

"আমি তোমাকে আমার চঞ্চুপুটের সাহায্যে লইয়া যাইব" সারস উত্তর করিল।

"ঐরূপে লইয়া যাইলে তুমি আমাকে ফেলিয়া দিবে", কর্কট কহিল।

সারস কহিল, "ভয় করিও না; আমি তোমাকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিব।"

তৎপরে কর্কট মনে মনে বলিল: "এই সারস একবার কোন মৎস্যকে ধরিতে পারিলে নিশ্চয়ই তাহাকে কোনও জলাশয়ে ছাড়িয়া দিবে না! যদি সে প্রকৃতই আমাকে দীর্ঘিকায় লইয়া যায়, উত্তম; নচেৎ আমি তাহার গলা কাটিয়া তাহাকে বধ করিব।" অতঃপর সে তাহাকে কহিল: "দেখ বন্ধু, তুমি আমাকে ঠিক শক্ত করিয়া ধরিতে পারিবে না; তবে কর্কটদের দৃঢ় করিয়া আঁকড়াইবার ক্ষমতা সর্বজন বিদিত। যদি তুমি আমার নখদ্বারা তোমার গলদেশ আমাকে আঁকড়াইয়া থাকিতে দাও, তাহা হইলে আমি সানন্দে তোমার সহিত যাইব।"

কর্কট তাহাকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা করিতেছে ইহা বুঝিতে না পারিয়া সারস তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইল। কর্কট কর্মকারের সাঁড়াশীর ন্যায় নখদ্বারা সারসের গলদেশ দৃঢ়রূপে আঁকড়াইয়া কহিল: "এইবার যাও।"

সারস তাহাকে লইয়া গিয়া দীর্ঘিকা দেখাইল, পরে বরণ বৃক্ষের দিকে গতি পরিবর্তন করিল। কর্কট সশঙ্কে কহিল, "তাত, দীর্ঘিকা ত ওই দিকে, কিন্তু তুমি আমাকে এই দিকে লইয়া যাইতেছ।"

সারস উত্তর করিল : "তাই নাকি ? আমি তোমার তাত ? তুমি বলিতে চাও আমি তোমার দাস এবং তোমাকে তুলিয়া তোমার ইচ্ছামত যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইব। দূরে যে বরণবৃক্ষ দেখিতেছ, উহার মূলে স্তূপীকৃত মৎস্যের অস্থিসমূহ নিরীক্ষণ কর। যে প্রকারে আমি ঐ মৎস্যগণকে ভক্ষণ করিয়াছি, ঠিক সেই প্রকারে তোমাকেও উদরসাৎ করিব।"

কর্কট উত্তর করিল : "ঐ মৎস্যগণ নিজেদের নির্বুদ্ধিতার জন্য প্রাণ হারাইয়াছে, কিন্তু তুমি আমাকে মারিতে পারিবে না। আমিই তোমাকে মারিব। তুমি নির্বোধ, তুমি দেখ নাই যে আমি তোমাকে প্রতারিত করিয়াছি। যদি মরিতে হয় দুজনেই একসঙ্গে মরিব ; তোমার মুণ্ড কাটিয়া আমি ভূতলে নিক্ষেপ করিব !" ইহা বলিয়া সে সারসের গলা ভীষণ দৃঢ়তার সহিত নখদ্বারা মুচড়াইয়া দিল।

সারস হাঁপাইতে লাগিল, তাহার চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হইতেছিল, মৃত্যুভয়ে কম্পিত হইয়া সে অনুনয় করিয়া কর্কটকে কহিল : "প্রভু ! তোমাকে প্রকৃতই ভক্ষণ করিবার ইচ্ছা আমার ছিল না। আমার জীবন দান কর।"

"বেশ ! উড়িয়া গিয়া আমাকে ঐ জলাশয়ে রক্ষা কর", কর্কট উত্তর করিল।

তৎপরে সারস কর্কটকে জলাশয়ে ছাড়িয়া দিবার জন্য তথায় অবতরণ করিল। কিন্তু কর্কট, শিকারীর ছুরিকা দ্বারা পদ্মবৃন্ত যেরূপ ছিন্ন হয়, সেইরূপ সারসের গলদেশ ছেদন করিয়া দিয়া জলে প্রবেশ করিল।

এই কাহিনী শেষ হইলে, বুদ্ধ কহিলেন : "এই লোকটি যে মাত্র এইবার প্রতারিত হইয়াছিল তাহা নয়, পূর্ব পূর্ব জন্মেও সে এইরূপে প্রতারিত হইয়াছিল।"

চতুর্বিধ সুকৃতি

একজন ধনী ছিলেন তিনি নিকটস্থ ব্রাহ্মণদিগের নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদিগকে বহুমূল্য উপঢৌকন দিতেন এবং দেবতাদিগের উদ্দেশে বৃহৎ বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন।

বুদ্ধ কহিলেন : "যিনি মুহূর্তের জন্যও পবিত্রতার আচরণে মনস্থির করেন, প্রতি মাসে সহস্র যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারীও তাঁহার সমতুল্য নয়।"

জগত পুজ্জিত বুদ্ধ পুনরায় কহিলেন : "দান চতুর্বিধ : প্রথম, যখন দানের সামগ্রী বহুমূল্য কিন্তু পুণ্য স্বল্প ; দ্বিতীয়তঃ, যখন দানের সামগ্রী স্বল্পমূল্য এবং পুণ্যও স্বল্প ; তৃতীয়তঃ, যখন দানের সামগ্রী স্বল্পমূল্য কিন্তু পুণ্য অধিক ; এবং চতুর্থতঃ, যখন দানের সামগ্রী বহুমূল্য এবং পুণ্যও অধিক।

"যে ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রাণনাশ করিয়া দেবতাদিগের উদ্দেশে নৈবেদ্য অর্পণ পূর্বক মদ্যপান ও ভোজনোৎসবে রত হয়, প্রথমোক্ত দান তাহারই অনুষ্ঠান। এ স্থলে দানের সামগ্রী বহুমূল্য, কিন্তু পুণ্য বস্তুতঃই স্বল্প।

"যে ব্যক্তি লোভ ও দুষ্ট অন্তঃকরণ বশতঃ ঈপ্সিত দানের কিয়দংশ নিজের জন্য রাখিয়া দেয়, সে দ্বিতীয়বিধ দানে রত হয়।

"যে ব্যক্তি মৈত্রী প্রণোদিত হইয়া এবং জ্ঞান ও দাক্ষিণ্য অর্জনের বাসনায় দান করে, সেই তৃতীয়বিধ দানে রত হয়।

"যে ধনী ব্যক্তি স্বার্থশূন্য হৃদয়ে, পূর্ণজ্ঞান প্রদীপ্ত চিত্তে মনুষ্যজাতিকে জ্ঞানালোকিত করিবার ও তাহাদের অভাব মোচনের উদ্দেশ্যে দানাদি অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তিনি সর্বশেষোক্ত দানে রত হন।"

জগজ্জ্যোতি

কৌশাম্বিতে একজন তার্কিক ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তর্কে তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই দেখিয়া তিনি একটি প্রজ্জ্বলিত মশাল হাতে করিয়া বেড়াইতেন ও কেহ এই অদ্ভুত কার্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন : "এই জগত এত অন্ধকার যে উহাকে আলোকিত করিবার জন্য এই মশাল আমি বহন করি।"

একজন শ্রমণ আপণে বসিয়াছিলেন, তিনি ঐ কথা শুনিয়া কহিলেন : "বন্ধু, তোমার চক্ষু যদি সর্বব্যাপী দিনের আলোক দেখিতে না পায়, তাহা হইলে পৃথিবীকে অন্ধকার কহিও না। তোমার মশাল সূর্যের জ্যোতির বৃদ্ধি সাধন করিতে পারে না এবং অপরকে জ্ঞানালোক দান করিবার তোমার যে সদিচ্ছা তাহা যেমন নিষ্ফল তেমনিই ধৃষ্টতাপূর্ণ।"

তৎপরে ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন : "তুমি যে সূর্যের কথা বলিতেছ, সে সূর্য কোথায়?" শ্রমণ উত্তর করিল : "তথাগতের জ্ঞানই মনের সূর্য। তাঁহার প্রভা অহোরাত্র দীপ্তিমান, এবং যিনি বিশ্বাসবান, অনন্ত সুখ প্রদায়ী নির্বাণের পথে তাঁহার আলোকের অভাব হইবে না।"

সুখাবহ জীবনযাত্রা

জগতকে দীক্ষিত করিবার জন্য বুদ্ধ যখন শ্রাবস্তীর নিকটবর্তী স্থানসমূহে ধর্মপ্রচার করিতেছিলেন, তখন একজন বিবিধ ব্যাধিগ্রস্ত প্রভূত ধনী ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া যুক্ত করে কহিল : "জগত পূজিত বুদ্ধ, আপনাকে উপযুক্তরূপ অভিবাদন করিতে অসমর্থ হইয়াছি বলিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন, কিন্তু আমি স্থূলতা, অত্যধিক নিদ্রালসতা ও অন্যান্য পীড়াগ্রস্ত হওয়ায় দেহসঞ্চালনে বেদনা পাই।"

ভোগসুখানুরক্ত আগন্তুককে তথাগত কহিলেন : "তোমার ব্যাধির কারণ জানিতে চাও ?" ধনী ব্যক্তি উহা জানিতে চাহিলে বুদ্ধ কহিলেন : "তোমার অসুস্থতার পাঁচটী কারণ আছে : গুরু আহার, নিদ্রাসক্তি, প্রমোদানুরক্তি, চিন্তাশূন্যতা এবং আলস্য। আহারে সংযমী হইও এবং সামর্থ্যের অনুরূপ এমন কোন কর্ম কর যাহাতে জনগণের উপকার করিতে সমর্থ হও।"

বুদ্ধের উপদেশানুসারে চলিয়া ধনী শরীরের লঘুতা ও যৌবনসুলভ প্রফুল্লতা ফিরিয়া পাইলেন। কিছুকাল পরে তিনি জগত পূজিতের নিকট পুনরাগমন করিলেন। এইবার তাঁহার সঙ্গে অশ্ব কিম্বা অনুচরবর্গ কিছুই ছিল না, তিনি পদব্রজে আসিয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধকে কহিলেন : "দেব, আপনি আমাকে শারীরিক ব্যাধিমুক্ত করিয়াছেন ; এক্ষণে আমি মানসিক উন্নতির জন্য আসিয়াছি।"

বুদ্ধ কহিলেন : "বিষয়াসক্ত মানুষ দেহের পুষ্টিসাধনে ব্যস্ত, কিন্তু জ্ঞানী মানসিক পুষ্টিসাধনে তৎপর। যে ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহের প্রশ্রয় দেয় সে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু যিনি 'ধর্ম' পথে বিচরণ করেন তিনি মুক্তি ও দীর্ঘ জীবন উভয়ই লাভ করিবেন।"

মঙ্গল দান

সুমনের ক্রীতদাস অন্নভার তৃণ কর্তন শেষান্তে দেখিল যে একজন শ্রমণ ভিক্ষাপাত্রসহ ভিক্ষা করিতেছেন। উহা দেখিয়া সে তৃণভার নিম্নে রাখিয়া দ্রুতপদে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক নিজের জন্য প্রস্তুত অন্ন লইয়া ফিরিয়া আসিল।

শ্রমণ অন্ন আহার করিয়া অন্নভারকে ধর্মবাণী শুনাইলেন।

সুমনের কন্যা গবাক্ষ হইতে উহা দেখিয়া কহিলেন: "উত্তম! অন্নভার, উত্তম! অতি উত্তম!"

সুমন ঐ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া অনুসন্ধানে অন্নভারের ধর্মানুরাগ ও শ্রমণের নিকট হইতে সে যে আশ্বাসের বাণী শুনিয়াছিল তাহা অবগত হইয়া ক্রীতদাসের নিকট গমন পূর্বক প্রস্তাব করিলেন যে তিনি তাহাকে অর্থ দিবেন এবং তাহার দানের জন্য সে যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিল উহা দুইজনের মধ্যে বণ্টন করা হইবে।

অন্নভার কহিল, "প্রভু, পূজনীয় শ্রমণকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করি।" পরে শ্রমণকে কহিল: "আমার প্রভু আপনাকে অন্নদান করিয়া আমি যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি, উহা তাঁহার সহিত বণ্টন করিতে কহিতেছেন। উহা কি সঙ্গত হইবে?"

শ্রমণ একটি আখ্যায়িকার সাহায্যে উত্তর দিলেন। তিনি কহিলেন: "একটি গ্রামে একশত গৃহ ছিল, কিন্তু উহাতে মাত্র একটি দীপ জ্বলিতেছিল। একজন প্রতিবেশী আসিয়া ঐ দীপ হইতে নিজের প্রদীপ জ্বালিয়া লইল; এইরূপে গৃহ হইতে গৃহান্তরে অলোক বিতরিত হইয়া গ্রামের উজ্জ্বলতা বর্ধিত হইল। এইরূপে ধর্মের আলোক বিক্ষিপ্ত হইয়াও দাতার অংশকে খর্ব করে না। তোমার সঞ্চিত পুণ্য বিক্ষিপ্ত হউক। উহা বণ্টন কর।"

অন্নভার প্রভুর নিকট ফিরিয়া আসিয়া কহিল: "প্রভু, আমার দানের পুণ্যাংশ আপনাকে উপহার দিতেছি, অনুগ্রহপূর্বক গ্রহণ করুন।"

সুমন উহা গ্রহণ পূর্বক দাসকে অর্থ দিতে চাহিলেন। কিন্তু অন্নভার কহিল: "প্রভু, আমি অর্থ চাই না। যদি আমি উহা গ্রহণ করি তাহা হইলে আমার অংশ আপনাকে বিক্রয় করা হইবে। পুণ্য বিক্রীত হইতে পারে না; উপহার স্বরূপ উহা গ্রহণ করুন।"

সুমন কহিলেন: "ভ্রাতঃ অন্নভার, আজ হইতে তুমি মুক্ত। আমার বন্ধুরূপে আমার সহিত বাস কর ও তোমার প্রতি আমার সম্মানের চিহ্নস্বরূপ এই অর্থ উপহার স্বরূপ গ্রহণ কর।"

মূঢ়

একজন পরিণত বয়স্ক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি পার্থিব বস্তুর ক্ষণস্থায়িত্ব সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া দীর্ঘ জীবনের আশায় নিজের জন্য এক বৃহৎ গৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন।

বুদ্ধ ব্রাহ্মণ কি নিমিত্ত এত অধিক সংখ্যক প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন জানিবার জন্য এবং উহাকে মহান্ চতুরঙ্গ সত্য ও অষ্টাঙ্গ মার্গ সম্বলিত মুক্তির পথ শিক্ষা দিতে আনন্দকে প্রেরণ করিলেন। ব্রাহ্মণ আনন্দকে গৃহ দেখাইয়া উহার বহুসংখ্যক প্রকোষ্ঠের উদ্দেশ্য বিবৃত করিলেন, কিন্তু বুদ্ধের উপদেশে কর্ণপাত করিলেন না।

আনন্দ কহিলেন: "যাঁহারা নির্বোধ তাহারাই কহিয়া থাকে 'আমার সন্তান সন্ততি আছে ও আমি ধনবান,' যে উহা কহিয়া থাকে নিজের উপরও তাহার কোন আধিপত্য নাই; সে কি প্রকারে সন্তান সন্ততি, ধন এবং ভৃত্যবর্গের অধিকার দাবী করিতে পারে? যাহারা বিষয়াসক্ত, তাহাদের উদ্বেগ অনেক প্রকারের। কিন্তু ভবিষ্যতের পরিবর্তন সম্বন্ধে তাহারা কিছুই অবগত নহে।"

আনন্দ চলিয়া যাওয়ার পরই বৃদ্ধ অকস্মাৎ রোগগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। তদনন্তর বুদ্ধ, যাহারা উপদেশ গ্রহণেচ্ছু, তাহাদিগকে কহিলেন, "দর্বী যেরূপ সূপের আস্বাদ অনুভব করে না, সেইরূপ মূর্খও জ্ঞানীর সংসর্গে থাকিয়াও সত্যধর্ম অনুধাবন করে না। সে কেবল নিজের কথাই চিন্তা করে এবং সদুপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া মুক্তিলাভে অক্ষম হয়।"

মরুভূমে জীবন রক্ষা

বুদ্ধের এক শিষ্য ছিলেন। তিনি সত্যানুসন্ধানে উৎসাহ ও আগ্রহপূর্ণ হইলেও একদিন ধ্যান করিতে করিতে ক্ষণেকের দুর্বলতায় চিন্তা করিলেন: "গুরুদেব কহিয়াছিলেন মানুষ বহুবিধ; আমি নিশ্চয়ই অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীভুক্ত, আমার ভয় হইতেছে যে, এ জন্মে আমি মার্গের সন্ধান পাইব না এবং আমার যত্ন বিফল হইবে। ধ্যানের যে অন্তর্দৃষ্টির জন্য নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছি, উহা যদি অবিরত চেষ্টাতেও আমি লাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে আমার বনবাসে লাভ কি?" তৎপরে অরণ্য ত্যাগ করিয়া তিনি জেতবনে ফিরিয়া আসিলেন।

সঙ্ঘভুক্ত ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন: "ভ্রাতঃ, অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়া উহা পরিত্যাগ করা তোমার অন্যায় হইয়াছে"। ইহা বলিয়া তাঁহারা শিষ্যকে বুদ্ধের নিকট লইয়া গেলেন।

বুদ্ধ তাঁহাদিগকে দেখিয়া কহিলেন: "ভিক্ষুগণ, তোমরা ইহাকে ইচ্ছার

বিরুদ্ধে লইয়া আসিয়াছ, আমি বুঝিতে পারিতেছি। ইনি কি করিয়াছেন ?"

"দেব, ইনি এমন পবিত্র ধর্মের ব্রত গ্রহণ করিয়াও সঙ্ঘভুক্ত ভিক্ষুর লক্ষ্যে উপনীত হইবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিয়াছেন।"

তৎপরে বুদ্ধ ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন : "সত্যই কি তুমি চেষ্টায় বিরত হইয়াছ ?"

"দেব, ইহা সত্য", ভিক্ষু উত্তর করিলেন।

বুদ্ধ কহিলেন : "তোমার এই বর্তমান জীবন অতি মূল্যবান। যদি তুমি এই জন্মে মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে না পার, তাহা হইলে উত্তর জীবনে তোমাকে অনুতপ্ত হইতে হইবে। তুমি কি প্রকারে এরূপ বিচলিত হইলে ? তোমার পূর্ব পূর্ব জন্মে তুমি দৃঢ় সঙ্কল্পপূর্ণ ছিলে। একমাত্র তোমারই উৎসাহে পাঁচশত শকটের বৃষ ও চালকগণ বালুকাময় মরুভূমিতে জল পাইয়া বাঁচিয়াছিল। এ জন্মে তুমি কিরূপে চেষ্টায় বিরত হইলে ?"

এই কথার পর ভিক্ষু তাঁহার সঙ্কল্প ফিরিয়া পাইলেন। কিন্তু অপরাপর সকলে ঐ পূর্ব জন্মের বৃত্তান্ত কহিবার জন্য বুদ্ধকে অনুরোধ করিল।

বুদ্ধ কহিলেন, "ভিক্ষুগণ, শ্রবণ কর।" এইরূপে তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া জন্মান্তর কারণে যাহা অজ্ঞাত ছিল, বুদ্ধ তাহা বিবৃত করিলেন :

একদা যখন ব্রহ্মদত্ত কাশীতে রাজত্ব করিতেছিলেন তখন বোধিসত্ত্ব এক বণিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি পাঁচশত শকট সমভি-ব্যাহারে বাণিজ্য উপলক্ষে যাত্রা করেন।

একদিন তিনি বহু দূরবর্তী এক বালুকাময় মরুভূমিতে উপস্থিত হইলেন। ঐ বালু এত সূক্ষ্ম যে মুষ্টি মধ্যে ধারণ করিলে উহাকে রক্ষা করা যাইত না। সূর্যোদয়ের পর উহা প্রজ্বলিত অঙ্গার স্তূপের ন্যায় হইত, উহার উপর দিয়া চলা কাহারও সম্ভব হইত না। যাহাদের ঐস্থান অতিক্রম করিতে হইত, তাহাদিগকে কাষ্ঠ, জল, তৈল এবং চাউল শকটে বহন করিয়া রাত্রে চলিতে হইত। প্রত্যূষে তাহারা শিবির সন্নিবেশ করিত এবং কাল বিলম্ব না করিয়া আহারাদি সমাপ্তে শিবিরের ছায়াতলে দিন অতিবাহিত করিত। সূর্যাস্তে সন্ধ্যা-ভোজন শেষ করিয়া, ভূমি শীতল হইলে শকটে বৃষ যোজন করিয়া তাহারা চলিত। উহা

সমুদ্র ভ্রমণের ন্যায় হইত ; দিক্ নির্ণয় করিবার জন্য একজন লোক নিযুক্ত করিতে হইত, ঐ লোক তাহার নক্ষত্রের জ্ঞানের সাহায্যে যাত্রীদিগকে অপর পারে লইয়া যাইত।

বর্তমান ক্ষেত্রে আমাদের আখ্যায়িকার বর্ণিত বণিক ঐ রূপেই মরুভূমি অতিক্রম করিতেছিলেন। নবতি ক্রোশের অধিক অতিক্রম করিয়া তিনি চিন্তা করিলেন, "আর একটা রাত্রি কাটাইলে আমরা মরুভূমি উত্তীর্ণ হইব।" তৎপরে স্বয়ং ভোজন শেষ করিয়া শকটে বৃষ যোজনা করিতে আদেশ দিয়া যাত্রা করিলেন। সর্বপ্রথম শকটে শয্যা রচনা করিয়া দিক নির্ণয়কারী তাহাতে শয়ন করিয়া ছিল। সে নক্ষত্রসমূহের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া গন্তব্য পথাভিমুখে শকট চালিত করিল।

বৃষগুলি সমস্ত রাত্রি চলিল। রাত্রি শেষে দিকনির্ণয়কারী জাগরিত হইয়া নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিয়া উঠিল : "গাড়ী থামাও, গাড়ী থামাও!" গতিরুদ্ধ করিয়া শকটগুলি যখন শ্রেণীবদ্ধ হইতেছিল, ঠিক ঐ সময়ে রাত্রি প্রভাত হইল। তখন যাত্রীগণ কহিয়া উঠিল, "একি, আমরা যে এই স্থানে গতকল্য শিবির স্থাপন করিয়াছিলাম। আমাদের কাঠ ও জল সমুদয় শেষ হইয়াছে। আমরা মরিলাম!" তৎপরে শকট হইতে বৃষগণকে মুক্ত করিয়া উপরে আচ্ছাদন খাটাইয়া প্রত্যেকে নিজ নিজ শকটের নিম্নে হতাশভাবে শুইয়া রহিল। কিন্তু বোধিসত্ত্ব মনে করিলেন, আমি যদি হতাশ হই, তাহা হইলে সকলেই মরিবে। ইহা ভাবিয়া মরুদেশ উত্তপ্ত হইবার পূর্বেই তিনি ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। একস্থানে কুশ তৃণের গুচ্ছ দেখিয়া তিনি ভাবিলেন : "এই কুশগুচ্ছ নিশ্চয়ই নিম্নস্থ জল শোষণ করিয়া বর্ধিত হইয়াছে।"

তৎপরে তিনি কোদালি সাহায্যে ঐ স্থান খনন করিবার জন্য ভৃত্যবর্গকে আদেশ দিলেন। ষাট হাত গভীর গর্ত খনন করা হইল। ঐ পর্যন্ত যাওয়ার পর খননকারীদের কোদালি শিলাখণ্ড স্পর্শ করিল ; তন্মুহূর্তেই যাত্রীগণ সমস্ত আশা পরিত্যাগ করিল। কিন্তু বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন যে শিলাখণ্ডের নীচে নিশ্চয়ই জল আছে। তৎপরে গহ্বরে অবতরণ পূর্বক শিলার উপর উপস্থিত হইয়া উহাতে কর্ণ সংযোগ পূর্বক অভ্যন্তরস্থ শব্দ পরীক্ষা করিলেন। উপরে আসিয়া তিনি ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিলেন, "বৎস, এখন যদি হতাশ হও, আমরা সকলেই মরিব! আশা ছাড়িও না। এই মুদ্গর গ্রহণ কর, কূপের মধ্যে নামিয়া যাও এবং শিলাখণ্ডকে সবলে আঘাত কর।"

ভৃত্য আদেশ পালন করিল। যদিও অপর সকলেই সমস্ত আশা ছাড়িয়া দিয়াছিল, তথাপি ভৃত্য দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত নিম্নে অবতরণ পূর্বক শিলার উপর আঘাত করিল। প্রস্তরখণ্ড দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়া গেল এবং অভ্যন্তরস্থ জলপ্রবাহের গতি আর রুদ্ধ রহিল না। কূপ জলে পরিপূর্ণ হইল। যাত্রীগণ ঐ জল পান করিয়া উহাতে স্নান করিল। তৎপরে তাহারা রজনীতে আহার করিল ও বৃষগুলিকে খাওয়াইল। সূর্যাস্তে কূপের উপর পতাকা উড়াইয়া তাহারা গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল। সেস্থানে তাহারা পণ্যদ্রব্য উত্তম লাভে বিক্রয় করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল। দেহান্তে তাহারা স্বীয় স্বীয় কর্মানুযায়ী গতিপ্রাপ্ত হইল। বোধিসত্ত্বও অনেক দান ও বিবিধ ধর্মানুষ্ঠান করিয়া দেহান্তে কর্মানুযায়ী গতি প্রাপ্ত হইলেন।

বর্ণনা শেষে বুদ্ধ কহিলেন, "যাত্রীবর্গের চালক বোধিসত্ত্ব, ভবিষ্যৎ বুদ্ধ; যে ভৃত্য আশা না ছাড়িয়া প্রস্তরখণ্ড ভগ্ন করিয়া যাত্রীগণকে জল দিয়াছিল সে এই ভিক্ষু, যিনি এখন উৎসাহহীন হইয়াছেন; এবং অপরাপর সকলে বুদ্ধের অনুচরবর্গ।"

বুদ্ধ বপনকারী

ভরদ্বাজ নামক একজন বিত্তশালী ব্রাহ্মণ খন্দ পার্বণের উৎসব করিতেছিলেন। ঐ সময় বুদ্ধ ভিক্ষাপাত্র হস্তে ভিক্ষার্থ তথায় উপস্থিত হইলেন।

কেহ কেহ তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল: "শ্রমণ, ভিক্ষা অপেক্ষা শ্রমরত হওয়াই তোমার পক্ষে শ্রেষ্ঠতর। আমি হল চালনা করি, বপন করি এবং এইরূপে জীবিকা অর্জন করি। তুমিও যদি তাহাই করিতে, তোমারও খাদ্যের অভাব হইত না।"

উত্তরে তথাগত কহিলেন: "ব্রাহ্মণ, আমিও হল চালনা ও বীজ বপন করি এবং তদ্দারা জীবিকা অর্জন করি।"

ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, "তুমি কি কৃষক? তাহা হইলে তোমার বৃষ কোথায়? কোথায় তোমার বীজ এবং হল?"

বুদ্ধ কহিলেন: "শ্রদ্ধা-রূপ বীজ আমি বপন করি; সুকর্মরূপ বৃষ্টি দ্বারা উহা ফলবান হয়; জ্ঞান ও বিনয়ই আমার হল; আমার চিত্ত চালকের রশ্মিস্বরূপ; 'ধর্ম'কে আমি হাতলের ন্যায় ব্যবহার করি; ঐকান্তিকতা আমার অঙ্কুশস্বরূপ; এবং প্রযত্নই আমার হলাকর্ষক বৃষ। মোহরূপ বনগাছ

উৎপাটন করিবার জন্য আমি আমার হল চালনা কবি। উহা হইতে যে শস্য সংগৃহীত হয় তাহা নির্বাণের অবিনশ্বর ফল। ঐ ফল সর্ব দুঃখের অবসান করে।"

তৎপরে ব্রাহ্মণ স্বর্ণপাত্রে পায়সান্ন ঢালিয়া বুদ্ধকে দিল এবং কহিল, "জগদ্গুরু এই পায়সান্ন গ্রহণ করুন, যেহেতু পূজনীয় গৌতম যে হল চালনা করেন উহা হইতে অমরত্বের ফল প্রস্তুত হয়।"

জাতিচ্যুত

যখন ভগবন্ত শ্রাবস্তীর অন্তর্গত জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন ঐ সময় একদিন তিনি ভিক্ষাপাত্র হস্তে ভিক্ষার্থ ভ্রমণ করিতে করিতে একজন ব্রাহ্মণের গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তখন বেদীর উপর হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত ছিল। ব্রাহ্মণ কহিল: "হে মুণ্ডিত মস্তক হতভাগ্য শ্রমণ, ঐখানে দাঁড়াও; তুমি জাতিচ্যুত।"

মহাপুরুষ উত্তর করিলেন: "জাতিচ্যুত কে ?

"যে ক্রোধ ও দ্বেষের বশীভূত, যে দুষ্ট ও কপট, যে ভ্রান্ত ও শাঠ্যপূর্ণ, সে-ই জাতিচ্যুত।

"যে অপরকে রোষান্বিত করে, যে লোভী, যে পাপ বাসনাযুক্ত, হিংসারত, লজ্জাহীন এবং পাপকর্মে নির্ভয়, জানিবে সে-ই জাতিচ্যুত।

"জন্মের জন্য কেহ জাতিচ্যুত হয় না এবং জন্মের জন্য কেহ ব্রাহ্মণও হয় না; কর্মের দ্বারা জাতিচ্যুত হয় এবং কর্মের দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়।"

কূপ নিকটস্থ নারী

বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য আনন্দ কার্যোপলক্ষে বুদ্ধ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া কোন এক গ্রামের নিকটস্থ কূপের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। ঐ স্থানে মাতঙ্গ জাতীয় প্রকৃতি নাম্নী এক তরুণীকে দেখিয়া আনন্দ তাহার নিকট পান করিবার জন্য জল চাহিলেন।

প্রকৃতি কহিল, "ব্রাহ্মণ, আমি এতই হীন ও নীচ যে আপনাকে জল দান করিতে অক্ষম, আমার নিকট কিছু চাহিবেন না, কারণ তাহাতে আপনার পবিত্রতার হানি হইতে পারে, যেহেতু আমি নীচ জাতীয়া।"

অস্পৃশ্যা নারী সুকৃতির হস্ত হইতে আনন্দের পানীয় গ্রহণ (পৃঃ ১৬৬)

আনন্দ উত্তর করিলেন : "আমি জাতি চাহি নাই ; আমি জল চাহিতেছি।"

উহা শুনিয়া তরুণীর হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইল, সে আনন্দকে জল দিল।

আনন্দ তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু সে দূরে আনন্দের পশ্চাদনুসরণ করিল।

আনন্দ শাক্যমুনি গৌতমের শিষ্য এই কথা শুনিয়া প্রকৃতি বুদ্ধের নিকট গিয়া কহিল, "দেব, কৃপা করিয়া আপনার শিষ্য আনন্দ যেখানে বাস করেন আমাকে সেইখানে বাস করিতে দিন, আমি তাঁহাকে দেখিতে ও তাঁহার সেবা করিতে অভিলাষী, কারণ আমি তাঁহাতে অনুরক্ত।"

বুদ্ধ নারীর হৃদয়ের ভাব অবগত হইয়া কহিলেন : "প্রকৃতি, তোমায় হৃদয় প্রেমপূর্ণ, কিন্তু তুমি নিজ হৃদয়ের ভাব বুঝিতে পার নাই। তোমার অনুরাগ আনন্দের প্রতি নয়, উহা আনন্দের দয়ার প্রতি। অতএব যে দয়া আনন্দ তোমার প্রতি বর্ষণ করিয়াছেন ঐ দয়া হীন অবস্থায় থাকিয়াও তুমি অপরকে বিতরণ কর।

"ক্রীতদাসদের প্রতি রাজার দয়াতে যে বদান্যতা তাহার সুকৃতি মহান, ইহা সত্য ; কিন্তু দাস যখন সকল অত্যাচার বিস্মৃত হইয়া সমস্ত মানব জাতির উপর দয়াপরবশ ও তাহাদের মঙ্গলকামী হয়, তাহাতে যে সুকৃতি উহা প্রথমোক্ত সুকৃতি অপেক্ষা মহত্তর। ঐ বৃহত্তর সুকৃতির ফলে দাস আর নিপীড়নকারীকে ঘৃণা করিবে না, এবং প্রাপ্য হইতে বলপূর্বক বঞ্চিত হইলেও উৎপীড়কের দম্ভ ও গর্বকে অনুকম্পার চক্ষে দেখিবে।

"প্রকৃতি, তুমি পুণ্যবতী, যেহেতু মাতঙ্গ হইলেও তুমি অভিজাতবর্গের আদর্শ হইবে। তুমি হীন জাতীয়া হইলেও ব্রাহ্মণগণ তোমার নিকট শিক্ষা লাভ করিবে। ন্যায় ও ধর্মের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইও না, তুমি সিংহাসনস্থা রাজমহিষীর গৌরবকেও ম্লান করিবে।"

শান্তিস্থাপক

দুইটি রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধের সূত্রপাত হইয়াছিল। একটি বাঁধের অধিকার বিবাদের বিষয়।

উভয় পক্ষের রাজা সসৈন্যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত দেখিয়া বুদ্ধ তাঁহাদিগকে

বিবাদের কারণ ব্যক্ত করিতে বলিলেন। উভয় পক্ষের অভিযোগ শ্রবণ করিয়া তিনি কহিলেন :

"দেখিতেছি তোমাদের কোন কোন প্রজার নিকট বাঁধটা প্রয়োজনীয়, ঐ প্রয়োজন ভিন্ন উহার আর কোনও প্রকৃত মূল্য আছে কি ?"

"উহার আর কোন প্রকৃত মূল্য নাই" উত্তর হইল।

তথাগত পুনরায় কহিলেন : "তোমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে নিশ্চয়ই তোমাদের অনেকে বিনষ্ট হইবে এবং তোমাদের নিজের জীবনও নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, নয় কি ?"

রাজারা উত্তর করিলেন : "সত্যই আমাদের অনেকে বিনষ্ট হইবে এবং আমাদেরও বিনাশ সম্ভব।"

বুদ্ধ কহিলেন : "কিন্তু মানুষের রক্তের প্রকৃত মূল্য কি মৃত্তিকা স্তূপের অপেক্ষা কম ?"

রাজারা উত্তর করিলেন : "না, মানুষের জীবন, বিশেষতঃ রাজার জীবন অমূল্য।"

তথাগত কহিলেন, "যাহার কোন প্রকৃত মূল্য নাই, তাহার জন্য কি অমূল্য দ্রব্যকে বিপন্ন করিবে ?"

নৃপতিদ্বয়ের ক্রোধ প্রশমিত হইল, তাঁহারা শান্তি স্থাপন করিলেন।

ক্ষুধার্ত কুক্কুর

একজন পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তিনি প্রজাবর্গকে নিপীড়ন করিতেন বলিয়া সকলেই তাঁহাকে ঘৃণা করিত। তথাপি তথাগত তাঁহার রাজ্যে আগমন করিলে তিনি তাঁহাকে দেখিতে বাসনা করিলেন। তথাগত যেখানে অবস্থান করিতেছিলেন তিনি তথায় গিয়া তাঁহাকে কহিলেন : "শাক্যমুনি, নৃপতিকে তুমি এমন কোন শিক্ষা দিতে পার যাহাতে তাঁহার চিত্তের বিনোদন হইবে এবং যাহা সঙ্গে সঙ্গে শুভপ্রদ হইবে ?"

তথাগত কহিলেন : "আমি তোমাকে ক্ষুধার্ত কুক্কুরের আখ্যায়িকা বলিব।

"একজন দুষ্ট যথেচ্ছচারী রাজা ছিল। দেবরাজ ইন্দ্র শিকারীর বেশ ধরিয়া মাতলি নামক দানবের সহিত পৃথিবীতে আগমন করিলেন, মাতলি এক বৃহৎ কুক্কুরের ছদ্মবেশে ছিল। শিকারী ও কুক্কুর প্রাসাদে প্রবেশ করিলে কুক্কুর এরূপ চীৎকার করিতে লাগিল যে প্রাসাদ ঐ চীৎকারে কম্পিত হইল।

রাজার আদেশে ভীতিপ্রদ শিকারী তাহার সম্মুখে আনীত হইলে তিনি কুক্কুরের ভয়ঙ্কর চীৎকারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শিকারী কহিল, 'কুক্কুর ক্ষুধার্ত'। তৎপরে ভীত রাজা কুক্কুরকে খাদ্য দিতে আদেশ করিলেন। প্রাসাদের যত ভোজ্য ছিল কুক্কুর নিঃশেষে সব খাইয়া ফেলিল, তবুও তাহার ভয়াবহ চীৎকার থামিল না। পুনরায় খাদ্যদ্রব্য আনীত হইল; প্রাসাদ ভাণ্ডার শূন্য হইল, কিন্তু সব বৃথা। হতাশ হইয়া রাজা কহিল, 'এই পশুর ক্ষুধার কি কিছুতেই নিবৃত্তি হইবে না?' শিকারী কহিল, 'কিছুতেই না, একমাত্র উহার সমস্ত শত্রুর মাংস উহার ক্ষুধা শান্তি করিতে পারে।' রাজা সোদ্বেগে জিজ্ঞাসা করিল, 'কাহারা উহার শত্রু?' শিকারী উত্তর করিল, 'রাজ্যে যতদিন ক্ষুধার্ত মানুষ থাকিবে, কুক্কুর ততদিন চিৎকার করিবে; আর যাহারা অন্যায় করিয়া দরিদ্রের উৎপীড়ন করে, তাহারাই উহার শত্রু।' প্রজাবর্গের উৎপীড়ক স্বীয় দুষ্কৃতিসমূহ স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হইল ও জীবনে সর্বপ্রথম সে ধর্মের উপদেশে কর্ণপাত করিল।"

রাজার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আখ্যায়িকা সমাপ্ত করিয়া তথাগত তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন:

"তথাগত মানুষের চিত্তে পারমার্থিক বাসনার উদ্রেক করিতে সমর্থ। হে রাজশ্রেষ্ঠ, যখন কুক্কুরের ধ্বনি শ্রবণ করিবে, তখন বুদ্ধের উপদেশ স্মরণ করিও, তাহা হইলে তুমি ঐ পশুকে শান্ত করিতে পারিবে।"

স্বেচ্ছাচারী

রাজা ব্রহ্মদত্ত ঘটনাক্রমে জনৈক বণিকের সুন্দরী স্ত্রীকে দেখিয়া তাহার প্রতি আসক্ত হইলেন ও বণিকের যানের অভ্যন্তরে মূল্যবান রত্নখণ্ড গোপনে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন। হৃত রত্ন অনুসন্ধানের পর দৃষ্ট হইল। চৌর্যাপরাধে বণিক ধৃত হইলেন। রাজা মনোযোগসহকারে অপরাধীর আত্মসমর্থন শ্রবণের ভাণ করিয়া কপট অনুতাপের সহিত বণিকের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলেন। বণিকের স্ত্রী রাজ-অন্তঃপুরে প্রেরিত হইল।

দণ্ডাজ্ঞা পালনের সময় ব্রহ্মদত্ত নিজে উপস্থিত রহিলেন, কারণ ঐরূপ দৃশ্যে তিনি আনন্দ অনুভব করিতেন। কিন্তু দণ্ডিত ব্যক্তি যখন ঘৃণিত বিচারকের প্রতি গভীর অনুকম্পার দৃষ্টিতে চাহিল, তখন ক্ষণেকের জন্য বুদ্ধের জ্ঞান রাজার

লালসা-মলিন চিত্তকে আলোকিত করিল এবং ঘাতক খড়্গ উত্তোলন করিলে ব্রহ্মদত্তের চিত্ত বিচলিত হইল; তিনি কল্পনায় দেখিলেন যে মঞ্চের উপর তিনি নিজেই স্থিত। তিনি চীৎকার করিয়া কহিলেন, "ঘাতক! ক্ষান্ত হও, তুমি রাজাকে বধ করিতেছ!" কিন্তু বৃথা, ততক্ষণে ঘাতক দণ্ডাজ্ঞা পালন সম্পূর্ণ করিয়াছে।

রাজা মূর্চ্ছিত হইলেন। সংজ্ঞা পুনঃপ্রাপ্তে তাঁহার পরিবর্তন হইল। তিনি আর নিষ্ঠুর স্বেচ্ছাচারী না রহিয়া পবিত্র ও সাধুজীবন যাপন করিতে লাগিলেন। লোকে বলিল ব্রাহ্মণ-স্বভাব তাঁহার চিত্তে অঙ্কিত হইয়াছে।

হত্যাকারী ও চৌরগণ! মোহের আচরণ তোমাদের চক্ষুকে আবৃত করিয়াছে। বস্তুসমূহ আপাতদৃষ্টিতে না দেখিয়া যদি তোমরা তাহাদের প্রকৃত রূপ দেখিতে পাইতে, তাহা হইলে তোমরা নিজেদের অনিষ্ট ও দুঃখের কারণ হইতে না। তোমরা বুঝ না যে, কুকর্মের ফলভোগ করিতে হইবে, কারণ যাহা বপন করিবে, তাহাই সংগ্রহ করিবে।

বাসবদত্তা

মথুরা নগরে বাসবদত্তা নাম্নী এক বারনারী ছিল। সে একদিন উপগুপ্ত নামক বুদ্ধের এক শিষ্যকে দেখিল। উপগুপ্তের দীর্ঘ আকৃতি ও সুন্দর যৌবন বাসবদত্তাকে তাঁহার প্রেমোন্মাদিনী করিল। সে তাঁহার নিকট নিমন্ত্রণ প্রেরণ করিল, কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন: "উপগুপ্তের বাসবদত্তার নিকটে যাওয়ার সময় এখনও হয় নাই।"

উত্তর শুনিয়া বারনারী বিস্মিত হইল। "বাসবদত্তা উপগুপ্তের প্রেমের প্রার্থিণী, অর্থের নয়" এই কথা পুনরায় সে উপগুপ্তের নিকট বলিয়া পাঠাইল। কিন্তু উপগুপ্ত পূর্বের ন্যায় দুর্বোধ্য উত্তর দিলেন, কিন্তু বাসবদত্তার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলেন না।

কয়েক মাস পরে বাসবদত্তা নগরস্থ প্রধান শিল্পীর সহিত প্রণয়জালে জড়িত হইল। ঐ সময়েই সেখানে একজন ধনী বণিকের আগমন হইল এবং সেও বাসবদত্তার প্রেমে পতিত হইল। বণিকের ধনে আকৃষ্ট হইয়া ও অপর প্রণয়ীর ঈর্ষার উদ্রেক আশঙ্কা করিয়া বাসবদত্তা ষড়যন্ত্রপূর্বক শিল্পীকে হত্যা করিয়া তাহার মৃত দেহ গোময়স্তূপের নিম্নে লুক্কায়িত রাখিল।

শিল্পী অদৃশ্য হইবার পর তাঁহার আত্মীয় ও বন্ধুবর্গ অনুসন্ধান দ্বারা তাঁহার মৃত দেহ প্রাপ্ত হইলেন। বাসবদত্তার বিচার হইল এবং বিচারক তাহার কর্ণ, নাসিকা, হস্ত ও পদচ্ছেদ করিয়া তাহাকে সমাধিক্ষেত্রে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন।

বাসবদত্তা রিপুর আতিশয্যের বশীভূত হইলেও ভৃত্যবর্গের প্রতি দয়াপরবশ ছিল। তাহার এক পরিচারিকা তাহার অনুবর্তিনী হইল। যন্ত্রণাপীড়িত ভূতপূর্ব কর্ত্রীর প্রতি অনুরাগবশতঃ সে তাহার শুশ্রূষা করিল ও সমাধিক্ষেত্রে আগত কাকদিগকে তাড়াইয়া দিল।

এইবার উপগুপ্ত বাসবদত্তাকে দেখিবেন স্থির করিলেন।

উপগুপ্ত উপস্থিত হইলে হতভাগ্য নারী তাহার ছিন্ন অঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিবার জন্য পরিচারিকাকে আদেশ দিল, তথাপি অভিমানভরে সে কহিল: "একসময় এই দেহ পদ্মের ন্যায় সৌগন্ধবিশিষ্ট ছিল ও আমি তোমার প্রেমের প্রার্থিণী হইয়াছিলাম। ঐ সময় আমি মুক্তা ও সুচিক্কন বস্ত্রভূষিত ছিলাম। এক্ষণে আমি ঘাতক কর্তৃক ছিন্ন দেহ এবং শোণিত ও মলাবৃত।"

যুবক কহিলেন, "ভগ্নি, আমি নিজের সুখের জন্য তোমার নিকট আসি নাই। যে সৌন্দর্য তুমি হারাইয়াছ উহা অপেক্ষা মহত্তর সৌন্দর্য তোমাকে দিবার জন্য আমি আসিয়াছি।

"আমি দেখিয়াছি তথাগত পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া জনগণকে তাঁহার বিস্ময়কর ধর্ম প্রচার করিতেছেন। কিন্তু যতদিন তুমি প্রলোভন পরিবেষ্টিত ছিলে, যতদিন রাগাদির বশীভূত ও ভোগসুখানুরক্ত ছিলে, ততদিন তুমি ধর্মকথা শ্রবণ করিতে না। তুমি তথাগতের উপদেশে কর্ণপাত করিতে না, কারণ তোমার চিত্ত উন্মার্গগামী ছিল ও তুমি তোমার ক্ষণস্থায়ী মোহিনীশক্তির কৃত্রিমতার উপর নির্ভর করিয়াছিলে।

"দৈহিক রূপের কুহক অবিশ্বাস্য, উহা প্রলোভনের পথপ্রদর্শক ও তোমাকে অভিভূত করিয়াছে। কিন্তু এক সৌন্দর্য আছে যাহা কখনও ম্লান হইবে না, এবং তুমি যদি ভগবান বুদ্ধের ধর্মে কর্ণপাত কর তাহা হইলে যে শান্তি পাইবে, ঐ শান্তি চঞ্চল জগতের পাপময় ভোগানুরক্তিতে কখনই পাইবে না।"

বাসবদত্তা শান্ত হইল, মানসিক সুখ তাহার দৈহিক যন্ত্রণাকে প্রশমিত করিল; কারণ যেখানে দুঃখের আতিশয্য সেখানে পরম আনন্দেরও অস্তিত্ব আছে।

বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের আশ্রয় লইয়া, স্বীয় অপরাধের শাস্তি শিরোধার্য করিয়া, সে প্রাণত্যাগ করিল।

জম্বুনদে বিবাহোৎসব

জম্বুনদে এক ব্যক্তি বাস করিতেন। পরবর্তী দিবসে তাঁহার বিবাহ স্থির হইয়াছিল। তিনি চিন্তা করিলেন, "পুণ্যপুরুষ বুদ্ধ বিবাহোৎসবে উপস্থিত হউন।"

পুণ্যপুরুষ ঐ সময়ে তাঁহার গৃহের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তিনি তাঁহার অন্তরের কামনা অবগত হইলেন ও তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিতে সম্মত হইলেন।

বহুসংখ্যক ভিক্ষু সঙ্গে লইয়া বুদ্ধ উপস্থিত হইলেন। নিমন্ত্রণকারীর অবস্থা সচ্ছল ছিল না। যথাসম্ভব অতিথিগণের অভ্যর্থনা করিয়া তিনি কহিলেন: "দেব, সশিষ্য যথেচ্ছা ভোজন করুন।"

ভিক্ষুগণ আহারে রত হইলে আহার্য ও পানীয়ের কিছুমাত্র হ্রাস হইল না। নিমন্ত্রণকারী মনে মনে চিন্তা করিলেন:

"কি আশ্চর্যের বিষয়! আমার সমস্ত আত্মীয়বর্গ ও বন্ধু বান্ধবের জন্য আয়োজন যথেষ্ট হইত। আমি তাহাদের সকলকেই নিমন্ত্রণ করিলে ভাল করিতাম।"

যে মুহূর্তে এই চিন্তা তাঁহার মনে উদয় হইল, সেই মুহূর্তেই তাঁহার সমস্ত আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবর্গ গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহের উপবেশনকক্ষ সংকীর্ণ হইলেও সকলের নিমিত্তই তথায় স্থান সঙ্কুলান হইল। তাঁহারা ভোজনে বসিলেন। ভোজ্য প্রয়োজনের অপেক্ষাও অতিরিক্ত হইল।

উৎসবনিরত অতগুলি অতিথি দেখিয়া পুণ্যপুরুষ আনন্দিত হইলেন ও সত্যের বাণী প্রচার এবং ধর্মপরায়ণতার শুভ ঘোষণা করিয়া তাঁহাদিগকে হর্ষযুক্ত করিলেন। তিনি কহিলেন:

"যে বিবাহ বন্ধন দুইটি প্রেমাকৃষ্ট হৃদয়কে বাঁধিয়া দেয়, নশ্বর মানুষের পক্ষে ঐ বন্ধনই চরম সুখ। কিন্তু উহা অপেক্ষাও উচ্চতর সুখ আছে; উহা সত্যের আলিঙ্গন। মৃত্যু স্বামী ও স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করিবে, কিন্তু যিনি সত্যকে আলিঙ্গন করিয়াছেন, মৃত্যু তাঁহার কিছুই করিতে পারিবে না।

"অতএব সত্যের সহিত পবিত্র বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইয়া বাস কর। যে স্বামী স্ত্রীর প্রতি প্রেম বশতঃ তাঁহার সহিত অনন্ত মিলনে বদ্ধ হইবার বাসনা করেন, তিনি মূর্তিমান সত্যের ন্যায় তাহার প্রতি বিশ্বস্ত হইবেন এবং স্ত্রীও স্বামীর প্রতি আস্থাবান হইয়া তাঁহার সম্মান ও সেবা করিবেন। যে স্ত্রী স্বামীর অনুরাগিনী হইয়া তাঁহার সহিত অনন্ত মিলনে বদ্ধ হইবার বাসনা করেন, তিনি মূর্তিমতী সত্যের ন্যায় তাঁহার প্রতি বিশ্বস্ত হইবেন এবং স্বামীও স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার সম্মান করিবেন ও তাঁহার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিবেন। আমি সত্য কহিতেছি, তাঁহাদের বন্ধন পবিত্র ও মঙ্গলময় হইবে এবং তাঁহাদের সন্তান ও সন্ততিগণ পিতামাতার ন্যায় হইয়া তাঁহাদের সুখোৎপাদন করিবে।

"কেহই একাকী থাকিও না, প্রত্যেকেই সত্যের সহিত পবিত্র বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হও। তাহার পর প্রলয়কারক মার কর্তৃক যখন তোমার দৃশ্যরূপ ধ্বংস হইবে, তখন তোমার জীবন সত্যে স্থিতি লাভ করিবে, তুমি অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হইবে, কারণ সত্য অবিনশ্বর।"

নিমন্ত্রিতগণের সকলেরই আধ্যাত্মিক জীবন বলপ্রাপ্ত হইল, তাঁহারা সাধু জীবনের মধুরত্ব উপলব্ধি করিয়া বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের আশ্রয় লইলেন।

চৌর অনুসরণকারীগণ

শিষ্যগণকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিয়া বুদ্ধ ভ্রমণ করিতে করিতে উরুবিল্বে উপস্থিত হইলেন।

বিশ্রাম লাভার্থ তিনি পথিমধ্যে একটি কুঞ্জে উপবেশন করিলেন, তখন সেই কুঞ্জেই ত্রিশজন বন্ধু তাহাদের রমণীগণের সহিত প্রমোদে রত ছিল ; ঐ সময়ে তাহাদের কোন কোন সামগ্রী অপহৃত হইল।

প্রমোদকারীগণ সকলেই চৌরের অনুসন্ধানে ধাবিত হইয়া বৃক্ষতলে উপবিষ্ট মহাপুরুষকে দেখিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক কহিল : "দেব, আমাদের সামগ্রী অপহরণকারী চৌর কি এই পথে গিয়াছে ?"

বুদ্ধ কহিলেন : "তোমাদের পক্ষে কোন্‌টি প্রশস্ততর—চৌরের অনুসরণ করা কিম্বা আত্মানুসন্ধান করা ?" যুবকগণ উত্তর করিল : "আত্মানুসন্ধান করা !"

পুণ্যপুরুষ কহিলেন, "বেশ, তাহা হইলে বৎস, আমি তোমাদিগকে সত্য শিক্ষা দিব।"

সকলেই উপবেশন করিয়া সাগ্রহে বুদ্ধের বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিল। সত্য অনুধাবন করিয়া তাহারা বুদ্ধ প্রচারিত ধর্মের প্রশংসাপূর্বক বুদ্ধে আশ্রয় লইল।

যমপুরী

একজন ধার্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার হৃদয় স্নেহপ্রবণ হইলেও তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা অল্প ছিল; তাঁহার এক সুদক্ষ পুত্র ছিল, ঐ পুত্রের উপর তিনি ভবিষ্যতের অনেক আশা স্থাপন করিয়াছিলেন। পুত্রটি সাত বৎসর বয়সে সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। হতভাগ্য পিতা আত্মসংবরণে অসমর্থ হইলেন; তিনি শবদেহের উপর পতিত হইয়া মৃতের ন্যায় রহিলেন।

আত্মীয়বর্গেরা আসিয়া মৃত সন্তানকে সমাধিস্থ করিবার পর পিতা যখন প্রকৃতিস্থ হইলেন, তখন তিনি শোকে এত অভিভূত যে, উন্মাদের ন্যায় আচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষে অশ্রু ছিল না, কিন্তু তিনি মৃত্যুরাজ যমের বাসস্থান জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার ইচ্ছা যমের নিকট প্রার্থনা করা যে তাঁহার সন্তান যেন জীবিতাবস্থায় ফিরিয়া আসে।

কোন এক বৃহৎ ব্রাহ্মণমন্দিরে উপস্থিত হইয়া শোক সন্তপ্ত পিতা নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান পালন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইলেন। স্বপ্নে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি এক গভীর গিরিসঙ্কটে উপস্থিত হইয়া কতকগুলি শ্রমণের সাক্ষাৎ পাইলেন। ঐ শ্রমণগণ সর্বোচ্চ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কহিলেন "মহোদয়গণ, যমরাজের বাসস্থান আমাকে বলিতে পারেন?" তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধু কি জন্য তুমি ইহা জানিতে চাও?" তৎপরে তিনি তাঁহার বিষাদ কাহিনী বিবৃত করিয়া তাঁহার অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। মোহাচ্ছন্নের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া শ্রমণগণ কহিলেন: "কোন নশ্বর মানব যমের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, কিন্তু পশ্চিমে দুই শত ক্রোশ ব্যবধানে এক বৃহৎ নগর আছে, ঐ নগরে অনেক উন্নত আত্মা বাস করেন; মাসের প্রতি অষ্টম দিবসে যমরাজ ঐ স্থানে আগমন করেন, সেখানে তুমি তাঁহার দেখা পাইবে, তাঁহার নিকট বর প্রার্থনা করিও।"

এই সংবাদে আনন্দিত হইয়া ব্রাহ্মণ নির্দিষ্ট নগরে উপস্থিত হইয়া শ্রমণগণ যেরূপ কহিয়াছিলেন সেইরূপ দেখিলেন। ভীতিপ্রদ যমের সন্নিধানে নীত

হইলে যম তাঁহার অনুরোধ শ্রবণ করিয়া কহিলেন : "তোমার পুত্র এক্ষণে পূর্বদিকস্থ উদ্যানে ক্রীড়া করিতেছে ; সেখানে গিয়া তাহাকে তোমার অনুসরণ করিতে বল।"

আনন্দিত পিতা কহিলেন : "আমার পুত্র একটি মাত্রও সৎকর্মের অনুষ্ঠান না করিয়াও কি প্রকারে স্বর্গে বাস করিতেছে ?"

যমরাজ উত্তর করিলেন : "সে সৎকর্মের অনুষ্ঠানের জন্য স্বর্গভোগ করিতেছে না, সে বিশ্বের অধীশ্বর শিক্ষক, মহামহিমাময় বুদ্ধের প্রতি বিশ্বাস ও প্রীতিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল বলিয়া এখন স্বর্গবাসী। বুদ্ধ কহিয়াছেন : 'প্রীতি ও বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ের মঙ্গলময় ছায়া মনুষ্যলোক হইতে দেবলোকে বিস্তৃত হয়।' এই মহিমামণ্ডিত বাণী রাজকীয় ঘোষণাপত্রের উপর রাজার নাম মুদ্রাঙ্কনের ন্যায় মান্য।"

যথানির্দিষ্ট স্থানে পিতা সহর্ষে গমন করিয়া দেখিলেন তাঁহার প্রিয়পুত্র অপরাপর বালকবালিকার সহিত খেলিতেছে—সকলেই স্বর্গীয় জীবনের মঙ্গলময় অস্তিত্বের শান্তিতে রূপান্তরিত। অশ্রুসিক্ত বদনে দ্রুতগতিতে পুত্রের নিকট গিয়া তিনি কহিলেন : "পুত্র, পুত্র, তুমি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না ? আমি যে তোমার পিতা, যে পিতা সযত্নে তোমার পালন করিয়াছেন, তোমার পীড়ায় শুশ্রূষা করিয়াছেন ? আমার সহিত মনুষ্যজগতে তোমার গৃহে ফিরিয়া এস।" কিন্তু পুত্র ক্রীড়া সঙ্গীদের নিকট ফিরিয়া যাইতে ব্যস্ত হইল। সে পুত্র ও পিতা রূপ অদ্ভুত বাক্য ব্যবহারের জন্য তাঁহাকে ভৎর্সনা করিল। সে কহিল, "আমার বর্তমান জীবনে আমি ঐ প্রকার বাক্য জানি না, কারণ আমি মোহ মুক্ত।"

এই কথার পর ব্রাহ্মণ চলিয়া আসিলেন। নিদ্রাভঙ্গের পর তিনি মানব জাতির অধীশ্বর ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করিলেন ও তাঁহার নিকট গিয়া স্বীয় দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিয়া শান্তিলাভের সঙ্কল্প করিলেন।

জেতবনে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণ সমস্ত বৃত্তান্ত বুদ্ধের গোচর করিলেন। তিনি অভিযোগ করিলেন যে, পুত্র তাঁহাকে পিতা বলিয়া স্বীকার করে নাই এবং গৃহে ফিরিতে অস্বীকার করিয়াছে।

তদনন্তর জগতপুজ্য মহাপুরুষ কহিলেন : "তুমি সত্যই মোহাচ্ছন্ন। মৃত্যুর পর মনুষ্যের দেহ পঞ্চভূতে মিলিত হয়, কিন্তু তাহার মানসিক প্রকৃতির বিনাশ হয় না। উহা উচ্চতর জীবন প্রাপ্ত হয়, ঐ জীবনে পিতা, পুত্র, স্ত্রী, মাতারূপ

সম্বন্ধ নষ্ট হয়, যেরূপ অতিথি আশ্রয়স্থান পরিত্যাগ করিলে ঐ স্থানের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ থাকে না; উহা অতীতে লীন হইয়া যায়। যাহা নশ্বর, মানুষ তাহার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত; কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে ধ্বংসকারী অগ্নিস্রোতের ন্যায় জীবনের অন্ত উপস্থিত হয়। তাহারা প্রজ্বলিত দীপের তত্ত্বাবধানকারী অন্ধের ন্যায়। জ্ঞানী ব্যক্তি পার্থিব সম্বন্ধের ক্ষণস্থায়ীত্ব উপলব্ধি করিয়া দুঃখের কারণ বিনষ্ট করেন ও উহার ফুটন্ত আবর্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন।"

ব্রাহ্মণ, যে পারমার্থিক জ্ঞানে শোক-সন্তপ্ত হৃদয় শান্ত হয়, ঐ জ্ঞান লাভার্থ, ভিক্ষু সঙ্ঘে প্রবেশ লাভের জন্য বুদ্ধের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

সর্ষপ বীজ

একজন ধনী ছিলেন, তাঁহার অর্থরাশি অকস্মাৎ ভস্মে পরিণত হইল। তিনি শয্যা আশ্রয় করিয়া আহার পরিত্যাগ করিলেন। এক বন্ধু তাঁহার অসুস্থতার সংবাদে তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার দুঃখের কাহিনী অবগত হইয়া কহিলেন: "তুমি তোমার অর্থের সদ্ব্যবহার কর নাই। তুমি যখন উহা সঞ্চয় করিয়াছিলে, তখন ভস্ম অপেক্ষা উহার মূল্য অধিক ছিল না। এক্ষণে আমার কথা শুন। বাজারে মাদুর বিছাইয়া ভস্মগুলি তদুপরি স্তূপীকৃত করিয়া উহা বিক্রয়ের ভাণ কর।"

বন্ধু যেরূপ কহিলেন ধনী সেইরূপ করিলেন। প্রতিবেশীরা যখন জিজ্ঞাসা করিল, তুমি ভস্ম বিক্রয় করিতেছ কেন? তিনি তখন উত্তর করিলেন, "আমি পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করিতেছি।"

কিছুকাল পরে কৃশা গৌতমী নামক পিতৃমাতৃহীন এক দরিদ্র বালিকা ঐ স্থান দিয়া যাইতে যাইতে ধনীকে দেখিয়া কহিল: "প্রভু. আপনি স্বর্ণ ও রৌপ্যের স্তূপ কেন বিক্রয় করিতেছেন?"

ধনী কহিলেন: "স্বর্ণ ও রৌপ্য কোথায় আমাকে দাও ত?" কৃশা গৌতমী একমুষ্টি ভস্ম তুলিয়া লইল, কিন্তু উহা তৎক্ষণাৎ স্বর্ণে পরিণত হইল।

কৃশা গৌতমীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দিব্য দৃষ্টি আছে ও তিনি বস্তুসমূহের প্রকৃত মূল্য দেখিতে পান ইহা মনে করিয়া ধনী নিজ পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া কহিলেন: "অনেকের নিকট স্বর্ণে ও ভস্মে প্রভেদ নাই, কিন্তু কৃশা গৌতমীর হস্তে ভস্ম স্বর্ণে পরিণত হয়।"

কৃশা গৌতমীর একটি মাত্র পুত্র জন্মিল, পুত্রটি মরিয়া গেল। শোকে অধীর হইয়া কৃশা পুত্রের মৃতদেহ বহন করিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া প্রতিবেশীদের নিকট ঔষধ প্রার্থনা করিল। তাহারা কহিল স্ত্রীলোকটী জ্ঞানহারা, বালক মৃত।

অবশেষে কৃশা গৌতমী একটি লোকের সাক্ষাৎ পাইল। কৃশার অনুরোধ শুনিয়া লোকটি কহিল: "তোমার সন্তানের জন্য ঔষধ দিতে আমি অক্ষম, কিন্তু আমি একজন চিকিৎসককে জানি, যিনি পারেন।"

কৃশা কহিল: "দয়া করিয়া বলুন তিনি কে?" লোকটি উত্তর করিল: "বুদ্ধ শাক্যমুনির নিকট যাও।"

কৃশা বুদ্ধের নিকট গিয়া কহিল: "দেব, আমাকে এমন ঔষধ দিন যাহাতে আমার সন্তান আরোগ্য লাভ করে।"

বুদ্ধ উত্তর করিলেন: "আমি এক মুষ্টি সর্ষপ বীজ চাই।"

কৃশা সানন্দে বীজ আনিতে প্রতিশ্রুত হইলে বুদ্ধ পুনরায় কহিলেন: "সর্ষপ বীজ এমন গৃহ হইতে আনিতে হইবে যেখানে কাহারও সন্তান, স্বামী, পিতামাতা কিম্বা বন্ধুর মৃত্যু হয় নাই।"

দুঃখিনী কৃশা গৃহ হইতে গৃহান্তরে গেল, সকলেই তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া কহিল: "এই লও সর্ষপ বীজ!" কিন্তু সে যখন জিজ্ঞাসা করিল যে তাহাদের পরিবারে কাহারও পুত্র কিম্বা কন্যা, পিতা কিম্বা মাতার মৃত্যু হইয়াছে কিনা, তখন সকলেই কহিল: "হায়! জীবিতের সংখ্যা অল্প, মৃতের সংখ্যাই অধিক। আমাদের গভীরতম দুঃখ আর স্মরণ করাইও না।" এমন কোন গৃহই মিলিল না যেখানে কোন প্রিয়জনের মৃত্যু হয় নাই।

কৃশা শ্রান্ত ও নিরাশ হইয়া পথিপার্শ্বে উপবেশন করিয়া নগরের দীপসমূহ দেখিতে লাগিল। দীপগুলি এক একবার জ্বলিয়া আবার নিভিয়া যাইতেছিল। অবশেষে রজনীর অন্ধকার সমস্ত তমসাবৃত করিল। কৃশা মানুষের অদৃষ্ট বিবেচনা করিতে লাগিল, কেমন করিয়া মানবজীবন ক্ষণেকের জন্য জ্বলিয়া পুনরায় নিবিয়া যায়। সে চিন্তা করিল: "আমার দুঃখ স্বার্থপরতায় দূষিত। সকলেই মৃত্যুর বশীভূত; তথাপি এই ধ্বংসের মধ্যেও এক মার্গ আছে যাহা অবলম্বন করিলে স্বার্থপরতা পরিহারকারী অমরত্ব লাভে সক্ষম হন।"

পুত্রের প্রতি স্নেহের স্বার্থপরতা দূর করিয়া কৃশা অরণ্য মধ্যে বালকের মৃত দেহ প্রোথিত করিল। বুদ্ধের নিকট ফিরিয়া আসিয়া সে তাঁহাতে আশ্রয়

লইয়া ধর্মে শান্তিলাভ করিল, যে ধর্ম মানুষের সন্তপ্ত হৃদয়ের সর্ববেদনা প্রশমিত করে।

বুদ্ধ কহিলেন :

"এই জগতে মানুষের জীবন দুঃখময়, ক্ষণস্থায়ী ও বেদনামিশ্রিত। যেহেতু যাহারা জন্মিয়াছে, এমন কোনও উপায়ই নাই যাহা দ্বারা তাহারা মৃত্যুর হস্ত হইতে নিস্তার পাইতে পারে : বার্দ্ধক্যের পর মৃত্যু ; ইহাই জীবের নিয়তি।

"পক্ক ফলের যেরূপ অবিলম্বে ভূতলে পতিত হইবার আশঙ্কা, সেইরূপ জন্মের সঙ্গেই মানবের মৃত্যুভীতি।

"যেরূপ কুম্ভকার নির্মিত সর্বপ্রকার মৃন্ময় পাত্র অবশেষে ভগ্ন দশায় পরিণত হয়, মাববজীবনও তদ্রূপ।

"তরুণ ও পূর্ণবয়স্ক, মূর্খ ও জ্ঞানী সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয় ; সকলেই মৃত্যুর অধীন।

"মৃত্যু কর্তৃক পরাজিত হইয়া যাহারা দেহত্যাগ করে, তাহাদের মধ্যে পুত্রকে পিতা রক্ষা করিতে পারেন না, স্বজনকে আত্মীয়গণ রক্ষা করিতে পারেন না।

"দেখ, আত্মীয়গণের চক্ষের সমক্ষে তাহাদের গভীর আর্তনাদের মধ্যে একে একে কাল মনুষ্যকে অপহরণ করিতেছে, যেরূপ বৃষ হত্যাস্থলে নীত হয়।

"অতএব জগত মৃত্যু ও ধ্বংসক্লিষ্ট, তন্নিমিত্ত জ্ঞানী জগতের নিয়ম অবগত হইয়া দুঃখ করেন না।

"অধিকাংশ সময়েই মানুষ যেরূপ আশা করে তদনুরূপ না হইয়া তদ্বিপরীত ঘটিয়া থাকে, ফলে গভীর নৈরাশ্যের উৎপত্তি হয়। দেখ, ইহাই জগতের নিয়ম।

"ক্রন্দন কিংবা দুঃখ করিয়া কেহই শান্তি পাইবে না ; উপরন্তু তাহার যাতনা অধিকতর হইবে, তাহার দেহ ক্লিষ্ট হইবে। উহা দৈহিক পীড়া ও মালিন্যের কারণ হইবে, তথাপি মানুষের আর্তনাদ মৃতকে সঞ্জীবিত করিবে না।

"মানুষ মরিয়া যায়, মৃত্যুর পর তাহার স্বীয় কর্মানুযায়ী গতি প্রাপ্ত হয়।

"মানুষ শতবর্ষ কিংবা তাহারও অধিক বাঁচিয়া থাকিলেও অবশেষে আত্মীয় স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এই জগতের জীবন পরিত্যাগ করিবে।

"যিনি শান্তির প্রয়াসী তিনি বিলাপ, অভিযোগ এবং শোকের শর উৎপাটিত করিবেন।

"যিনি ঐ শর উন্মুলিত করিয়া স্থৈর্য অবলম্বন করিয়াছেন তিনি মানসিক শান্তি পাইবেন; যিনি সর্বদুঃখ জয় করিয়াছেন তিনি দুঃখ মুক্ত হইয়া ধন্য হইবেন।"

বুদ্ধের অনুসরণে নদী অতিক্রম

শ্রাবস্তীর দক্ষিণে একটি বৃহৎ নদী আছে, উহার তীরে পাঁচশত গৃহবিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। জনগণের মুক্তি চিন্তা করিয়া জগতপূজ্য বুদ্ধ ঐ গ্রামে গিয়া ধর্মপ্রচার করিবার সঙ্কল্প করিলেন। নদীতীরে উপস্থিত হইয়া তিনি এক বৃক্ষের তলে উপবেশন করিলেন। গ্রামবাসীগণ তাঁহার দীপ্ত রূপ দেখিয়া সসম্মানে তাঁহার নিকট অগ্রসর হইল, কিন্তু তাঁহার উপদেশে কেহ কর্ণপাত করিল না।

বুদ্ধ শ্রাবস্তী পরিত্যাগ করিলে শারীপুত্র তাঁহাকে দেখিবার ও তাঁহার উপদেশ শুনিবার বাসনা করিলেন। গভীর ও খরস্রোত নদীতে আসিয়া তিনি চিন্তা করিলেন: "এই নদী আমাকে সংকল্প হইতে ফিরাইতে পারিবে না। আমি মহাপুরুষের দর্শন লাভ করিব।" তৎপরে তিনি নদীর উপর পদক্ষেপ করিলেন। নদীর জল তাঁহার পদতলে মর্মর প্রস্তর খণ্ডের ন্যায় দৃঢ় হইল।

নদীর মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলে বৃহৎ তরঙ্গসমূহ শারীপুত্রের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিল এবং তিনি ডুবিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বীয় বিশ্বাসকে উদ্দীপিত করিয়া তিনি চিত্তকে পুনরায় সবল করিলেন। এইরূপে পূর্বের ন্যায় নদী অতিক্রম করিয়া পরপারে উপস্থিত হইলেন।

গ্রামবাসীগণ শারীপুত্রকে দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইল, তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল যেখানে কোন সেতু কিম্বা পারের অন্য উপায় নাই সেখানে কি করিয়া তিনি নদী পার হইলেন।

শারীপুত্র উত্তর করিলেন: "বুদ্ধের বাণী শুনিবার পূর্বে আমি অজ্ঞ ছিলাম। মুক্তির বাণী শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আমি তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ নদী অতিক্রম করিতে পারিয়াছি, যেহেতু আমি বিশ্বাস প্রণোদিত। একমাত্র বিশ্বাসের বলেই আমি উহা করিতে সমর্থ হইয়াছি, এক্ষণে আমি জগতগুরুর মঙ্গলময় সন্নিধানে।"

জগতপূজ্য কহিলেন: "শারীপুত্র, তুমি যথার্থ কহিয়াছ। যে বিশ্বাস

তুমি পোষণ কর, মাত্র ঐ বিশ্বাসই জগতকে পুনর্জন্মের গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়া মানুষকে অনার্দ্র পদে অপর পারে লইয়া যাইতে পারে।”

তদনন্তর বুদ্ধ গ্রামবাসীগণকে বিষয়াসক্তির নদী অতিক্রমপূর্বক মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সকল বাধা ছিন্ন করিয়া দুঃখ জয় করিবার পথে অগ্রসর হইবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ করিয়া বুঝাইলেন।

তথাগতের বাক্য শ্রবণ করিয়া গ্রামবাসীগণ আনন্দপূর্ণ হইল। মহাপুরুষের বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহারা পঞ্চশীল গ্রহণ পূর্বক বুদ্ধে আশ্রয় লইল।

পীড়িত ভিক্ষু

একজন উগ্রপ্রকৃতি বৃদ্ধ ভিক্ষু ঘৃণিত রোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ঐ ব্যাধির দৃশ্য ও গন্ধ এরূপ ন্যক্কারজনক যে কেহই তাঁহার নিকট আসিত না বা তাঁহার যন্ত্রণায় তাঁহাকে শুশ্রূষা করিত না। হতভাগ্য ভিক্ষু যে বিহারে বাস করিতেছিলেন, জগতপূজ্য বুদ্ধ সেখানে আগমন করিলেন; ব্যাধির বিবরণ অবগত হইয়া বুদ্ধ গরম জল আনিতে আদেশ দিয়া নিজ হস্তে রোগীর ক্ষত ধৌত করিয়া দিবার জন্য তাহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া শিষ্যবর্গকে কহিলেন:

“দরিদ্রের সহায় হইবার জন্য, অরক্ষিতের রক্ষার জন্য, ব্যধিগ্রস্তের শুশ্রূষার জন্য, তাহারা ধর্মে বিশ্বাসবান হউক বা না হউক, অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দিবার জন্য ও মোহাচ্ছন্নকে মোহমুক্ত করিবার জন্য, পিতৃমাতৃহীন ও বৃদ্ধের অধিকার সমর্থনের জন্য এবং ঐ সকল ধর্মের দ্বারা অপরের দৃষ্টান্তস্বরূপ হইবার জন্য তথাগত জগতে আসিয়াছেন। উহাই তাঁহার কর্মের পরিসমাপ্তি, এবং এইরূপে নদীসমূহ যেরূপ সমুদ্রে বিলীন হয়, তিনিও সেইরূপ জীবনের মহৎ লক্ষ্যে উপনীত হন।”

জগতপূজ্য যতদিন ঐ স্থানে রহিলেন ততদিন পীড়িত ভিক্ষুর সেবা করিলেন। এক দিন নগরের শাসনকর্তা সম্মান প্রদর্শনার্থ বুদ্ধের নিকট আসিয়া বিহারে তাঁহার সেবাকাহিনী শুনিয়া পীড়িত ভিক্ষুর পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত শুনিতে বাসনা প্রকাশ করিলে বুদ্ধ কহিলেন:

“অতীতকালে একজন দুষ্ট রাজা ছিলেন। তিনি বলপূর্বক প্রজাবর্গের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিতেন; একদিন তিনি একজন পদস্থ ব্যক্তিকে বেত্রাঘাত

করিবার জন্য এক কর্মচারীকে আদেশ দিলেন। রাজাদেশ পালনে অপরের যন্ত্রণার কথা কিছুমাত্র না ভাবিয়া কর্মচারী আদেশ পালন করিলেন, কিন্তু দণ্ডিত ব্যক্তি ক্ষমাপ্রার্থী হইলে তিনি দয়ার্দ্র হইয়া অল্প জোরে বেত্র প্রয়োগ করিলেন। ঐ নৃপতি পরে দেবদত্তরূপে জন্মগ্রহণ করেন, যে দেবদত্ত স্বীয় অনুচরবর্গ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন, কারণ তাহারা তাঁহার কঠোর শাসনের বশ্যতা স্বীকার করিতে অসম্মত হইয়াছিল, এবং যিনি পরিশেষে দুর্দশাগ্রস্ত ও অনুশোচনায় পূর্ণ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। কর্মচারীই পীড়িত ভিক্ষু, তিনি বিহারে সঙ্ঘভুক্ত ভ্রাতৃগণের প্রতি অসদ্ব্যবহারের জন্য বিপদের সময় অসহায়। যে পদস্থ ব্যক্তি ক্ষমাপ্রার্থী হইয়াছিলেন তিনিই বোধিসত্ত্ব; তিনিই তথাগতরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হতভাগ্য ভিক্ষুর সেবা করাই এখন আমার কর্ম; কারণ সে আমার প্রতি দয়া করিয়াছিল।"

তৎপরে জগৎপূজ্য পুনরায় কহিলেন: "যে নিরীহকে যন্ত্রণা দেয় কিম্বা নির্দোষীকে অভিযুক্ত করে, সে দশবিধ মহৎ দুঃখের একটির অধিকারী হইবে। কিন্তু যিনি ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিবেন তিনি নির্মল হইয়া অপরের ক্লেশ মোচনে সহায়তা করিবেন।"

পীড়িত ভিক্ষু এই কাহিনী শুনিয়া বুদ্ধের নিকট স্বীয় উগ্র প্রকৃতি স্বীকার করিয়া অনুতাপ প্রকাশ পূর্ব্বক পাপবিমুক্ত চিত্তে তাঁহার নিকট প্রণতি করিল।

অন্তিম কাল

মঙ্গলপ্রদ বিধি

মহাপুরুষ যখন রাজগৃহ নগরের নিকটস্থ গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন মগধের রাজা অজাতশত্রু বিম্বিসারের স্থলে রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি বৃজিদিগকে* আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিয়া প্রধান মন্ত্রী বর্ষকারকে কহিলেন: "আমি বৃজিদিগকে উচ্ছন্ন করিব, তাহারা যতই পরাক্রান্ত হউক। আমি বৃজিদিগকে ধ্বংস করিব; তাহাদের সর্ব্বনাশের চূড়ান্ত করিব। ব্রাহ্মণ, তুমি এইবার বুদ্ধের নিকট যাও; আমার নাম করিয়া

* বৃজি—জাতি বিশেষের নাম। উহারা মগধের নিকটবর্তী স্থানসমূহে বাস করিত।

তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিবে এবং আমার উদ্দেশ্য তাঁহাকে কহিবে। বুদ্ধ যাহা কহিবেন তাহা উত্তমরূপে স্মরণ রাখিয়া আমার নিকট বিবৃত করিবে, যেহেতু বুদ্ধগণ কখনই অসত্য কহেন না।"

বর্ষকার বুদ্ধকে অভিবাদন করিয়া রাজবার্তা তাঁহার নিকট জ্ঞাপন করিলেন। মাননীয় আনন্দ মহাপুরুষের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। তখন বুদ্ধ কহিলেনঃ "আনন্দ, তুমি শুনিয়াছ কি যে বৃজিগণ প্রায়শই জনসাধারণের অবাধ সম্মিলনের অনুষ্ঠান করেন।"

আনন্দ উত্তর করিলেন, "দেব, আমি শুনিয়াছি।"

মহাপুরুষ কহিলেন, "আনন্দ, যতদিন বৃজিগণ এইরূপ জনসাধারণের অবাধ সম্মিলনের অনুষ্ঠান করিবেন, ততদিন তাহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা। যতদিন তাহাদের মিলনে ঐক্য আছে, যতদিন তাহারা বয়োবৃদ্ধের সম্মান করিবে, স্ত্রীজাতির সম্মান করিবে, যতদিন তাহারা ধর্মানুরক্ত হইয়া যথোপযুক্ত আচারসমূহ পালন করিবে, যতদিন তাহারা ভিক্ষুগণের রক্ষা, সমর্থন ও ভরণপোষণে রত থাকিবে, ততদিন তাহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।"

অতঃপর বর্ষকারকে সম্বোধন করিয়া বুদ্ধ কহিলেন: "ব্রাহ্মণ, যতদিন আমি বৈশালীতে ছিলাম ততদিন আমি বৃজিগণকে শুভপ্রদ বিধি সম্বন্ধে এই শিক্ষা দিয়াছিলাম যে, যতদিন তাহারা সদুপদেশের অনুবর্তী হইবে, যতদিন সৎপথে থাকিবে, যতদিন ধর্মপরায়ণতার নির্দেশ পালন করিবে, ততদিন তাহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।"

রাজদূত চলিয়া গেলে বুদ্ধ রাজগৃহের নিকটস্থ ভিক্ষুগণকে উপাসনা মন্দিরে একত্রিত করিয়া কহিলেন:

"ভিক্ষুগণ, সম্প্রদায় বিশেষের মঙ্গলের জন্য যে সকল বিধির প্রয়োজন আমি তাহা ব্যক্ত করিতেছি। মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর।

"ভিক্ষুগণ, সঙ্ঘভুক্ত ভ্রাতৃগণ যতদিন নিয়মিতরূপে অবাধ সমবেতের ব্যবস্থা করিয়া ঐক্যের সহিত সঙ্ঘের কর্মাবলীর তত্ত্বাবধান করিবেন, যতদিন তাঁহারা যাহা অভিজ্ঞতা দ্বারা শুভ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে তাহার প্রত্যাহার করিবেন না এবং সযত্নে পরীক্ষিত নিয়মাবলী ব্যতীত অন্য কিছুরই প্রবর্তন করিবেন না, যতদিন তাঁহাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠগণ ন্যায়বান রহিবেন, যতদিন ভ্রাতৃগণ বয়োবৃদ্ধগণের যথোপযুক্ত সম্মান ও সমর্থন করিবেন, তাঁহাদের উপদেশ

শ্রবণ করিবেন, যতদিন তাঁহারা তৃষ্ণার বশবর্তী না হইয়া ধর্মের মঙ্গলে তৃপ্ত হইবেন এবং এইরূপে সাধুপুরুষগণকে তাঁহাদের নিকট আসিয়া বাস করিতে উৎসাহিত করিবেন, যতদিন তাঁহারা আলস্য ও জড়তার প্রশ্রয় না দিবেন, যতদিন তাঁহারা মানসিক তৎপরতার সপ্তবিধ উচ্চতর জ্ঞানের অনুশীলনে রত থাকিয়া, সত্য, অন্তর্বল, আনন্দ, বিনয়, সংযম, গভীর চিন্তা ও চিত্তের নির্বিকার অবস্থা পাইবার প্রচেষ্টায় রত থাকিবেন, ততদিন সঙ্ঘের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।

"অতএব ভিক্ষুগণ, বিশ্বাসপূর্ণ হও, বিনয়ী হও, পাপকে পরিহার কর, জ্ঞানান্বেষী হও, উদ্যমে শক্তি প্রয়োগ কর, চিন্তাশীল হও, জ্ঞানপূর্ণ হও।"

মহাপুরুষ যখন গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন, ঐ সময় তিনি সঙ্ঘভুক্ত ভ্রাতৃগণের সহিত সাধু আচরণ সম্বন্ধে সুদীর্ঘ কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ উপলক্ষে তিনি যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা সমস্ত দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পুনরাবৃত্ত হইয়াছিল।

কথোপকথন সমাপ্তির পর তিনি কহিলেন:

"সাধু আচরণ ঐকান্তিক ধ্যানের সহিত মিলিত হইলে অতিশয় শুভপ্রদায়ী মহৎ ফল প্রসব করে।

"প্রজ্ঞা ঐকান্তিক ধ্যানের সহিত মিলিত হইলে অতিশয় শুভপ্রদায়ী মহৎ ফল প্রসব করে।

"মন জ্ঞানের সহিত মিলিত হইলে ভোগাসক্তি, স্বার্থপরতা, মোহ এবং অবিদ্যা হইতে মুক্ত হয়।"

শারীপুত্রের শ্রদ্ধা

মহাপুরুষ বহুসংখ্যক ভিক্ষুর সহিত নালন্দায় গমন করিয়া তথায় একটি আম্রকুঞ্জে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় পূজনীয় শারীপুত্র তথায় আসিয়া বুদ্ধকে অভিবাদন পূর্বক উপবেশন করিয়া কহিলেন: "দেব, আমি আপনার প্রতি এতই শ্রদ্ধাবান যে, আমার মতে উচ্চতর জ্ঞান সম্বন্ধে আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কখনও কেহই ছিল না, কখনও হইবে না এবং এখনও নাই।"

মহাপুরুষ উত্তর করিলেন: "শারীপুত্র, তোমার বাক্য সুন্দর ও স্পষ্ট; উহা

সত্যই ভাবাবেশের গান; তুমি তাহা হইলে অতীতকালে যে সকল মহাপুরুষেরা পবিত্র বুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকেই জান ?”

শারীপুত্র কহিলেন, “না, দেব।”

মহাপুরুষ পুনরপি কহিলেন: “তাহা হইলে দূর ভবিষ্যতে যে সকল মহাপুরুষেরা পবিত্র বুদ্ধ হইবেন, তুমি তাঁহাদের সকলকেই উপলব্ধি করিয়াছ ?”

“না, প্রভু।”

“শারীপুত্র, তাহা হইলে অন্ততঃ বর্তমানে জীবিত বুদ্ধ আমাকে তুমি জান এবং আমার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছ।”

“দেব, তাহাও নয়।”

“শারীপুত্র, তুমি অতীত বুদ্ধগণকেও জান না; ভবিষ্যতের বুদ্ধদিগকেও জান না; কিরূপে তুমি এত মহৎ ও স্পষ্ট উক্তি করিলে ? কিরূপে তোমার এরূপ ভাবাবেশ গীত হইল ?”

“দেব! আমি অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান বুদ্ধদিগকে জানি না। কিন্তু আমি অটুট বিশ্বাসের ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান। মনে করুন কোন রাজ্যের সীমান্তে স্থিত নগরী সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গঠিত, দুর্ভেদ্য প্রাচীর বেষ্টিত, উহার মাত্র একটি দ্বার; রাজা সেখানে বন্ধু ভিন্ন অপর সকলের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিবার জন্য চতুর, দক্ষ এবং বুদ্ধিমান প্রহরী রাখিয়াছেন। রাজা নগরাভিমুখী পথগুলি পরিদর্শনে যাইয়া দুর্গ প্রাকারের কোথায়ও এমন কোনও ছিদ্রাদি হয়ত দেখিতে পাইবেন না, যেখান দিয়া বিড়ালের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র প্রাণীও বাহির হইতে পারে। তাহা অবশ্য সম্ভব। তথাপি বৃহত্তর প্রাণীগণ, যাহারা নগরে প্রবেশ করিবে কিম্বা নগর ত্যাগ করিবে, তাহাদিগকে মাত্র ঐ একটি দ্বার ব্যবহার করিতে হইবে। আমিও এই প্রকারেই বিশ্বাসের ভিত্তিতে দণ্ডায়মান। আমি জানি যে অতীত বুদ্ধেরা কামনা, দ্বেষ, আলস্য, অহঙ্কার ও সংশয় পরিহার করিয়া, যে সকল চিত্তবৃত্তি মনুষ্যকে দুর্বল করে তাহাদিগকে অবগত হইয়া, চতুর্বিধ ধ্যানে মনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া, উচ্চতর সপ্তবিধ প্রজ্ঞার সর্বথা অনুশীলন করিয়া পূর্ণত্বের ফল আস্বাদন করিয়াছেন। আমি ইহাও জানি যে ভবিষ্যৎ বুদ্ধেরাও উহাই করিবেন। এবং ইহাও অবগত আছি যে, পুণ্যপুরুষ বর্তমান বুদ্ধ বর্তমানে উহাই করিয়াছেন।”

বুদ্ধ কহিলেন, “শারীপুত্র, তোমার শ্রদ্ধা অসীম, কিন্তু সাবধান, যেন ইহার যথার্থ উপলব্ধি হয়।”

পাটলীপুত্র

পুণ্যপুরুষ নালন্দায় ইচ্ছানুরূপ অবস্থানের পর মগধের সীমান্ত নগর পাটলীপুত্রে গমন করিলে, ঐস্থানের শিষ্যবর্গ তাঁহার আগমন বার্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের গ্রাম্য বিশ্রামগৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন। মহাপুরুষ পদোচিত পরিচ্ছদ পরিধান পূর্বক ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া অপরাপর ভিক্ষুদিগের সহিত বিশ্রামাগারে গমন করিলেন। তথায় তিনি পাদ প্রক্ষালন করিয়া সভাকক্ষে প্রবেশপূর্বক মধ্যস্থলে স্থিত স্তম্ভে পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিয়া পূর্বমুখী হইয়া উপবেশন করিলেন। অন্যান্য ভিক্ষুগণও ঐরূপে সভাকক্ষে প্রবেশ পূর্বক পশ্চিমস্থ ভিত্তি পশ্চাতে রাখিয়া পূর্বমুখী হইয়া মহাপুরুষেব চতুঃপার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। পাটলীপুত্রের সংসারী শিষ্যগণও ঐ প্রকারে সভাকক্ষে প্রবেশ পূর্বক পূর্বদিকস্থ ভিত্তি পশ্চাতে রাখিয়া পশ্চিমমুখী হইয়া বুদ্ধের সম্মুখে উপবিষ্ট হইলেন।

তৎপরে মহাপুরুষ পাটলীপুত্রের গৃহস্থ শিষ্যবর্গকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন :

"গৃহস্থগণ, গর্হিত আচরণের জন্য অপকারকের ক্ষতি পঞ্চবিধ। প্রথমতঃ, কুটিল অপকারক স্বীয় জড়তার জন্য দারিদ্র্যের আতিশয্যে উপনীত হয়; দ্বিতীয়তঃ, তাহার অখ্যাতি চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়; তৃতীয়তঃ, সে যে সমাজেই প্রবেশ করুক, তাহা ব্রাহ্মণদিগেরই হউক, কিম্বা অভিজাতবর্গের কুলপ্রধান-দিগের বা শ্রমণদিগেরই হউক, তথায় সে সঙ্কুচিত ও হতবুদ্ধি হইয়া থাকে; চতুর্থতঃ, মৃত্যুকালে সে উদ্বেগপূর্ণ হয়; এবং সর্বশেষে, মৃত্যুর পর দেহের ধ্বংসের অবসানে, তাহার মন দুঃখময় অবস্থায় থাকে। তাহার কর্ম যেখানেই পুনরনুষ্ঠিত হইবে, সেখানেই বেদনা ও সন্তাপ। গৃহস্থগণ, অপকারকের এই পঞ্চবিধ ক্ষতি!

"গৃহস্থগণ, ঋজুপথাবলম্বী সৎকর্মীর লাভ পঞ্চবিধ। প্রথমতঃ, তিনি স্বীয় অধ্যবসায় দ্বারা সম্পত্তি লাভ করেন; দ্বিতীয়তঃ, তৎপরে তাঁহার খ্যাতি চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়; তৃতীয়তঃ, যে সমাজেই তিনি প্রবেশ করুন, তাহা ব্রাহ্মণদিগেরই হউক, কিম্বা অভিজাতবর্গের, কুলপ্রধানদিগের বা শ্রমণদিগেরই হউক, তথায় তিনি আত্মপ্রত্যয় ও ধৃতি সহকারে প্রবেশ করেন; চতুর্থতঃ, তিনি বিনা উদ্বেগে দেহত্যাগ করেন; সর্বশেষে, মৃত্যুর পর শরীরের ধ্বংসাবসানে তাঁহার

চিত্ত সুখময় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাঁহার কর্ম যেখানেই প্রসারিত হউক, সেখানেই পরম মঙ্গল ও শান্তি হইবে। গৃহস্থগণ, সৎকার্যকারীর এই পঞ্চবিধ লাভ।”

শিষ্যবর্গকে এইরূপে শিক্ষাদান ও উৎসাহিত করিয়া তাহাদের আনন্দের বিধান করিতে করিতে রাত্রি অধিক হইলে পুণ্যপুরুষ তাহাদিগকে বিশ্রাম করিতে আদেশ দিয়া কহিলেন, “গৃহস্থগণ, রাত্রি অনেক হইয়াছে। এখন তোমরা যাহা ইচ্ছা করিতে পার।”

পাটলীপুত্রের শিষ্যবর্গ উত্তর করিলেন, “যে আজ্ঞা!” তৎপরে তাঁহারা আসন ত্যাগ করিয়া নতমস্তক হইলেন ও মহাপুরুষকে দক্ষিণে রাখিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

পুণ্যপুরুষ যখন পাটলীপুত্রে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন মগধের নৃপতি পাটলীপুত্রের শাসনকর্তার নিকট নগরের নিরাপত্তার জন্য দুর্গাদি নির্মাণ করাইবার উদ্দেশ্যে দূত প্রেরণ করেন।

মহাপুরুষ শ্রমজীবিদিগকে কর্মনিরত দেখিয়া, নগরের ভবিষ্যত সমৃদ্ধি সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী করিয়া কহিলেনঃ “দুর্গনির্মাণে রত লোকদিগকে দেখিয়া বোধ হয় তাহারা যেন অলৌকিক শক্তির সাহায্যপ্রাপ্ত। সেইহেতু এই পাটলীপুত্র নগরী কর্মনিবিষ্টগণের আবাসভূমি ও সর্ববিধ পণ্যের ক্রয় বিক্রয়ের স্থান হইবে। কিন্তু পাটলীপুত্রের ত্রিবিধ বিপদ আছে—ঐ বিপদ অগ্নি, জল ও কলহ।”

পাটলীপুত্র সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করিয়া নগরের শাসনকর্তা অতীব প্রীত হইলেন ও নগরের যে প্রবেশদ্বার দিয়া বুদ্ধ গঙ্গানদীর দিকে গিয়াছিলেন, সেই দ্বারের নাম রাখিলেন “গৌতম দ্বার”।

ইত্যবসরে গঙ্গার তীরবর্তী স্থানসমূহের বহুসংখ্যক অধিবাসী জগতপতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য উপনীত হইল; অনেকে তাহাদের নৌকাযোগে উত্তরণ পূর্বক তাহাদিগকে কৃতার্থ করিবার জন্য তাঁহার নিকট আবেদন করিল। কিন্তু পুণ্যপুরুষ নৌকার সংখ্যা ও তাহাদের সৌন্দর্য চিন্তা করিয়া পক্ষপাতিত্ব করিতে ইচ্ছা করিলেন না, কারণ একের নিমন্ত্রণ গ্রহণে অপরের অসন্তুষ্টি হয়। তজ্জন্য তিনি বিনা নৌকায় নদী উত্তরণ করিয়া দেখাইলেন যে, কঠোর তপশ্চর্যার ভেলা এবং অনুষ্ঠানাদির সুসজ্জিত প্রমোদ নৌকা সংসার সমুদ্রের ঝটিকা অতিক্রমে অসমর্থ, কিন্তু তথাগত শুষ্কপদে ঐ সমুদ্রের উপর চলিতে সমর্থ।

এইরূপ নগরের দ্বার যেরূপ তথাগতের নাম বহন করিল, সেইরূপ নদীর এই স্থানটিও জনগণ বুদ্ধের নামে অভিহিত করিল।

সত্যের মুকুর

পুণ্যপুরুষ বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমভিব্যাহারে নাদিক নামক গ্রামে গিয়া তথায় "ইষ্টক মন্দির" নামক বিহারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পূজ্যপাদ আনন্দ তাঁহার নিকট গিয়া মৃত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাহাদের মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থার কথা সোদ্বেগে জিজ্ঞাসা করিলেন—তাহারা প্রাণীজগতে পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছে কিম্বা নরকে, কিম্বা প্রেতরূপে কিম্বা অপর কোন দুঃখময় স্থানে।

আনন্দের প্রশ্নের উত্তরে পুণ্যপুরুষ কহিলেন ঃ

"যাহারা কামনা, লোভ ও আত্মাভিমান প্রণোদিত জীবনে আসক্তি—এই ত্রিবিধ বন্ধনের সম্পূর্ণ নাশ করিয়া মৃত হইয়াছে, মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থার জন্য তাহাদের ভয়ের কোন কারণ নাই। ক্লেশদায়ক পুনর্জন্ম তাহাদের জন্য নয়; তাহাদের চিত্ত দুষ্ক্রিয়া কিম্বা পাপরূপ কর্মরূপে পুনরায় কর্মশীল হইবে না, তাহাদের চরম মুক্তি নিশ্চিত।

"মৃত্যুর পর তাহাদের সুচিন্তা, তাহাদের ধর্মানুমোদিত আচরণ এবং সত্য ও পবিত্রতাজনিত পরম শান্তি ব্যতীত তাহাদের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। নদীসমূহ অবশেষে যেরূপ দূর সমুদ্রে উপনীত হইবে, সেইরূপ তাহাদের চিত্তও উচ্চতর জন্মান্তর লাভ করিয়া সত্যের মহাসমুদ্ররূপ চরম লক্ষ্যের দিকে উত্তরোত্তর ধাবিত হইবে—ঐ লক্ষ্য নির্বাণের অনন্ত শান্তি।

"মনুষ্য মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থার জন্য চিন্তিত; কিন্তু আনন্দ, মানুষ যে মরিবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। যাহাই হউক, তুমি যে মৃতের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ এবং সত্য জ্ঞাত হইয়াও তাহাদের জন্য চিন্তিত, ইহা পুণ্যপুরুষের নিকট বিরক্তিকর। তজ্জন্য আমি তোমার নিকট সত্যের মুকুরের বর্ণনা করিতেছি ঃ

"নরক এবং প্রাণীজগতে, কিম্বা প্রেতলোকে, কিম্বা অপর কোন দুঃখময় স্থানে পুনর্জন্মের সম্ভাবনা আমি বিনষ্ট করিয়াছি। আমি রূপান্তরিত; ক্লেশদায়ক পুনর্জন্ম আমার আর হইতে পারে না, আমার চরম মুক্তি নিশ্চিত।

"অতঃপর আনন্দ, এই সত্যের মুকুর কি? পুণ্যপুরুষকে পবিত্রতার আধার, সম্যক সম্বুদ্ধ, জ্ঞানী, সুখী, সর্বজ্ঞ, সর্বপ্রধান, মনুষ্যের উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তকে সংযতকারী, দেব ও মনুষ্যের শিক্ষক, পুণ্যময় বুদ্ধরূপে বিশ্বাস করিয়া শীর্ষস্থানীয় শিষ্যের বুদ্ধের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার জ্ঞানই এই সত্যের মুকুর।

"পুনশ্চ, সত্যকে জগতের মঙ্গলের জন্য পুণ্যপুরুষ কর্তৃক ঘোষিত, সর্বজগতকে সাদরে আহ্বানকারী, জ্ঞানীগণ স্ব স্ব চেষ্টায় সত্যের সাহায্যে যে চরম মুক্তিলাভ করেন ঐ মুক্তিপ্রদায়ী ইহা বিশ্বাস করিয়া উক্ত শিষ্যপ্রধানের সত্যে প্রগাঢ় আস্থার জ্ঞানই সত্যের মুকুর।

"সর্বশেষে, মহান অষ্টাঙ্গ মার্গে বিচরণের জন্য ব্যাকুল সঙ্ঘভুক্ত স্ত্রী পুরুষের একতার উপকারিতার প্রতি বিশ্বাসবান হইয়া,, বুদ্ধ, সাধুগণ, সমদর্শীগণ এবং ধর্মানুবর্তীগণ কর্তৃক নির্মিত এই ধর্মসমাজ সম্মান, আতিথ্য, দান ও ভক্তির যোগ্য; ঐ সমাজ এই জগতে সুকৃতির সর্বোৎকৃষ্ট বপনক্ষেত্র; যে সমুদয় গুণ সাধুগণ কর্তৃক আদৃত, যাহা অটুট, অখণ্ড, নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষ, যাহা মনুষ্যকে প্রকৃত স্বাধীনতা দান করে, যাহা জ্ঞানীগণ কর্তৃক প্রশংসিত, যাহা বর্তমান কিম্বা ভবিষ্যত জীবনে স্বার্থ পূর্ণ লক্ষ্যের বাসনায় কিম্বা বাহ্যিক অনুষ্ঠানের উপকারিতার বিশ্বাসে অমলিন, যাহা উচ্চ ও পবিত্র চিন্তার অনুশীলনে সাহায্যকারী, উক্ত সমাজ এই সকল গুণ সমন্বিত, ইহাতে বিশ্বাসবান হইয়া উক্ত শিষ্য প্রধানের সঙ্ঘের প্রতি প্রগাঢ় আস্থার জ্ঞানই সত্যের মুকুর।

"যে জ্ঞান সর্বপ্রাণীর সাধারণ লক্ষ্য ঐ জ্ঞান লাভ করিবার সর্বাপেক্ষা ঋজুপথ এই সত্যের মুকুর। সত্যের মুকুর যাঁহার হস্তগত হইয়াছে, তিনি ভয়মুক্ত, জীবনের শোকতাপে তিনি সান্ত্বনা পাইবেন, তাঁহার জীবন অপরাপর প্রাণীর মঙ্গলবিধায়ক হইবে।"

অম্বপালী

তৎপরে পুণ্যপুরুষ বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমভিব্যাহারে বৈশালীতে গমন পূর্বক অম্বপালী নামক ধনী বারনারীর উদ্যানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তিনি ভিক্ষুদিগকে কহিলেন: "ভিক্ষু সতর্ক ও চিন্তাশীল হইবেন। তিনি জীবিতকালে দৈহিক আকাঙ্ক্ষা জনিত দুঃখ, ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ হইতে উদ্ভূত কামনা এবং ভ্রমাত্মক বিচার হইতে মুক্ত হইবেন। তিনি যে কার্যেই হস্তক্ষেপ

করুন, উহা যেন সম্পূর্ণ ক্ষেত্রোচিত রূপে অনুষ্ঠিত হয়। পানে ও আহারে, পাদচারণায় কিম্বা দণ্ডায়মান অবস্থায়, নিদ্রায় কিম্বা জাগরণে, বাক্যে কিম্বা মৌন অবস্থায় তিনি বিমৃষ্যকারী হইবেন।"

বারনারী অম্বপালী শুনিল যে পুণ্যপুরুষ আসিয়া তাহার আম্রকুঞ্জে অবস্থান করিতেছেন; সে শকটারোহণে, ভূমি যতদূর যানাদির গতির পক্ষে উপযুক্ত, ততদূর গিয়া সেখানে অবতরণ করিল। তথা হইতে পুণ্যপুরুষ যেখানে বিরাজ করিতেছিলেন পদব্রজে তথায় গিয়া সসম্মানে এক পার্শ্বে উপবেশন করিল। বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক তাহার ধর্ম সংক্রান্ত কর্তব্যপালনে যেরূপ গিয়া থাকে, সেও সেইরূপ সামান্য পরিচ্ছদে অলঙ্কার ভূষিতা না হইয়া আগমন করিল, কিন্তু তথাপি তাহাকে সুন্দর দেখাইতেছিল।

পুণ্যপুরুষ চিন্তা করিলেন: "এই স্ত্রীলোক বিষয়াসক্তদিগের মধ্যে বিচরণ করে, সে রাজা ও রাজপুত্রগণ কর্তৃক আদৃতা; তথাপি তাহার অন্তঃকরণ স্থির ও শান্ত। বয়সে তরুণ, ধনী ও বিলাসবেষ্টিতা হইয়াও সে বিচারশক্তি সম্পন্ন ও স্থিরসংকল্প। জগতে প্রকৃতই ইহা বিরল। স্ত্রীলোকের বুদ্ধি সাধারণতঃ অল্প, তাহারা বৃথা আড়ম্বরে গভীর রূপে আসক্ত; কিন্তু এই স্ত্রীলোক বিলাসের মধ্যে বাস করিয়াও শিক্ষকের উপযুক্ত জ্ঞান লাভ করিয়াছে, সে ধর্মানুরাগে প্রীতি অনুভব করে ও সত্যকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে সমর্থ।"

সে আসন গ্রহণ করিলে পুণ্যপুরুষ তাহাকে ধর্মালোচনা দ্বারা উপদিষ্ট, উৎসাহিত, হর্ষান্বিত করিলেন।

বুদ্ধের বাণী শ্রবণ করিয়া তাহার মুখমণ্ডলে আনন্দের জ্যোতি উদ্ভাসিত হইল। তৎপরে সে উত্থাপন করিয়া পুণ্যপুরুষকে কহিল: "পুণ্যপুরুষ, সমগ্র ভিক্ষুবর্গের সহিত আগামী কল্য আমার গৃহে আহার করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিবেন কি?" পুণ্যপুরুষ মৌন দ্বারা সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

রাজবংশোদ্ভূত ধনী লিচ্ছবিগণ পুণ্যপুরুষ বৈশালীতে আসিয়া অম্বপালীর আম্রকুঞ্জে অবস্থান করিতেছেন জ্ঞাত হইয়া, তাহাদের সুসজ্জিত শকটে আরোহণ করিয়া অনুচরবর্গের সহিত পুণ্যপুরুষ যেস্থানে বিরাজ করিতেছিলেন তথায় অগ্রসর হইল। তাহারা নানা বর্ণরঞ্জিত বহুমূল্য বসন ও রত্নাদিতে ভূষিত হইয়াছিল।

অম্বপালী স্বীয় শকটে আরোহণ করিয়া লিচ্ছবিদিগের মধ্যে যে তরুণবয়স্ক তাহার যানের পার্শ্বে উপস্থিত হইল, শকটদ্বয় নৈকট্যহেতু পরস্পরকে স্পর্শ

করিতেছিল। যুবক লিচ্ছবি বারনারী অম্বপালিকে কহিল: "অম্বপালী, তুমি যে এইরূপ অতর্কিতে আমাদের পার্শ্বে শকট চালনা করিলে, ইহার অর্থ কি?"

সে উত্তর করিল, "প্রভু, আমি পুণ্যপুরুষ ও ভিক্ষুগণকে আগামী কল্য আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছি।"

রাজপুত্রগণ কহিল: "অম্বপালী! লক্ষমুদ্রার বিনিময়ে এই নিমন্ত্রণ আমাদের নিকট বিক্রয় কর।"

"প্রভু, আপনারা সমগ্র বৈশালী, অধীনস্থ সমস্ত রাজ্যসমূহের সহিত, আমাকে দান করিলেও এই বৃহৎ সম্মান আমি বিক্রয় করিব না!"

তৎপরে লিচ্ছবিগণ অম্বপালীর কুঞ্জে গমন করিল।

দূরে লিচ্ছবিদিগকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া পুণ্যপুরুষ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন: "ভিক্ষুগণ, তোমাদের মধ্যে যাহারা কখনও দেব দর্শন কর নাই, তাহারা এই লিচ্ছবিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, রাজপুত্রগণ দেবতাদিগের ন্যায় উজ্জ্বল বসন-ভূষণে সুশোভিত।"

লিচ্ছবিগণ, ভূমি যতদূর যানাদির গতির পক্ষে উপযুক্ত, ততদূর গিয়া তথায় অবতরণ পূর্বক পদব্রজে বুদ্ধ যেখানে অবস্থান করিতেছিলেন সেখানে গিয়া সসম্মানে তাঁহার পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিল। তাহারা উপবেশন করিলে পুণ্যপুরুষ ধর্মালোচনা দ্বারা তাহাদিগকে উপদিষ্ট, উৎসাহিত ও হর্ষান্বিত করিলেন।

তৎপরে তাহারা পুণ্যপুরুষকে সম্বোধন করিয়া কহিল: "পুণ্যপুরুষ! ভিক্ষুগণের সহিত আগামী কল্য আমাদিগের গৃহে আহার করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন কি?"

পুণ্যপুরুষ কহিলেন, "লিচ্ছবিগণ, আমি অম্বপালীর গৃহে কল্য আহার গ্রহণ করিব বলিয়া তাহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছি।"

অতঃপর লিচ্ছবিগণ পুণ্যপুরুষের বাক্যের অনুমোদন করিয়া আসন ত্যাগ পূর্বক তাঁহাকে প্রণাম করিল ও চলিয়া যাইবার সময় তাঁহাকে দক্ষিণে রাখিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল; কিন্তু গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহারা হতাশ হইয়া কহিল: "একজন সংসারাসক্ত স্ত্রীলোক আমাদিগকে পরাভূত করিয়াছে; একজন তুচ্ছ স্ত্রীলোক কর্তৃক আমরা পরাজিত।"

প্রত্যূষে পুণ্যপুরুষ উপযুক্ত বসন পরিধান পূর্বক ভিক্ষাপাত্র হস্তে ভিক্ষুগণের সহিত অম্বপালীর গৃহে গমন করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া

তাঁহারা নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। বারনারী অম্বপালী সশিষ্য বুদ্ধের সম্মুখে সুমিষ্ট অন্ন ও পিষ্টকাদি রক্ষা করিয়া নিমন্ত্রিতবর্গের পরিতৃপ্তি পর্যন্ত তাঁহাদের পরিচর্যায় রত রহিলেন।

পুণ্য-পুরুষের ভোজন সমাপ্ত হইলে অম্বপালী একটি অনুচ্চ কাষ্ঠাসন আনাইয়া তদুপরি বুদ্ধের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন: "দেব, বুদ্ধ যে ভিক্ষু সঙ্ঘের প্রধান, সেই ভিক্ষু-সঙ্ঘকে আমি এই প্রাসাদ উপহার দিতেছি।" পুণ্য-পুরুষ ঐ দান গ্রহণ করিলেন, এবং ধর্মোপদেশ দ্বারা দাতৃকে উপদিষ্ট, উৎসাহিত ও হর্ষান্বিত করিয়া আসন ত্যাগ পূর্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বুদ্ধের বিদায় সম্ভাষণ

অম্বপালীর কুঞ্জে ইচ্ছামত অবস্থানের পর পুণ্যপুরুষ বৈশালীর নিকটস্থ বেলুব নামক স্থানে গমন করিলেন। ঐ স্থানে তিনি ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন: "ভিক্ষুগণ, বর্ষার স্থিতিকাল পর্যন্ত তোমরা বৈশালীর নিকটস্থ স্থানসমূহে, যেখানে তোমাদের মিত্র ও ঘনিষ্ঠ সহচর বর্গ বাস করেন, আশ্রয় লও। আমি এই বেলুবে বর্ষা অতিবাহিত করিব।"

বর্ষা আগত হইলে পুণ্যপুরুষ মারাত্মক যন্ত্রণাদায়ক এক ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইলেন। কিন্তু তিনি সতর্ক ও শান্তভাবে উহা নীরবে সহ্য করিলেন।

তৎপরে পুণ্য-পুরুষের মনে এই চিন্তার উদয় হইল, "ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিবার পূর্বে তাহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ না করিয়া প্রাণ ত্যাগ করা উচিত হইবে না। ইচ্ছাশক্তির প্রবল প্রয়োগ দ্বারা আমি এই ব্যাধিকে দমন করিয়া, যতদিন নির্দিষ্ট সময় আগত না হয়, ততদিন জীবন রক্ষা করিব।"

পুণ্যপুরুষ প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে ব্যাধি দমন করিয়া নির্দিষ্ট সময়ের আগমনের প্রতিক্ষায় জীবনকে আয়ত্তাধীনে রাখিলেন।

এইরূপে তিনি সুস্থ হইতে আরম্ভ করিলেন; সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া তিনি আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া উন্মুক্ত বায়ুতে উপবেশন করিলেন। পূজ্যপাদ আনন্দ বহুসংখ্যক শিষ্যের সহিত বুদ্ধের নিকট আগত হইয়া তাঁহাকে

অভিবাদন পূর্বক সসম্মানে এক পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিয়া কহিলেন: "দেব, আমি পুণ্যপুরুষকে সুস্থ দেহে দেখিয়াছি, তাঁহার ক্লিষ্ট দেহও দেখিয়াছি। যদিও তাঁহার পীড়ার দৃশ্যে আমার দেহ দুর্বল হইয়া লতার ন্যায় হইয়াছিল, পৃথিবী আমার নিকট অন্ধকার হইয়াছিল, মনোবৃত্তিসমূহ ক্ষীণ হইয়াছিল, তথাপি পুণ্যপুরুষ যে অন্ততঃ সঙ্ঘ সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া পর্যন্ত জীবন রক্ষা করিবেন এই চিন্তায় আমি কিয়ৎ পরিমাণ সান্ত্বনা পাইয়াছিলাম।"

পুণ্যপুরুষ সঙ্ঘের উদ্দেশে আনন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন: "আনন্দ, সঙ্ঘ আমার নিকট কি প্রত্যাশা করেন? আমি সত্য প্রচার করিবার সময় বাহ্য ও গুপ্ত মতের প্রভেদ করি নাই; যেহেতু সত্যের সম্বন্ধে, কোন কোন শিক্ষক তাঁহার শিক্ষাকে আংশিক ভাবে গুপ্ত রাখিলেও তথাগত সেরূপ করেন না।

"আনন্দ, ইহা নিশ্চিত যে, যদি এমন কেহ থাকেন যে, তাঁহার ধারণা, 'আমিই সঙ্ঘের নেতৃত্ব করিব,' কিম্বা 'সঙ্ঘ আমার উপর নির্ভর করিবে,' তাহা হইলে তিনিই সঙ্ঘ সম্বন্ধীয় যে কোন বিষয়ে বিধি-বিধান করিবেন। কিন্তু তথাগত এরূপ মনে করেন না যে, তিনিই সঙ্ঘের নেতৃত্ব করিবেন, কিম্বা সঙ্ঘ তাঁহার উপর নির্ভর করিবে।

"তাহা হইলে তথাগত কেন সঙ্ঘের সম্বন্ধে নিয়মের ব্যবস্থা করিবেন?

"আনন্দ, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার বয়স অনেক হইয়াছে, আমার ভ্রমণের অবসান নিকটবর্তী হইতেছে, আমার নির্দিষ্টকাল পূর্ণ হইয়াছে, আমি অশীতি বৎসরে উপনীত হইয়াছি।

"জীর্ণ শকটের গতি যেরূপ কষ্টসাধ্য, সেইরূপ তথাগতের দেহকে রক্ষা করিতে হইলে অতিরিক্ত যত্নের প্রয়োজন।

"আনন্দ, তথাগত যখন বাহ্য জগতের প্রতি মনোনিবেশে বিরত হইয়া শারীরিক লক্ষ্যহীন গভীর আন্তরিক ধ্যানে নিমগ্ন হন, তখনই তথাগতের দেহ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে।

"অতএব, আনন্দ, তোমরা আত্মনির্ভরতা অবলম্বন কর, বাহ্যিক সাহায্যের আশ্রয় লইও না।

"সত্যকে প্রদীপের ন্যায় জ্ঞান করিয়া তাহার অনুবর্তী হও। কেবল মাত্র সত্যে মুক্তির অনুসন্ধান কর। অপরের সাহায্যপ্রার্থী না হইয়া আত্মনির্ভরতার আশ্রয় লও।

"অতঃপর, আনন্দ, ভিক্ষু কি প্রকারে বাহ্যিক সাহায্যের আশ্রয় না লইয়া আত্মনির্ভরতা অবলম্বন করিবেন, সত্যকে প্রদীপের ন্যায় জ্ঞান করিয়া তাহার অনুবর্তী হইবেন, অপরের সাহায্যপ্রার্থী না হইয়া আত্মনির্ভরতাকে আশ্রয় পূর্বক কেবল মাত্র সত্যে মুক্তির অনুসন্ধান করিবেন ?

"আনন্দ, ইহার উত্তর এই যে, ভিক্ষু জীবিতকালে দেহের প্রতি এরূপ আচরণ করিবেন যে, তিনি যেন উদ্যমশীল ও চিন্তাশীল ও সতর্ক হইয়া দৈহিক আকাঙ্ক্ষাজনিত দুঃখকে অতিক্রম করিতে পারেন।

"ইন্দ্রিয় বৃত্তিসমূহের সম্মুখীন হইলে তিনি উহাদের প্রতি এরূপ আচরণ করিবেন যে, তিনি যেন উদ্যমশীল, চিন্তাশীল ও সতর্ক হইয়া ঐ সকল বৃত্তিসমূহ হইতে উদ্ভূত দুঃখকে অতিক্রম করিতে পারেন।

"এইরূপে যখন তিনি চিন্তা কিম্বা বিচার করিবেন, কিম্বা অনুভব করিবেন, তখন নিজের চিন্তাসমূহকে এরূপ ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবেন, যাহাতে তিনি উদ্যম, চিন্তাশীলতা ও সতর্কতা অবলম্বন করিয়া এই জীবনে সংস্কার, কিম্বা তর্ক, কিম্বা অনুভূতি হইতে উদ্ভূত আকাঙ্ক্ষাকে দমন করিতে পারেন।

"যাঁহারা এইক্ষণে কিম্বা আমার মৃত্যুর পর আত্মনির্ভরতাকে আশ্রয় করিয়া, বাহ্যিক সাহায্যের উপর নির্ভর না করিয়া, সত্যকে প্রদীপের ন্যায় জ্ঞান করিয়া তাহার অনুবর্তী হইয়া স্ব স্ব গন্তব্য পথ স্বয়ং আলোকিত করিবেন, আনন্দ, তাঁহারাই আমার ভিক্ষুদিগের মধ্যে সর্বোর্চ্চ স্থান লাভ করিবেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে জ্ঞানপিপাসু হইতে হইবে।"

বুদ্ধের মৃত্যু ঘোষণা

তথাগত আনন্দকে কহিলেন: "আনন্দ, পূর্বে মূর্ত অমঙ্গল মার বুদ্ধকে তিনবার প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

"বোধিসত্ত্ব প্রাসাদ ত্যাগ করিলে মার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে প্রতিরোধ করিয়া কহিল: 'দেব, যাইবেন না। আজ হইতে সাত দিনের মধ্যে সাম্রাজ্য-চক্রের আবির্ভাব হইয়া আপনাকে চারিটি মহাদেশ ও তৎসন্নিহিত দুই সহস্র দ্বীপের সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিবে। অতএব, দেব, আপনি নিবৃত্ত হউন।'

"বোধিসত্ত্ব উত্তর করিলেন: 'সাম্রাজ্য-চক্রের ভাবী আগমন আমি

সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত আছি ; কিন্তু আমি রাজত্ব কামনা করি না। আমি বুদ্ধ হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে আনন্দের ধ্বনিতে পূর্ণ করিব।

"পুনরায়, আনন্দ, তথাগত যখন কঠোর তপশ্চর্যা সমাপ্ত করিয়া স্নানান্তে নিরঞ্জনা নদী ত্যাগ করিতেছিলেন, তখন ঐ মূর্ত অমঙ্গল তাঁহার নিকট আসিয়া কহিল: 'আপনি উপবাসে ক্ষীণ দেহ, মৃত্যু নিকটবর্তী। আপনার প্রয়াসের কি ফল আছে? প্রাণধারণ করুন, আপনি জগতের হিত করণে সমর্থ হইবেন।'

"তথাগত উত্তর করিলেন: 'আলস্যের প্রশ্রয় দাতা দুষ্ট তুমি ; তুমি কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ?'

" 'যদি চিত্ত প্রশান্ততর ও অভিনিবেশ গাঢ়তর হয়, তাহা হইলে দেহের ধ্বংসে কোন ক্ষতি নাই।

" 'এই জগতে জীবনের কি মূল্য? পরাজিত হইয়া জীবিত থাকা অপেক্ষা জয়ী হইয়া মৃত্যু বরণ শ্রেয়ঃ।'

"তৎপরে মার কহিল: 'সাত বৎসর ধরিয়া প্রতি পদে আমি মহাপুরুষের পশ্চাদনুসরণ করিয়াছি, কিন্তু বুদ্ধের কোন ত্রুটি পাই নাই।'

"তৃতীয় বার, আনন্দ, পুণ্যপুরুষ বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পরক্ষণেই যখন নিরঞ্জন নদীর তীরস্থ ন্যগ্রোধ বৃক্ষের তলে বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন প্রলুব্ধকারী তাঁহার নিকট আসিয়াছিল। মূর্ত অমঙ্গল মার বুদ্ধের সমীপে আগমনপূর্বক তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া কহিল: 'দেব জীবনের নিকট বিদায় গ্রহণ করুন! মৃত্যু আলিঙ্গন করুন! পুণ্যপুরুষের তিরোভাবের এই উপযুক্ত সময়।'

"মার এইরূপ কহিলে পুণ্যপুরুষ কহিলেন: 'হে দুষ্ট, যতদিন সঙ্ঘভুক্ত ভ্রাতা, ভগ্নীগণ এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে গৃহস্থ শিষ্যগণ প্রকৃত শ্রোতা না হইবেন, যতদিন তাঁহারা জ্ঞানী ও উপযুক্ত রূপে নিয়ন্ত্রিত, দক্ষ ও সুশিক্ষিত, ধর্মগ্রন্থসমূহে পারদর্শী হইয়া বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর কর্তব্য পালন না করিবেন, উপদেশাবলীর অনুবর্তী হইয়া জীবনে শুদ্ধাচারী না হইবেন—যতদিন তাঁহারা স্বয়ং ধর্মকে আয়ত্ত করিয়া ঐ ধর্ম সম্বন্ধে অপরকে শিক্ষাদান করিতে না পারিবেন, উহা প্রচার করিতে, ঘোষণা করিতে, প্রতিষ্ঠা করিতে, উন্মুক্ত করিতে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যাখ্যা করিতে ও উহার অর্থ সুস্পষ্ট করিতে না পারিবেন—যতদিন তাঁহারা, অপরে মিথ্যা মত প্রচার করিলে, উহাকে পরাভূত

ও বিনষ্ট করিয়া বিস্ময়কর সত্যের দূর দূরান্তরে বিস্তৃতি সাধন করিতে না পারিবেন, ততদিন আমি মরিব না। যতদিন সত্যের বিশুদ্ধ ধর্ম কৃতকার্য, সমৃদ্ধিশালী, দূরবিস্তৃত এবং সম্পূর্ণরূপে লোকপ্রিয় না হইবে—সংক্ষেপে, যতদিন উহা সমগ্র মানব সমাজে সম্যকরূপে ঘোষিত না হইবে, ততদিন আমি মরিব না।'

"এইরূপে মার তিন বার পূর্বে আমার নিকট আগত হইয়াছিল এবং আনন্দ, অদ্য পুনরায় সে আমার নিকট আসিয়া আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া কহিল: 'দেব, জীবনের নিকট বিদায় গ্রহণ করুন।' আনন্দ, তদুত্তরে আমি কহিলাম: 'সুখী হও, তথাগত অনতিবিলম্বে চরম মুক্তি লাভ করিবেন'।"

পূজ্যপাদ আনন্দ পুণ্যপুরুষকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন: "দেব, পুণ্যপুরুষ আপনি! অসংখ্য প্রাণীর মঙ্গল ও সুখের জন্য, জগতের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া, মনুষ্যজাতির হিত ও উপকারের জন্য, অনুগ্রহপূর্বক আমাদের মধ্যে অবস্থান করুন!"

মহাপুরুষ কহিলেন: "আনন্দ, ক্ষান্ত হও, তথাগতকে অনুনয় করিও না!"

পুনরায় দ্বিতীয়বার আনন্দ মহাপুরুষকে উক্ত প্রকারে অনুনয় করিলেন। বুদ্ধ ও পূর্বের ন্যায় উত্তর দিলেন।

পুনরায় তৃতীয়বার পূজ্যপাদ আনন্দ বুদ্ধকে জীবনধারণ করিতে অনুনয় করিলে বুদ্ধ কহিলেন: "আনন্দ, তোমার বিশ্বাস আছে?"

আনন্দ কহিলেন: "আছে।"

পুণ্যপুরুষ আনন্দের কম্পিত চক্ষুরাবরণ দেখিয়া প্রিয় শিষ্যের অন্তরের গভীর বেদনা জ্ঞাত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন: 'আনন্দ, প্রকৃতই তোমার বিশ্বাস আছে?"

আনন্দ কহিলেন: "দেব, আমার বিশ্বাস আছে।"

তৎপরে পুণ্যপুরুষ কহিলেন: "তথাগতের প্রজ্ঞার উপর যখন তোমার আস্থা আছে, তখন তুমি তৃতীয়বার কেন তাঁহাকে বিরক্ত করিতেছ? আমি কি তোমাকে পূর্বে বলি নাই যে, আমাদের অত্যন্ত প্রিয় সকল বস্তুরই স্বভাব এই যে, আমাদিগকে তৎসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে? তবে আনন্দ, কি প্রকারে আমার পক্ষে বাঁচিয়া থাকা সম্ভব, যখন জাত এবং গঠিত বস্তুমাত্রেরই বিনাশের স্বাভাবিক প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান?

"তবে আমার এই দেহ যে ধ্বংস হইবে না তাহা কি প্রকারে সম্ভব? এরূপ অবস্থা অসম্ভব! আনন্দ, এই মরজীবন তথাগত কর্তৃক পরিত্যক্ত, দূরে নিক্ষিপ্ত, বর্জিত ও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।"

তৎপরে পুণ্যপুরুষ আনন্দকে কহিলেন: "আনন্দ, যাও, যে সকল ভিক্ষু বৈশালীর নিকটস্থ স্থানসমূহে অবস্থান করিতেছেন তাঁহাদিগকে সভামণ্ডপে একত্রিত কর।"

এই আদেশ দিয়া পুণ্যপুরুষ সভামণ্ডপে গমনপূর্বক তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। উপবেশনান্তে তিনি ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন:

"ভিক্ষুগণ, সত্য তোমাদিগের নিকট প্রচারিত হইয়াছে। জগতের প্রতি করুণা পরবশ হইয়া, সর্বপ্রাণীর হিত ও উপকারের জন্য, ঐ সত্যকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া উহা কার্যে পরিণত কর, উহাকে ধ্যানের বিষয়ীভূত কর, দেশ দেশান্তরে উহার বিস্তৃতি সাধন কর, যাহাতে বিশুদ্ধ ধর্ম দীর্ঘকাল স্থায়ী ও সযত্নে রক্ষিত হয়, যাহাতে উহা অসংখ্য প্রাণীর মঙ্গল ও কল্যাণে নিয়োজিত হয়।

"নক্ষত্রবিদ্যা ও জ্যোতিষ লক্ষণসমূহ দ্বারা শুভ বা অশুভ ঘটনার পূর্বাভাষ দান, ভবিষ্যৎ শুভ বা অশুভের সূচনা করা, এই সমস্ত নিষিদ্ধ।

"যে ভাবাবেগকে সংযত করিতে পারে না, সে নির্বাণ লাভ করিবে না; অতএব চিত্তের আবেগকে সংযত করিতে হইবে, পার্থিব উত্তেজনা হইতে দূরে থাকিয়া মানসিক প্রশান্তি লাভ করিতে হইবে।

"ক্ষুধার তৃপ্তির জন্য খাদ্য গ্রহণ করিবে, তৃষ্ণার শান্তির জন্য পানীয় গ্রহণ করিবে। পুষ্পের সৌরভ নষ্ট না করিয়া এবং উহাকে অবিকৃত রাখিয়া প্রজাপতি যেরূপ পুষ্প হইতে মধু আহরণ করে, সেইরূপ জীবনের প্রয়োজনের তৃপ্তিসাধন করিবে।

"ভিক্ষুগণ, চতুরঙ্গ সত্যের যথাযথ জ্ঞান ও অনুধাবনের অভাবে আমরা সকলেই এতদিন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পুনর্জন্মের দীর্ঘ পথে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে সত্যের দর্শন পাইয়াছি।

"যে একনিষ্ঠ ধ্যান আমি তোমাদিকে শিক্ষা দিয়াছি, ঐ ধ্যান অভ্যাস করিও। পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ক্ষান্ত হইবে না। নৈতিক শক্তির উৎকর্ষ সাধন করিবে। আধ্যাত্মিক জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি সবল রাখিবে। সপ্তবিধ জ্ঞান যখন

তোমাদের চিত্তকে আলোকিত করিবে, তখন তোমরা নির্বাণের পথপ্রদর্শী অষ্টাঙ্গ মার্গ দেখিতে পাইবে।

"দেখ ভিক্ষুগণ, অনতিবিলম্বে তথাগতের নির্বাণ লাভ হইবে। এক্ষণে আমার এই বাক্যে তোমরা উৎসাহিত হও 'যাহা কিছু উপাদানীভূত তাহাই জীর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় বিযুক্ত অবস্থায় পরিণত হইবে'। যাহা অবিনাশী তোমরা তাহারই অনুসন্ধানে রত হইয়া মুক্তির পথ পরিষ্কৃত কর।"

কর্মকার চুন্দ

পুণ্যপুরুষ পাবা নামক স্থানে গমন করিলেন।

কর্মকার চুন্দ, পুণ্যপুরুষ পাবাতে আসিয়া তাঁহার আম্রকুঞ্জে অবস্থান করিতেছেন শুনিয়া তাঁহার নিকট আগত হইয়া ভক্তিভরে তাঁহাকে সশিষ্য তাহার গৃহে আহার করিতে নিমন্ত্রণ করিল। চুন্দ অন্ন পিষ্টক ও শুষ্ক শূকর মাংসের ব্যঞ্জনের আয়োজন করিল।

কর্মকার চুন্দ কর্তৃক প্রস্তুত খাদ্য গ্রহণ করিয়া পুণ্যপুরুষ ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইলেন, মারাত্মক তীব্র যাতনা তাঁহাকে ক্লিষ্ট করিল। কিন্তু তিনি সতর্কতা ও ধৈর্য সহকারে নীরবে উহা সহ্য করিলেন।

পুণ্যপুরুষ পূজ্যপাদ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন: "আনন্দ, চল আমরা কুশীনগরে যাই।"

পথিমধ্যে পুণ্যপুরুষ ক্লান্ত হইলেন। তিনি পথের পার্শ্বস্থ এক বৃক্ষতলে আশ্রয় লাভার্থ গমন করিয়া কাতরতার সহিত কহিলেন: "আমার অঙ্গবস্ত্র দ্বিপটিত করিয়া বিস্তৃত কর। আনন্দ, আমি ক্লান্ত, আমাকে কিয়ৎক্ষণের জন্য বিশ্রাম লইতে হইবে।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া পূজ্যপাদ আনন্দ অঙ্গবস্ত্রের চারিটি পাট করিয়া উহা বিস্তৃত করিলেন।

পুণ্যপুরুষ উপবেশনান্তে পূজ্যপাদ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন: "আনন্দ, আমার জন্য জল লইয়া আইস। আমি তৃষ্ণার্ত, জল পানেচ্ছু।"

পুণ্যপুরুষ এইরূপ কহিলে পূজ্যপাদ আনন্দ কহিলেন: "এইমাত্র পাঁচশত শকট এই স্থান দিয়া গিয়াছে, উহারা এখানকার জল দূষিত করিয়াছে, কিন্তু দেব, অদূরে নদী আছে। ঐ নদীর জল অমলিন, সুস্বাদু, শীতল ও স্বচ্ছ। উহাতে

অবতরণ করা সহজসাধ্য। ঐ স্থানে পুণ্যপুরুষ জলপানও করিতে পারিবেন এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিও শীতল করিতে পারিবেন।"

দ্বিতীয়বার পুণ্যপুরুষ পূজ্যপাদ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন: "আনন্দ, আমার জন্য জল লইয়া আইস। আমি তৃষ্ণার্ত, জল পানেচ্ছু।"

ঐবারও পূজ্যপাদ আনন্দ কহিলেন: "আমরা নদীতে যাই।"

তৃতীয়বার পুণ্যপুরুষ পূজ্যপাদ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন: "আনন্দ, আমার জন্য জল লইয়া আইস। আমি তৃষ্ণার্ত, জল পানেচ্ছু।"

"যে আজ্ঞা, দেব" বলিয়া পূজ্যপাদ আনন্দ পাত্র হস্তে স্থানীয় ক্ষুদ্র জল প্রবাহে গমন করিলেন। কি বিস্ময়! শকটচক্র দ্বারা আলোড়িত কর্দমাক্ত ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী, আনন্দ তৎসন্নিকটে আগমন করিলে, স্বচ্ছ, উজ্জ্বল ও সর্বপ্রকার মালিন্য বর্জিত হইল। তিনি চিন্তা করিলেন: "কি আশ্চর্য, তথাগতের পরাক্রম ও শক্তি অদ্ভুত।"

আনন্দ পাত্রে সংরক্ষিত বারি প্রভুর নিকট লইয়া আসিয়া কহিলেন: "পুণ্যপুরুষ এই পাত্র গ্রহণ করুন। মঙ্গলময় বারি পান করুন। দেব ও মনুষ্যের শিক্ষক তৃষ্ণার শান্তি করুন।"

পুণ্যপুরুষ বারি পান করিলেন।

ঐ সময়ে আরাদ কালামের শিষ্য নীচজাতীয় পুক্কস নামক এক তরুণ মল্ল রাজপথ দিয়া কুশীনগর হইতে পাবাতে যাইতেছিল।

তরুণ মল্ল পুক্কস বৃক্ষপাদমূলে উপবিষ্ট মহাপুরুষকে দেখিয়া তৎসন্নিধানে উপনীত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্বক সসম্মানে এক পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিল। তদনন্তর বুদ্ধ ধর্মালোচনা দ্বারা তাহাকে উপদিষ্ট, উন্নীত ও হর্ষান্বিত করিলেন।

পুক্কস মহাপুরুষের বাক্য দ্বারা উৎসাহিত ও হর্ষযুক্ত হইয়া নিকটস্থ জনৈক ব্যক্তিকে মহাপুরুষের পরিধানের উপযোগী দুইটি স্বর্ণখচিত বস্ত্র-নির্মিত পরিচ্ছদ আনিতে আদেশ দিল।

পুক্কস পরিচ্ছদ দুইটি বুদ্ধকে উপহার দিয়া কহিল: "দেব, এই স্বর্ণ-খচিত বস্ত্র-নির্মিত পরিচ্ছদ এইক্ষণেই পরিধানের উপযোগী। আমার হস্ত হইতে উহা গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।"

মহাপুরুষ কহিলেন: "পুক্কস, একটি আমাকে দাও, অপরটি আনন্দকে দাও।"

তথাগতের দেহ অগ্নির ন্যায় দীপ্ত হইল। অবর্ণনীয় সৌন্দর্য তাঁহাকে মণ্ডিত করিল।

পূজ্যপাদ আনন্দ মহাপুরুষকে কহিলেন: "কি অদ্ভুত ও বিস্ময়কর! দেব, আপনার চর্ম এত স্বচ্ছ, এত উজ্জ্বল! এই স্বর্ণ-খচিত-বস্ত্র নির্মিত পরিচ্ছদ আমি পুণ্যপুরুষের অঙ্গে স্থাপিত করিলে উহা প্রভাহীন প্রতীয়মান হইল।"

পুণ্যপুরুষ কহিলেন: "দুইবার মাত্র তথাগতের দেহ স্বচ্ছ ও ঔজ্জ্বল্যপূর্ণ হয়। আনন্দ, যে রাত্রিতে তথাগত চরম দিব্যদৃষ্টি লাভ করেন সেই রাত্রে এবং যে রাত্রিতে তাঁহার চরম অন্তর্ধান হয়—যে অন্তর্ধানে তাঁহার পার্থিব জীবনের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না—সেই রাত্রে।"

তৎপরে পুণ্যপুরুষ পূজ্যপাদ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন: "আনন্দ, এমন হইতে পারে কেহ কেহ কর্মকার চুন্দকে অনুতপ্ত করিয়া কহিবে, 'চুন্দ, তোমার অমঙ্গল ও ক্ষতি হইবে, তথাগত তোমার গৃহে শেষ আহার করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।' আনন্দ, চুন্দের হৃদয়ে এরূপ অনুতাপ হইলে তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিতে হইবে, 'চুন্দ, তোমার মঙ্গল লাভ হইবে, তথাগত তোমার গৃহে শেষ আহার করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। চুন্দ, আমি স্বয়ং পুণ্যপুরুষের মুখ হইতে শুনিয়াছি, স্বয়ং তাঁহার মুখ হইতে এই বাণী শ্রবণ করিয়াছি, 'এই দুই প্রকার আহার দান সমফলপ্রদায়ী ও অপরাপর দান অপেক্ষা অধিকতর উপকারক: বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির সময় তথাগত যে আহার গ্রহণ করেন তাহা এবং তাঁহার অন্তর্ধান কালে—যে চরম অন্তর্ধানে তাঁহার পার্থিব জীবনের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না—তিনি যে আহার গ্রহণ করেন তাহা, এই দুই দান সমফলপ্রদায়ী ও সমভাবে উপকারক এবং অপরাপর দান অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদায়ী ও উপকারক।' কর্মকার চুন্দের কৃত কর্ম দীর্ঘ জীবন, উচ্চ জন্ম, সৌভাগ্য সুযশ ও বৃহৎ ক্ষমতায় পর্যবসিত হইবে। চুন্দের অনুশোচনা এইরূপে শান্ত করিতে হইবে।"

তৎপরে পুণ্যপুরুষ মৃত্যু আগতপ্রায় অনুভব করিয়া এই কথাগুলি কহিলেন: "যিনি দান করেন, তাঁহারই প্রকৃত লাভ হইবে। যিনি আত্মদমন করেন তিনি অত্যাসক্তি হইতে মুক্ত হইবেন। পবিত্রাচারী পাপ পরিহার করেন; কামনা, দ্বেষ ও মোহের ধ্বংস সাধন করিয়া আমরা নির্বাণে উপনীত হই।"

মৈত্রেয়

পুণ্যপুরুষ বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমভিব্যাহারে, হিরণ্যবতী নদীর অপর পারে স্থিত কুশীনগরের উপবর্তন মল্লদিগের শালকুঞ্জের দিকে অগ্রসর হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া পূজ্যপাদ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া তিনি কহিলেন: "আনন্দ, যুগ্ম-শালবৃক্ষের মধ্যবর্তী স্থানে উত্তর দিকে মস্তক রক্ষা করিয়া আমার শয্যা প্রস্তুত কর। আনন্দ, আমি ক্লান্ত, শয়নেচ্ছু।"

"দেব, যে আজ্ঞা" বলিয়া পূজ্যপাদ আনন্দ যুগ্ম শাল বৃক্ষের মধ্যবর্তী স্থানে, উত্তর দিকে মস্তক রক্ষা করিয়া শয্যা রচনা করিলেন। ধীরে ও শান্তচিত্তে পুণ্যপুরুষ শয়ন করিলেন।

ঐ সময় শালবৃক্ষসমূহ অসময়ে কুসুমিত হইয়াছিল; আকাশ হইতে স্বর্গীয় সংগীত শ্রুত হইল; ঐ গীত পূর্ববর্তী বুদ্ধগণের পূজার্থে গীত হইতেছিল। পুণ্যপুরুষকে এইরূপে সম্মানিত হইতে দেখিয়া আনন্দ বিস্ময়াপ্লুত হইলেন। কিন্তু পুণ্যপুরুষ কহিলেন: "আনন্দ, কেবল মাত্র এইরূপ ঘটনা দ্বারা তথাগতকে যথার্থরূপে সম্মান, শ্রদ্ধা ও পূজা করা হয় না। যে ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী, ধর্মনিষ্ঠ নর বা নারী, উপদেশাবলী অনুসারে বৃহত্তর ক্ষুদ্রতর কর্তব্যসমূহকে অবিরত পালন করেন, তাঁহারাই যথার্থরূপে তথাগতকে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন, তাঁহারাই তথাগতকে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত অর্ঘ্য দান করেন। অতএব আনন্দ, অবিচ্ছিন্নভাবে বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর কর্তব্যপালনে রত হও, উপদেশাবলীর অনুসরণ কর; এইরূপ করিলে তোমরা বুদ্ধের সম্মান করিবে।"

তদনন্তর পূজ্যপাদ আনন্দ বিহারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া অশ্রুমোচন পূর্বক তিনি চিন্তা করিলেন: "হায়! আমি এখনও শিক্ষার্থী, এখনও আমার নিজের সম্পূর্ণতার জন্য আমাকে নিজে প্রয়াস করিতে হইবে। বুদ্ধ—যিনি এত দয়ার্দ্র—আমার নিকট হইতে চলিয়া যাইতেছেন।"

ইত্যবসরে পুণ্যপুরুষ ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন: "ভিক্ষুগণ, আনন্দ কোথায়?"

একজন ভিক্ষু গিয়া আনন্দকে ডাকিয়া আনিল। আনন্দ পুণ্যপুরুষকে কহিলেন: "অবিদ্যার প্রভাবে নিবিড় অন্ধকার রাজত্ব করিতেছিল;

প্রাণীজগত আলোকের অনুসন্ধান করিতেছিল; তখন তথাগত জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিলেন, কিন্তু ঐ দীপ এখনই অকালে নির্বাপিত হইবে।”

পুণ্যপুরুষ পূজ্যপাদ আনন্দ তাঁহার পার্শ্বে বসিলে তাঁহাকে কহিলেন:

“আনন্দ! ক্ষান্ত হও, অস্থির হইও না, ক্রন্দন করিও না! আমি কি তোমাকে ইতিপূর্বে বলি নাই যে, যে সকল বস্তু আমাদের প্রিয়তম, তাহাদের ধর্মই এই যে আমরা তাহাদের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহাদিগকে ত্যাগ করিব?

“নির্বোধ ‘আত্মনের’ কল্পনা করে, জ্ঞানী ‘আত্মন’কে ভিত্তিহীন জ্ঞান করিয়া জগতের স্বরূপ অবগত হন, তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে দুঃখ হইতে উৎপন্ন সর্বপ্রকার মিশ্র পদার্থ পুনরায় বিযুক্ত হইবে, কিন্তু সত্য রহিবে।

“আমি কি নিমিত্ত এই মাংস গঠিত দেহের সংরক্ষণ করিব, যখন সর্বোত্তম ধর্মের অস্তিত্ব রহিবে? আমি কৃতসংকল্প; আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া নিজের কার্য সমাপ্ত করিয়া আমি এক্ষণে বিশ্রাম লাভার্থী! একমাত্র উহাই প্রয়োজনীয়!

“আনন্দ, তুমি দীর্ঘকাল অপরিবর্তনীয় ও অপরিমেয় প্রীতিপূর্ণ চিন্তা ও কর্মদ্বারা আমার অতিশয় প্রিয় হইয়াছ। আনন্দ, তুমি সফলকাম! আন্তরিক প্রয়াসে তুমিও সত্বরেই ইন্দ্রিয়াসক্তি, আত্মপরতা, মোহ ও অবিদ্যারূপ মহা অশুভ-সমূহ হইতে মুক্ত হইবে।”

আনন্দ অশ্রুরোধ করিয়া পুণ্যপুরুষকে কহিলেন: “আপনার অবর্তমানে কে আমাদিগকে শিক্ষা দান করিবে?”

পুণ্যপুরুষ উত্তর করিলেন: “আমিই প্রথমে বুদ্ধ হইয়া জগতে অবতীর্ণ হই নাই এবং আমিই শেষ বুদ্ধ নহি। উপযুক্ত সময়ে জগতে আর একজন বুদ্ধের আবির্ভাব হইবে, যে বুদ্ধ পবিত্রতার আধার, সর্বোচ্চ জ্ঞানে জ্ঞানী, সদাচারী, মঙ্গল-সূচক, বিশ্বজ্ঞান সম্পন্ন, মনুষ্যের অতুলনীয় নেতা, স্বর্গ ও মর্ত্যের অধীশ্বর। আমি তোমাদিগকে যে শিক্ষা দিয়াছি, তিনিও সেই অনন্ত সত্য তোমাদের নিকট প্রকাশ করিবেন। তিনি তাঁহার ধর্ম—যে ধর্মের বাহ্য ও অভ্যন্তর, আদি, মধ্য ও অন্ত মহিমামণ্ডিত সেই ধর্ম প্রচার করিবেন। তিনি সর্বরূপে পূর্ণতা প্রাপ্ত এবং বিশুদ্ধ ধর্ম জীবনের ঘোষণা করিবেন। আমার শিষ্য সংখ্যা বহু শত, কিন্তু তাঁহার শিষ্য বহু সহস্র হইবে।”

আনন্দ কহিলেন : "আমরা কি প্রকারে তাঁহাকে জানিব ?"

পুণ্যপুরুষ কহিলেন : "তিনি মৈত্রেয় নামে বিদিত হইবেন। ঐ নামের অর্থ 'যাঁহার নাম দয়া'।"

বুদ্ধের নির্বাণ লাভ

মল্লগণ সস্ত্রীক তাহাদের তরুণ ও তরুণীগণ সহ দুঃখিত হইয়া আহত হৃদয়ে তাহাদিগের শালবনস্থ উপবর্তনে গমন করিয়া বুদ্ধের নৈকট্যজনিত পরমানন্দ লাভের বাসনায় তাঁহার দর্শন লাভেচ্ছু হইল।

বুদ্ধ তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন :

"মার্গের অনুসন্ধানে তোমাদিগকে স্ব স্ব আয়াস ও যত্নের প্রয়োগ করিতে হইবে। আমাকে দর্শন করিলেই যথেষ্ট হইবে না। আমার আদেশানুবর্তী হইয়া দুঃখজড়িত জাল হইতে মুক্ত হও। লক্ষ্য অটল রাখিয়া ঐ মার্গে বিচরণ কর।

"পীড়িত ব্যক্তি ঔষধের উপশমকারী শক্তি দ্বারা আরোগ্য লাভ করিতে পারে, চিকিৎসককে দর্শন না করিয়াও সে রোগমুক্ত হইতে পারে।

"যে আমার আদেশ পালন না করিবে তাহার পক্ষে আমার দর্শনলাভ বৃথা। ইহা নিষ্ফল। প্রকৃত পথে বিচারণকারী আমা হইতে দূরে থাকিয়াও সর্বদা আমার নিকট।

"কেহ আমার সহিত একত্র বাস করিলেও যদি আমার আদেশ পালনে পরাঙ্মুখ হয়, তাহা হইলে সে আমা হইতে বহু দূরে। ধর্মানুরাগী সর্ব সময়েই তথাগতের নৈকট্যজনিত পরমানন্দ অনুভব করিবে।"

তৎপরে সন্ন্যাসী সুভদ্র মল্লদিগের শালকুঞ্জে গিয়া পূজ্যপাদ আনন্দকে কহিল : "আমি সন্ন্যাস গ্রহণকারী বয়োবৃদ্ধ অপরাপর অভিজ্ঞ শিক্ষকদিগের নিকট শুনিয়াছি যে, তথাগত পবিত্র বুদ্ধেরা কদাচিৎ জগতে আবির্ভূত হন। আমি শুনিয়াছি যে, অদ্য রজনীর শেষ প্রহরে শ্রমণ গৌতমের তিরোভাব হইবে। আমার মন সংশয়ে পূর্ণ, তথাপি আমি শ্রমণ গৌতমে বিশ্বাসবান, আমি আশা করি, তিনি এরূপভাবে সত্যকে উপস্থাপিত করিবেন যাহাতে আমার সংশয় দূরীভূত হয়। আমি শ্রমণ গৌতমের দর্শনপ্রার্থী।"

সুভদ্র এইরূপ কহিলে পূজ্যপাদ আনন্দ তাহাকে কহিলেন : "সুভদ্র, ক্ষান্ত হও! তথাগতকে বিরক্ত করিও না। তিনি ক্লান্ত।"

আনন্দ ও সুভদ্রের এই কথোপকথন পুণ্যপুরুষ অন্তরাল হইতে শ্রবণ করিয়া আনন্দকে ডাকিয়া কহিলেন: "আনন্দ! সুভদ্রের আগমনে বাধা দিও না, তাহাকে আসিতে দাও। সুভদ্র জ্ঞানান্বেষী হইয়া আমাকে প্রশ্ন করিবে, আমাকে বিরক্ত করিবার জন্য নয়, আমিও তাহাকে যে উত্তর দিব তাহা তৎক্ষণাৎ তাহার বোধ্য হইবে।"

তদনন্তর আনন্দ সুভদ্রকে কহিলেন; "এস, সুভদ্র; তুমি পুণ্যপুরুষের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছ।"

পুণ্যপুরুষ সুভদ্রকে জ্ঞানোপদেশ ও সান্ত্বনার বাণী দ্বারা উৎসাহিত ও হর্ষান্বিত করিলে সুভদ্র তাঁহাকে কহিল:

"মহিমাময় দেব! আপনার মুখনিঃসৃত বাণী সর্বোত্তম! উহা উৎপাতিতের পুনস্থাপন করিয়াছে, লুক্কায়িতকে প্রকাশ করিয়াছে। উহা পথভ্রান্ত পথিককে যথার্থ পথ দেখাইয়াছে। উহা অন্ধকারে দীপ আনয়ন করিয়াছে, যাহাতে যাহাদের চক্ষু আছে তাহারা যেন দেখিতে পায়। এইরূপে আমি সত্যের জ্ঞান লাভ করিয়াছি। আমি বুদ্ধ, সত্য ও সঙ্ঘের আশ্রয় লইতেছি। আজ হইতে জীবনের অন্তকাল পর্যন্ত পুণ্যপুরুষ আমাকে প্রকৃত বিশ্বাসবান শিষ্যরূপে গ্রহণ করুন।"

তৎপরে সুভদ্র পূজ্যপাদ আনন্দকে কহিল; "আনন্দ, তোমার লাভ অসামান্য, তোমার সৌভাগ্য মহৎ, এত বৎসর ধরিয়া স্বয়ং বুদ্ধের হস্ত হইতে সঙ্ঘভুক্ত শিষ্যত্বের বারি তোমার উপর বর্ষিত হইয়াছে।"

অতঃপর বুদ্ধ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন: "আনন্দ, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ চিন্তা করিতে পার, 'শিক্ষকের বাক্য আর নাই, আমাদের শিক্ষক আর নাই!' কিন্তু এই বিষয়কে তোমরা সেরূপভাবে দেখিবে না। ইহা সত্য যে আমি আর শরীর গ্রহণ করিব না, যেহেতু ভবিষ্যতে আমি সমস্ত দুঃখের অতীত। কিন্তু যদিও এই দেহের ধ্বংস হইবে, তথাপি তথাগতের অস্তিত্ব থাকিবে। ধর্ম ও আমা কর্তৃক নির্দিষ্ট তোমাদিগের জন্য সঙ্ঘের নিয়মাবলী আমার অবর্তমানে তোমাদের শিক্ষকস্বরূপ হইবে। আমার দেহান্তে, আনন্দ, সঙ্ঘ ইচ্ছানুরূপে অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় নির্দেশগুলি বর্জন করিতে পারেন।"

তৎপরে পুণ্যপুরুষ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; "কোন ভিক্ষুর মনে বুদ্ধ, ধর্ম কিম্বা মার্গের সম্বন্ধে সংশয় থাকিতে পারে। 'বুদ্ধের

সম্মুখবর্তী থাকিবার কালে আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই,' এরূপ চিন্তা যেন পরিশেষে কাহাকেও না করিতে হয়। অতএব, ভিক্ষুগণ, সময় থাকিতে অবাধে জিজ্ঞাসা কর।"

ভিক্ষুগণ নীরব রহিলেন।

তৎপরে পূজ্যপাদ আনন্দ পুণ্যপুরুষকে কহিলেন: "ইহা নিঃসন্দেহ যে এই সমগ্র ভিক্ষু মণ্ডলে এমন কোন ভিক্ষু নাই যাঁহার বুদ্ধ, ধর্ম ও মার্গ সম্বন্ধে কোন সংশয় আছে!"

পুণ্যপুরুষ কহিলেন: "আনন্দ, তোমার বিশ্বাসের প্রগাঢ়তায় তুমি ইহা কহিয়াছ! কিন্তু, আনন্দ, তথাগত নিশ্চিত জানেন যে, এই সমগ্র ভিক্ষুমণ্ডলে এমন কোন ভিক্ষু নাই যিনি বুদ্ধ, ধর্ম ও মার্গ সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করেন! যেহেতু আনন্দ, যিনি সর্বাপেক্ষা পশ্চাতে তিনিও রূপান্তরিত হইয়াছেন, তাঁহারও চরম মুক্তি নিশ্চিত।"

তৎপরে পুণ্যপুরুষ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন: "শিষ্যগণ, যদি তোমরা ধর্ম, দুঃখের হেতু এবং মুক্তির মার্গ জানিয়া থাক, তাহা হইলে কি বলিবে: 'আমরা বুদ্ধের সম্মান করি এবং ঐ কারণেই উহা কহিতেছি'?"

ভিক্ষুগণ উত্তর করিলেন "দেব, আমরা সেরূপ বলিব না।"

বুদ্ধ পুনরায় কহিলেন:

"অণ্ড মধ্যে অবস্থানের ন্যায় যে সকল প্রাণীর স্থিতি, যাহারা অবিদ্যার তমসায় আচ্ছন্ন, তাহাদের মধ্যে আমিই সর্ব প্রথমে অবিদ্যার অণ্ডাবরণ ভগ্ন করিয়াছি, একমাত্র আমিই এই বিশ্বে সর্বোত্তম বিশ্বব্যাপী বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছি। শিষ্যগণ, আমি সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোচ্চ জীব।

"কিন্তু, শিষ্যগণ, তোমাদের কি অভিমত, তোমরা কি তাহা জান না, দেখ নাই, উপলব্ধি কর নাই?"

আনন্দ ও ভিক্ষুগণ উত্তর করিলেন: "দেব, উহা আমাদের জ্ঞাত, দৃষ্ট ও উপলব্ধ।"

পুণ্যপুরুষ পুনরায় কহিলেন: "ভিক্ষুগণ, শ্রবণ কর। 'ধ্বংসই সর্বপ্রকার মিশ্র পদার্থের ধর্ম, কিন্তু সত্য চিরদিন রহিবে!' আমার এই বাক্যে তোমরা উৎসাহিত হও। যত্ন সহকারে নিজের মুক্তির মার্গ পরিস্কৃত কর।" ইহাই তথাগতের শেষ বাক্য। ইহার পরে তথাগত গভীর ধ্যানে মগ্ন হইলেন ও যথাক্রমে চতুর্বিধ ধ্যানের মধ্য দিয়া নির্বাণে প্রবেশ করিলেন।

পুণ্যপুরুষ নির্বাণে প্রবেশ করিলে ভীতিপ্রদ প্রবল ভূমিকম্প হইল, বজ্রপাত হইল, ভিক্ষুদিগের মধ্যে যাঁহারা আসক্তির প্রাবল্য হইতে মুক্ত ছিলেন না, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ হতাশ হইয়া অশ্রুমোচন করিলেন, কেহ কেহ ভূতলে পতিত হইলেন। "পুণ্যপুরুষ অকালে দেহত্যাগ করিয়াছেন! অকালে জগজ্জ্যোতি নিষ্প্রভ হইল!" এই চিন্তা তাঁহাদের মর্মন্তুদ যাতনার কারণ হইল।

তদনন্তর পূজনীয় অনুরুদ্ধ ভিক্ষুগণকে উৎসাহিত করিয়া কহিলেন: "ভিক্ষুগণ, ক্ষান্ত হও! ক্রন্দন করিও না, বিলাপ করিও না! পুণ্যপুরুষের উপদেশ কি স্মরণ নাই যে, আমাদের অত্যন্ত প্রিয় সকল বস্তুরই স্বভাব এই যে আমাদিগকে তৎসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে, যেহেতু জাত এবং গঠিত বস্তু মাত্রেরই মধ্যে বিনাশের স্বাভাবিক প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান? তবে কি প্রকারে ইহা সম্ভব যে তথাগতের দেহ বিনষ্ট হইবে না? এরূপ অবস্থা অসম্ভব! যাঁহারা অত্যাসক্তি বর্জিত, তাঁহারা শান্ত ও সংযত হইয়া বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মকে স্মরণ করিয়া, স্থির থাকিবেন।"

পূজ্যপাদ অনুরুদ্ধ ও আনন্দ রাত্রির অবশিষ্টাংশ ধর্মালোচনায় অতিবাহিত করিলেন।

তৎপরে অনুরুদ্ধ আনন্দকে কহিলেন: "ভ্রাতঃ আনন্দ, কুশীনগরে মল্লদিগকে সংবাদ দাও যে পুণ্যপুরুষের নির্বাণ লাভ হইয়াছে, তাহাদের বিবেচনায় যাহা ক্ষেত্রোচিত তাহার অনুষ্ঠান করুক।"

মল্লগণ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া শোকার্ত, দুঃখিত ও হৃদয়ে আঘাত প্রাপ্ত হইল।

তৎপরে কুশীনগরের মল্লগণ ভৃত্যগণকে আদেশ দিল, "সুগন্ধি দ্রব্য, পুষ্পমাল্য ও কুশীনগরের সমস্ত বাদ্য সংগ্রহ কর।" ঐ সকল সুগন্ধিদ্রব্য, পুষ্পমাল্য এবং বাদ্য যন্ত্রাদি এবং তৎসহিত পাঁচশত খণ্ড পরিচ্ছদের বস্ত্র লইয়া মল্লগণ শালকুঞ্জে যেখানে পুণ্যপুরুষের দেহ শায়িত ছিল তথায় গমন করিল। সেখানে তাহারা নৃত্য, স্তুতিগান, বাদ্য পুষ্পমাল্য ও সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা পুণ্যপুরুষের পার্থিব অবশেষের পূজার্চ্চনায় এবং পরিচ্ছদ বস্ত্র সাহায্যে চন্দ্রাতপ নির্মাণ ও ইহাতে লম্বিত করিবার জন্য প্রসাধন মাল্যাদি প্রস্তুত করিয়া সমস্ত দিবস অতিবাহিত করিল। রাজাধিরাজের দেহ যেরূপে দাহ করা হয়, বুদ্ধের দেহও তাহারা সেইরূপে দাহ করিল!

চিতা প্রজ্বলিত হইলে সূর্য ও চন্দ্র কিরণ বিতরণে ক্ষান্ত হইল, চতুর্দিকস্থ স্থির স্রোতস্বিনীগণ প্রবল বেগে বহিতে লাগিল, ভূমি কম্পিত হইল, দুর্দ্ধর্ষ অরণ্যসমূহ ঝাউ বৃক্ষের ন্যায় কম্পিত হইল, পুষ্প ও বৃক্ষপত্রসমূহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির ন্যায় অসময়ে ভূতলে পতিত হইল, সমস্ত কুশীনগর আকাশ হইতে পতিত মন্দার পুষ্পের আজানু-গভীর স্তূপে আবৃত হইল।

দাহ সমাপ্ত হইল দেবপুত্র চিতার চতুর্দিকে সমবেত জনমণ্ডলীকে কহিলেন :

"ভিক্ষুগণ, পুণ্যপুরুষের পার্থিব অবশেষ বিনষ্ট হইয়াছে, কিন্তু যে সত্য তিনি আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন উহা আমাদের মনোমধ্যে অবস্থান করিয়া পাপ হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিতেছে।

"অতএব এস, আমাদিগের মহানুভব প্রভুর ন্যায়, পরদুঃখকাতর ও কৃপাপূর্ণ হইয়া আমরা জগতের সমস্ত প্রাণীর নিকট মহান চতুরঙ্গ সত্য এবং ধর্মাচরণের অষ্টাঙ্গ মার্গ ঘোষণা করি, যাহাতে সমস্ত মানব জাতি, বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘে আশ্রয় লইয়া নির্বাণ লাভ করিতে সক্ষম হয়।"

পুণ্যপুরুষের নির্বাণ লাভান্তে মল্লগণ কর্তৃক তাঁহার দেহ, রাজাধিরাজের দেহের ন্যায় ভস্মীভূত হইলে, ঐ সময়ে যে সকল সাম্রাজ্য তাঁহার ধর্ম আলিঙ্গন করিয়াছিল, ঐ সকল দেশ হইতে দূতগণ আসিয়া স্মরণ-চিহ্ন চাহিল ; ঐ সকল চিহ্ন আট ভাগে বিভক্ত হইল এবং উহাদের সংরক্ষণের জন্য আটটি ডাগোবা নির্মিত হইল। মল্লগণ কর্তৃক একটি ডাগোবা এবং অপর সাতটি যে সকল দেশের অধিবাসী বুদ্ধের শরণ লইয়াছিল তাহাদের সাত জন রাজা কর্তৃক নির্মিত হইল।

———